BANGLA POST Year: 21 ◆ Issue: 1016 ◆ Friday 14 June - Thursday 20 June 2024 FREE

বাংলা পোস্ট

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED FREE BANGLA NEWSPAPER

লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক

পোস্ট ডেস্ক : হজের ঘোষণাকে মহান আল্লাহপাক সারা বিশ্বের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে দেয়ার জন্য হযরত ইব্রাহীম (আ:)-কে নির্দেশ দিয়েছিলেন। এতদ সম্পর্কে আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছে : "আর মানুষের কাছে হজের ঘোষণা করে দাও, তারা তোমার কাছে পায়ে হেঁটে আসবে ––১৬ পৃষ্ঠায়

যারা আমাদের জন্য আলো ছড়াচ্ছেন

সমতা খাতুন

সৈয়দা খাতুন এমবিই

সেলিম চৌধুরী

রাহি আলী

ইবশা চৌধুরী

মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান

শাহ হোসেন

মোহাম্মদ ইসলাম

রহিমা রহমান

সিরাজুল ইসলাম

মঈন কাদরী

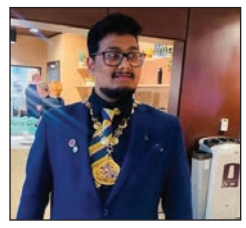
এহতেশাম হক

ব্যারিস্টার খালেদ

আলী আকবর

শিবলি আলম

সুলুক আহমদ

তারেক চৌধুরী : প্রতি বছরের মত এবার ও ব্রিটেন জুড়ে আলো ছড়াচ্ছেন বাংলাদেশী অরিজিনের রাজনীতিবিদরা। এবার অনেক কাউন্সিলর ব্রিটেনে বিভিন্ন বাড়া কাউন্সিল, টাউন কাউন্সিল বা মেট্রো পলিটন কাউন্সিলে মেয়র, ডেপুটি মেয়র, স্পিকার, ডেপুটি স্পিকার, চেয়ারম্যান বা শেরিফ পদে নির্বাচিত হয়ে আলো ছড়াচ্ছেন। বিভিন্ন পদে এখন পর্যন্ত ১৬ জনের নাম পরিচয় পাওয়া গেছে, যারা বিভিন্ন বারা কাউন্সিলে দায়িত্ব পালন করে বাংলাদেশিদের মুখ উজ্জ্বল করেছেন। আগামী ৪ ঠা জুলাই ব্রিটেনের সাধারণ নির্বাচনেও বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত রাজনীবিদ অংশ নিচ্ছেন। সব মিলিয়ে তাদের অবদান বিলেতে বাংলাদেশী মানুষদের যোগ্যতার জানান দিচ্ছেন। নিচে তাদের কয়েকজনের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরা হলো। বিলেতের সিনিয়র সাংবাদিক নবাব উদ্দিন এই প্রতিবেদন তৈরিতে সহযোগিতা করেছেন।

কাউন্সিলর সমতা খাতুন - ক্যামডেনের মেয়র

ক্যামডেন টাউন হলে মেয়র পদায়ন অনুষ্ঠানের পর কাউন্সিলর সমতা খাতুন কাউন্সিলর রহমানের কাছ থেকে দায়িত্ব নেন, কাউন্সিলর এডি হ্যানসনকে ক্যামডেনের নতুন ডেপুটি মেয়র হিসেবে মনোনীত করা হয়। ২০১০ সালে কাউন্সিলর হওয়ার আগে, কাউন্সিলর খাতুন, তিন সন্তানের জননী, স্থানীয়ভাবে যুব কর্মী এবং পারিবারিক সহায়তা কর্মী হিসাবে কাজ করেছিলেন। তিনি নিউ হরাইজন ইয়ুথ সেন্টারের ট্রাস্টি, সেন্ট প্যানক্রাস ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের ট্রাস্টি, এডিথ নেভিল প্রাইমারি স্কুলের প্যারেন্ট গভর্নর, বাংলা সুরের কোষাধ্যক্ষ এবং চুনারুঘাট অ্যাসোসিয়েশনের মহিলা অফিসার সহ ক্যামডেনে বেশ কয়েকটি স্বেচ্ছাসেবী ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি বর্তমানে ওয়ার্কিং মেনস কলেজের গভর্নরও।

কাউন্সিলর সৈয়দা খাতুন এমবিই - স্যান্ডওয়েলের মেয়র

কাউন্সিলর সৈয়দা খাতুন, যিনি টিপটন গ্রিন ওয়ার্ডের প্রতিনিধিত্ব করেন, ২১ মে মঙ্গলবার একটি অনুষ্ঠানের পর স্যান্ডওয়েলের নতুন মেয়র হন। ১৯৯ সাল থেকে কাউন্সিলর হিসেবে দায়িত্ব পালন করে, কাউন্সিলর খাতুন অ্যাকর্নস এবং ইয়েমেনি কমিউনিটি অ্যাসোসিয়েশনের লেটস টক হোপের জন্য তহবিল সংগ্রহের দিকে মনোনিবেশ করবেন।

কাউন্সিলর সেলিম চৌধুরী - হ্যারোর মেয়র

১৬ মে বৃহস্পতিবার একটি বিশেষ অনুষ্ঠানে কাউন্সিলর সেলিম চৌধুরী আনুষ্ঠানিকভাবে হ্যারোর মেয়র হিসেবে নিযুক্ত হন। তিনি কাউন্সিলর রামজি চৌহানের স্থলাভিষিক্ত হন। হ্যারোর ৭২ তম মেয়র এবং এর প্রথম ব্রিটিশ বাংলাদেশী মেয়র হিসাবে, কাউন্সিলর চৌধুরীর বছরের থিম হল 'ইউনিটি' এবং তিনি লন্ডনের কমিউনিটি কিচেনকে ––১৬ পৃষ্ঠায়

ঈদের শুভেচ্ছা

চলতি বছর যুক্তরাজ্যে ঈদ উল আযহা পালিত হবে ১৬ ই জুন, রবিবার। আর বাংলাদেশে পালিত হবে ১৭ ই জুন সোমবার। প্রতিবারের মত এবার ব্রিটেনের বিভিন্ন মসজিদে তিন থেকে চার জামাত ঈদের নামাজ অনুষ্ঠিত হবে। ঈদুল আযহা উপলক্ষে বাংলা পোস্ট এর অগণিত পাঠক, লেখক, পৃষ্ঠপোষক, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও ঈদ মোবারক।-সম্পাদক

বাড়ছে বিদেশে টাকা পাচার

॥ এম. হাসানুল হক উজ্জ্বল ॥

দেশের অর্থে বিদেশে আয়েশে জীবন যাপনকারী লোকের সংখ্যা প্রতিনিয়ত বাড়ছে। বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে এখন বাংলাদেশের চিহ্নিত দূর্নীতিবাজদের বিত্ত বৈভবের অভাব নেই। বিভিন্ন সময় মিডিয়ায় এ নিয়ে সংবাদ প্রকাশ কিংবা প্রচার হলেও তা নিয়ন্ত্রনে নেই সরকারের উদ্যোগ। তাই হুন্ডির মাধ্যমে দেশের অর্থ বিদেশে যাচ্ছে সহজেই। এমনকি দেশে সর্বত্র ক্ষেত্রে দুর্নীতির ––২০ পৃষ্ঠায়

বাংলাদেশের ওপর থেকে ভিসা নিষেধাজ্ঞা তুলে নিলো ওমান

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : কয়েক ক্যাটাগরিতে বাংলাদেশি নাগরিকদের ওপর থেকে ভিসা নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছে ওমান। বুধবার (১২ জুন) ঢাকার ওমান দূতাবাস এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে ––১৬ পৃষ্ঠায়

এমপি আনার হত্যার ছবি প্রকাশ

পোস্ট ডেস্ক : কলকাতার নিউটাউনের সঞ্জিবা গার্ডেনের ফ্লাটটিতে ঝিনাইদহ-৪ আসনের সংসদ সদস্য আনোয়ারুল আজিমকে হত্যার ছবি পেয়েছে গণমাধ্যম। একইসঙ্গে আনারের সঙ্গে কী ঘটেছিল, এ সংক্রান্ত চাঞ্চল্যকর তথ্য পাওয়া গেছে।

হাতে আসা একটি ভিডিওতে কসাই জিহাদকে স্বীকারোক্তি দিতে দেখা গেছে। এতে তিনি জানান, বালিশ চাপা ––১৬ পৃষ্ঠায়

গৌরবের ২০ বছর পুর্ণ করলো লন্ডন মুসলিম সেন্টার

বিস্তারিত –১৬ পৃষ্ঠায়

হাজারো দর্শনার্থীদের উপস্থিতিতে সম্পন্ন হয়েছে ৭ম লন্ডন বেঙ্গলী ওয়েডিং ফেয়ার

বিস্তারিত –১২, ১৩ পৃষ্ঠায়

কার্ডিফে বিএনপি নেতা নুরুল ইসলাম মাসুম স্বরণে শোক সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

বিএনপির নিবেদিত প্রাণ, কার্ডিফ বিএনপির সাবেক উপদেষ্টা, জিএসসি সাউথ ওয়েলস রিজিওন এর সহ সভাপতি ,কার্ডিফ জালালিয়া মসজিদ এর সহ কোষাধক্ষ প্রয়াত নুরুল ইসলাম মাসুম স্বরণে যুক্তরাজ্য কার্ডিফ বিএনপি ও যুবদলের উদ্যোগে শোক সভা ও দোয়া মাহফিল কার্ডিফ বাংলাদেশ সেন্টারে ৪ঠা জুন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

যুক্তরাজ্য বিএনপির সহ সাধারণ সম্পাদক ও কার্ডিফ বিএনপির সাবেক সভাপতি মোস্তফা ছালেহ লিটন এর সভাপতিত্বে ও কার্ডিফ যুবদলের সাধারণ সম্পাদক মোঃ খলিলুর রহমান এর পরিচালনায় প্রথমে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন হাফিজ মাওলানা খায়রুল আলম।

উপস্থিত নেতৃবৃন্দ মরহুম নূরুল ইসলাম মাসুম এর বর্ণাঢ্য জীবনের অনেক ইতিবাচক দিক তুলে ধরেন, নুরুল ইসলাম মাসুম ছিলেন একজন পরোপকারী ব্যক্তি যে কারো প্রয়োজনে তিনি সবার আগে এগিয়ে আসতেন ।

মরহুম নূরুল ইসলাম মাসুম এর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে দোয়া পরিচালনা করেন জালালীয়া মসজিদ এর খতিব ও ইমাম মাওলানা আব্দুল মুক্তাদির।

শোক সভায় উপস্থিত ছিলেন কার্ডিফ কমিউনিটির সুপরিচিত মুখ বিশিষ্ট ব্যবসায়ী কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব জনাব মোঃ আনা মিয়া, কার্ডিফ সিটি ও কাউন্টি কাউন্সিল এর কাউন্সিলর, জিএসসি সাউথ ওয়েলস রিজিওনের সভাপতি মোঃ ছালেহ আহমদ, কার্ডিফ জালালীয়া মসজিদ পরিচালনা কমিটির সভাপতি মোহাম্মদ লিলু মিয়া, কার্ডিফ বিএনপির সাবেক সহ সভাপতি জনাব নুরুল হক আনছারী, বাংলাদেশ এসোসিয়েসন কার্ডিফ এর সাধারণ সম্পাদক জনাব হারুন তালুকদার, কার্ডিফ বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম, মুরব্বি জনাব আহাদ আলী, মুরব্বি জনাব মছব্বির মিয়া, হাফিজ মাওলানা ফারুক আহমদ, কার্ডিফ বিএনপির সাবেক সহ সভাপতি ইউসুফ খান জিমি, সহ সভাপতি ওয়ালিছ মিয়া, সহ সভাপতি সামসুল আলম, সহ সভাপতি নেহাল মিয়া, কার্ডিফ বিএনপির সাবেক যুগ্ম সম্পাদক জিল্লুল চৌধুরী, সাবেক সহ সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আশরাফ আলী, সহ সাধারণ সম্পাদক আশরাফ চৌধুরী, সহ সাধারণ সম্পাদক নিয়াজ হায়দারী, সহ সাধারণ সম্পাদক ফখরুল ইসলাম, সহ সাধারণ সম্পাদক মামুনুর রহমান, নিউপোট বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মহসিন আলী মিন্টু, কার্ডিফ যুবদলের সভাপতি জুবায়ের আহমদ চৌধুরী, নিউপোট যুবদলের সভাপতি সামিউল ইসলাম বদরুল, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক সাকির জুবের, কার্ডিফ যুবদলের সাংগঠনিক সম্পাদক সুমন আলী, কার্ডিফ যুবদলের সহ সভাপতি সাইফুর রহমান বুবল, যুবদল নেতা আবু সায়েম, যুবদল নেতা মিঠু আলম, যুবদল নেতা সুজেল আহমদ সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

ঢাকাদক্ষিণ উন্নয়ন সংস্থা ইউকে'র কার্যনির্বাহী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

ঢাকাদক্ষিণ উন্নয়ন সংস্থা ইউকে'র কার্যনির্বাহী কমিটির সভা ১০জুন সন্ধ্যা আটঘটিকার সময় পূর্ব লন্ডনের গ্রান্ড রসই রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত হয়।

সংগঠনের সভাপতি আব্দুল লতিফ নিজাম এর সভাপতিত্বে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন কার্যকরী কমিটির সদস্য দেলওয়ার হোসেন এবং সভা পরিচালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল বাছির।

সভার শুরুতে সংগঠনের সভাপতি আব্দুল লতিফ নিজাম সবাইকে স্বাগত জানিয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করেন যে, আমাদের সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় কার্যকরী কমিটি কর্তৃক গৃহিত সকল পরিকল্পনা সফল হবে ইনশাআল্লাহ।

সংগঠনের সাধারন সম্পাদক আব্দুল বাছির বাস্তবায়ন করার লক্ষে কিছু পরিকল্পনা উপস্থাপন করেন।

অত্যন্ত আনন্দময় পরিবেশে কার্যনির্বাহী কমিটির সকল সম্মানিত সদস্যর মনমুগ্ধকর যুক্তি উপস্থাপন শেষে পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য গৃহিত হয়।

সভায় উপস্থিত ছিলেন এবং আলোচনায় অংশগ্রহন করেন সহ সভাপতি ইয়ামীম দিদার, দেলওয়ার আহমদ শাহান, মোঃ সেলিম আহমদ, ট্রেজারার জাকির হোসেন, সহ সাধারন সম্পাদক মোঃ শামীম আহমদ, সহকারী ট্রেজারার ছাদেক আহমদ, সাংগঠনিক সম্পাদক সোহেল আহমদ চৌধুরী, মেম্বারশীপ সম্পাদক কামরুল ইসলাম, ক্রিড়া সম্পাদক নুরুল ইসলাম, শিক্ষাবিষয়ক সম্পাদক রায়হান উদ্দিন, কার্যনির্বাহী কমিটির সম্মানিত সদস্য মামুনুর রশীদ খান, আবজল হোসেন, খালেদ আজিমউদ্দিন জামাল, ইকবাল আহমদ চৌধুরী, আমিন উদ্দিন, জুবায়ের সিদ্দিকী, কামরুজ্জামান কামরান, টিপু রহমান, আজিজুর রহমান, মামুন আহমদ, জাবেদ আহমদ, মোঃ আবু সাঈদ রাজীব।

দীর্ঘ আলোচনার পরে সভায় যেসকল সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়ঃ

১/জুলাই মাসে নতুন কার্যনির্বাহী কমিটির অভিষেক ও ঈদ পূনর্মিলনী অনুষ্টান আয়োজন সকল সম্মানিত ট্রাস্টিবৃন্দকে নিয়ে।

২/সেপ্টেম্বর মাসে ঢাকাদক্ষিণ উন্নয়ন সংস্থা ইউকে ফুটবল টুর্নামেন্ট।

৩/অক্টোবর মাসে ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটিতে শিক্ষা সফরের আয়োজন করা সকল সম্মানিত ট্রাস্টিবৃন্দকে নিয়ে।

সভায় আরো আলোচনা করা হয় ঢাকাদক্ষিণ এবং বৃটেনে ঢাকাদক্ষিণবাসীর স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো নিয়ে।

পরিশেষে ঢাকাদক্ষিণ উন্নয়ন সংস্থা ইউকে'র জন্মলগ্ন থেকে শুরু করে সকল সম্মানিত ট্রাস্টি যাদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও বিভিন্ন রকমের সহযোগিতায় ঢাকাদক্ষিণ উন্নয়ন সংস্থা ইউকে বৃটেনে সুপ্রতিস্টিত সংগঠনের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয় এবং সংগঠনের অনেক সম্মানিত সদস্য আমাদের মাঝে থেকে চিরবিদায় নিয়েছেন তাদের সকলের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করে প্রার্থনা করা হয়।

নবীগঞ্জ এডুকেশন ট্রাস্ট ইউকে কর্তৃক পরিবার পরিজন নিয়ে একসাথে আইল অফ ওয়াইট, আনন্দ ভ্রমণ

গত ২৬-২৭ মে ২০২৪ ইংরেজি তারিখে নবীগঞ্জ এডুকেশন ট্রাস্টের পরিবার পরিজন নিয়ে আইল অফ ওয়াইডে আনন্দ ভ্রমণের আয়োজন করা হয়। আলহামদুলিল্লাহ, সবাই এই ভ্রমণ উপভোগ করেছেন। প্রথম বারের মত এডুকেশন ট্রাস্ট যুক্তরাজ্যে এভাবে একটি ফ্যামিলি গেট টুগেদারের আয়োজন করেছে। এটি ঘউঞ-এর জন্য একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত, এবং এর ফলে ঘউঞ-এর সদস্যদের ট্রাস্টে অবদান রাখতে উৎসাহিত করতে থাকবে। আমাদের ট্রাস্ট কীভাবে চলছে এবং ট্রাস্টের উদ্দেশ্য কী তা দেখার জন্য এই ট্রিপের আয়োজন করা হয়েছে । আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে নেটের সাথে সম্পৃক্ত ও উৎসাহিত করতে একটা পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে বাংলাদেশে নেটের কার্যক্রম উপস্থাপন করা হয়। ইনশাআল্লাহ আমরা এটিকে একটি বার্ষিক ঐতিহ্যে পরিণত করতে পারব। আমি এই ঐতিহাসিক ট্রিপের আয়োজনকারী সাব কমিটিকে অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের জন্য। সাব-কমিটির সদস্যরা হলেন: সাবেক সচিব ও ইসিএম জনাব আবদুস শহীদ (সমন্বয়ক), জনাব জিল্লুর রহমান (সাংগঠনিক সম্পাদক), জনাব আতিকুর রহমান লিটন (ইসিএম), জনাব মুজাহিদ মিয়া (প্রাক্তন সভাপতি ও ইসিএম), জনাব এনায়েত খান (প্রাক্তন সচিব ও ইসিএম) এবং জনাব আবদাল হোসেন চৌধুরী (সম্মানিত ট্রাস্টি) এবং হোস্ট ও ইসিএম জনাব জিলা মিয়া জুয়েল।

প্রথম দিনের কার্যক্রম:

আউটডোর: আমাদের সময়সূচী অনুযায়ী প্রথম দিন আমরা অ্যালুম বে (সবুজ দৃশ্য) গিয়েছিলাম। আমরা মহিলা এবং পুরুষদের জন্য আলাদাভাবে গেইমের বেবস্তা করেছি। আলাদাভাবে পুরুষ ও মহিলাদের জন্য ছিল: হাড়ি ভাঙা (মাটির পাত্র), সুই সুতা (থ্রেডিং সুই), মিউজিক্যাল পাস দ্য পার্সেল(শুধু মহিলা)। পুরুষদের কার্যক্রম: রশি টানাটানি (টাগ অফ ওয়ার), দৌড় প্রতিযোগিতা । ফিনিক্স সেন্টারে প্রথম দিনের ইনডোর প্রোগ্রাম: নেট চেয়ার মাহতাব মিয়ার সভাপতিত্বে, নেট সেক্রেটারি মিঃ আব্দুল হাই দ্বারা পরিচালিত প্রথম পর্ব এবং প্রোগ্রাম সাব-কমিটির সমন্বয়কারী জনাব আব্দুস শহীদ দ্বারা পরিচালিত দ্বিতীয় পর্ব।

পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু: আবৃত্তি করেন সিনিয়র ট্রাস্টি জনাব সালেহ আহমেদ (নিউ ক্যাসেল)

পুরষ্কার: আউটডোর গেমসের বিজয়ী ১ম, ২য় এবং ৩য়কে ঘউঞ লোগো মেডেল দ্বারা পুরস্কৃত করা হয়।

উপহার হস্তান্তর : সাব কমিটির পক্ষ থেকে (ঘউঞ-এর পক্ষ থেকে) প্রত্যেক পরিবারের জন্য একটি "মগ" উপহার (আইল অফ উইট ল্যান্ড মার্কস সহ ঘউঞ লোগো) দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও সম্মানিত চেয়ার জনাব মাহতাব মিয়াকে ক্রেস্ট এবং ফুল (বিশেষ উপহার) তার সম্প্রতি অর্জন করা এবং পুরস্কৃত "ফ্রিডম অফ দ্য সিটি অফ লন্ডন" এর জন্য। সিনিয়র ট্রাস্টি: জনাব কামরুল হাসান চুনু (প্রাক্তন চেয়ার), জনাব মুজাহিদ মিয়া (প্রাক্তন চেয়ার), ব্যারিস্টার আতাউর রহমান (প্রতিষ্ঠাতা সচিব ও প্রাক্তন চেয়ার) এবং জনাব জিলা মিয়া জুয়েল (হোস্ট ও সম্মানিত ইসি সদস্য) পরিবার, বন্ধুবান্ধব ও অতিথিদের উপস্থিতি: সভাপতি জনাব মাহতাব মিয়া, জনাব আব্দুল হাই (সচিব), জনাব নুরুল খাস রিপন (কোষাধ্যক্ষ), ভাইস চেয়ারম্যান জনাব হাদিস মিয়া, প্রাক্তন চেয়ার জনাব কামরুল হাসান চুনু, প্রাক্তন চেয়ার জনাব মুজাহিদ মিয়া, সাবেক সচিব জনাব এনায়েত খান, মাননীয় ইসি সদস্যঃ জনাব আতিকুর রহমান লিটন, জনাব শেখশামীম আহমেদ, জনাব জিল্লুর রহমান (জিলু), (সাংগঠনিক সম্পাদক) মাননীয় ট্রাস্টি: জনাব আবদাল হোসেন চৌধুরী, জনাব সেলিম মিয়া, জনাব জিলা মিয়া জুয়েল, জনাব আব্দুল মুকিত চৌধুরী, জনাব আবু বক্কর আহমেদ, জনাব মতিউর রহমান চৌধুরী, জনাব সালেহ আহমদ, জনাব সুরত মিয়া, জনাব মইনুল ইসলাম (চেয়ার নবীগঞ্জ প্রবাসীকোলান সোমিতি এনই, ইউকে।

বন্ধু ও অতিথি: ফৌজিয়া সাঈদ ও বন্ধুরা, জনাব আবুল কালাম, জনাব শাহিন চৌধুরী (প্রতিশ্রুতিবদ্ধ নতুন ট্রাস্টি)।

শ্রোতাদের বক্তব্য: ঘউঞ কোষাধ্যক্ষ জনাব নুরুল খাস রিপন, প্রাক্তন চেয়ারম্যান জনাব কামরুল হাসান চুনু, প্রাক্তন সভাপতি জনাব মুজাহিদ মিয়া মুতাহের, প্রাক্তন সম্পাদক জনাব এনায়েত খান, জনাব হাদিস মিয়া (ভাইস চেয়ারম্যান), সাব কমিটির সদস্যরা: জনাব আতিকুর রহমান লিটন, জনাব আবদাল হোসেন চৌধুরী, জনাব জিল্লুর রহমান জিলু, জনাব মুজাহিদ মিয়া,জনাব এনায়েত খান, সিনিয়র ট্রাস্টি জনাব আব্দুল মুকিত চৌধুরী, ইসি সদস্য শেখ শামীম আহমেদ, ট্রাস্টি জনাব মতিউর রহমান চৌধুরী, অতিথি থেকে: জামাতা জনাব মাহতাব মিয়া (নেট চেয়ার)।

বিভিন্ন ইভেন্টে পুরুষ বিজয়ীদের পুরস্কার পুরুষ দ্বারা হস্তান্তর করা হয়।

বিভিন্ন ইভেন্টে মহিলা বিজয়ীদের পুরস্কার মহিলা দ্বারা হস্তান্তর করা হয়।

বিনামূল্যে খাবার: উভয় দিনের স্নযাকস, ডিনার এবং লাঞ্চ সকল অংশগ্রহণকারীদের (শতাধিক লোক) মধ্যে সৌজন্যমূলক প্রধান করেন আমাদের হোস্ট মিঃ জিলা মিয়া জুয়েল (NET-এর সম্মানিত ট্রাস্টি ও ইসি সদস)। যিনি দীর্ঘদিন যাবৎ আইল অফ ওয়াইট-এ থাকেন ও স্বনামধন্য ব্যবসায়ি।

অভ্যন্তরীণ ক্রিয়াকলাপ: মহিলা গোপ শপ, জাদুকর, বাংলা নাচ, কুইজ/ র‍্যাফেল ড্র, লাইভ মিউজিক ইত্যাদি।

ইভেন্ট থেকে ফলাফল হল : প্রতিশ্রুতিবদ্ধ নতুন ৩ জন ট্রাস্টি: ১) মিসেস হাবিবুন নাহার (সম্মানিত সেক্রেটারি মিঃ আব্দুল হাইয়ের স্ত্রী), ২) সম্মানিত ট্রাস্টি মিঃ সুরত মিয়া (বার্মিংহাম) এর স্ত্রী এবং ৩) লিডসের অতিথি জনাব শাহিন চৌধুরী।

NET ফ্যামিলি ট্রিপের ২য় দিন:

স্যান্ডউন সমুদ্র সৈকত, ভেন্টনর সমুদ্র সৈকত, মডেল ভিলেজ গডশিল পরিদর্শন ।

ভ্রমণের সমাপ্তি: সভাপতি জনাব মাহতাব মিয়া এবং ট্রিপ সমন্বয়কারী জনাব আবদুস শহীদ একটি হৃদয়গ্রাহী বার্তা দিয়েছেন এবং এই ট্রিপে যোগদান ও সমর্থন করার জন্য এবং "NET ফ্যামিলি গেট টুগেদার" একটি দুর্দান্ত সাফল্যের জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

সুনামগঞ্জ জেলা ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন ইউকে'র নির্বাচনী তপশীল ঘোষনা

খালেদ মাসুদ রনি: গত ৪ই জুন মঙ্গলবার বিকেলে ইষ্ট লন্ডনের একটি হলে সুনামগঞ্জ জেলা ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন ইউকে'র বিশেষ সাধারন সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আহবাব মিয়া।সাধারন সম্পাদক মোঃ ছানাওর আলী কয়েছের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন সৈয়দ জিল্লুল হক। সভায় বর্তমান কমিটির মেয়াদ বর্ধিতকরন সহ আগামী দূবৎসর মেয়াদী (২০২৪-২০২৬)কমিটি গঠনের লক্ষ্যে সংগঠনের পক্ষ থেকে সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি কাউন্সিলর ইকবাল হোসেন নির্বাচনী তপশীল ঘোষনা করেন। আগামী ১৬ই সেপ্টেম্বর ২০২৪ দ্বিবার্ষিক সম্মেলন ও নির্বাচন, সদস্য ফিস জমাদানের শেষ তারিখ ১০ই আগষ্ট, চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ ১৬ই আগষ্ট, নমিনেশন জমা দান ২০শে আগষ্ট, নমিনেশন প্রত্যাহার ২৭শে আগষ্ট ২০২৪ইং ।নমিনেশন ফিস-

সভাপতি৳৫০০

সিনিয়র সহ-সভাপতি-£৩০০(১)

সহ-সভাপতি-£১৫০ (১৫)

সাধারন সম্পাদক -£৪০০

কোষাধ্যক্ষ-£৩০০

সহঃ কোষাধ্যক্ষ-£১৫০ (১)

যুগ্ম সম্পাদক -£১০০)(১৪)

সাংগঠনিক সম্পাদক (৪) সহ সকল সম্পাদকীয় পদে-£১০০

নির্বাহী সদস্য-£৫০ (২২)।

কমিশনার হিসেবে থাকবেন জামাল উদ্দিন মকদদুছ, কাউন্সিলর হুমায়ুন কবীর ও মাহবুব হোসেন।

আলোচনায় অংশগ্রহন করেন ইকবাল হোসেন, জামাল উদ্দীন মকদদুছ, মোহাম্মদ আবুল লেইছ, ব্যারিস্টার শাহ মিসবাউর রহমান, মিঠু চৌধুরী, কাউন্সিলর হুমায়ুন কবীর, অধ্যাপক মাহবুব হোসেন, শামীম আহমদ, এডভোকেট আমীর উদ্দীন, আলা উদ্দীন মুক্তা, আবদুল মালিক কুঠি, মজির উদ্দিন, সৈয়দ জিল্লুল হক, অধ্যাপক ওমর ফারুক, আবুল মনসুর রুমেল, আব্দুর রব, রেদওয়ান খান, মাষ্টার ফজলুল করিম, ইকবাল হোসেন, সবুজ মিয়া, শায়েখ মিয়া, মুজিব কিবরিয়া তালুকদার, সেলিম উদ্দীন, শাহ মোঃ জুয়েল, সেলিম মিয়া, সফিক আহমদ, সাজ্জাদুর রহমান, এমরান হোসেন চৌধুরী, মকসুদ আহমদ, তাহিরুল ইসলাম, দিলবর আলী, মৌলনা আবু সাদেক, ফারুক আহমদ, নজির উদ্দীন, আবু মুসা, হোসেন আলী মিলন, মোঃ মাহবুব সহ অনেকেই।

সংগঠনের পক্ষ থেকে প্রস্তাবিত সিলেট সুনামগঞ্জ রেলওয়ে সংযোগ অতিশীঘ্রই কার্যকর করা হয় এবং সদ্য সুনামগঞ্জ প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় সহ মেডিকেল কলেজ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে স্টাফ ও কর্মচারী নিয়োগে সুনামগঞ্জ ট লোকদের যেন প্রাধান্য দেয়া হয়। এছাড়া বিমান ভাড়ার ক্ষেত্রে সিলেট ও ঢাকার বৈষম্য দূরীকরন সহ সিলেট ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে বিশ্বের অন্যান্য বিমান ওঠানামার সুযোগ সৃষ্টি করার জন্য সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রনালয় সমূহের প্রতি যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহন করার জন্য জোর দাবী জানানো হয়, অন্যতায় আগামীতে সকল প্রবাসীদের নিয়ে বিমান বয়কট সহ বৃহত্তর আন্দোলনের ডাক দেয়া হবে। পরিশেষে এসোসিয়শনের সদস্যপদ গ্রহন করে সুনামগঞ্জের উন্নয়নে সবাইকে এগিয়ে আসার এবং আসন্ন দ্বিবার্ষিক সম্মেলন-নির্বাচনকে সফল ও স্বার্থক করে

তোলার আহ্বান জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষনা করা হয়।

TOWER HAMLETS

Covid-19 is still circulating . . .

আপনার পরিবারের সুরক্ষা নিশ্চিত করুন

কোভিড-১৯ এখনও ছড়িয়ে পড়ছে এবং আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য একটি অবিরাম হুমকি হয়ে আছে।

আপনি বা পরিবারের কোন সদস্য কি ৭৫ বছর বা তার বেশি বয়সী, নাকি দুর্বল ইমিউন সিস্টেমের সাথে বসবাস করছেন? যদি তাই হয়, আপনি এখনই আপনার সুরক্ষা টপ-আপ করতে বিনামূল্যে কোভিড-১৯ স্প্রিং বুস্টার ভ্যাকসিন পেতে পারেন। **NHS** এর ওয়েবসাইটে গিয়ে অথবা ১১৯ নম্বরে কল করে অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুক করুন।

আপনি পাশে উল্লেখিত স্থানীয় ফার্মেসিগুলির কোন একটিতেও যেতে পারেনঃ

North East

Kamsons, E3 3EQ

Green Light, E3 3FF

Lincoln, E3 4QA

Bell Pharmacy Bow, E3 5ES

North West

Britannia, E2 0PG

Florida, E2 6AH

Columbia, E2 7QB

South East

Britannia, E14 0BE

Britannia, E14 0NU

Britannia, E14 3BT

Boots, E14 5NY

Lansbury, E14 6GG

Nash Chemist, E14 7HG

Barkantine, E14 8JH

South West

Shantys, E1 1DB

Chapel, E1 2LX

DMB Chemist, E1 2PR

Jaypharm Chemist, E1 2PS

Green Light, E1 4FG

Medichem, E1 4LR

Sai Chemist, E1 8EJ

Tower, E1W 2RL

Book here

লন্ডনে বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী মনির খানের সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত

জাহেদুর রহমান, লন্ডন, ৬ জুন ২০২৪: লন্ডনের রমফোর্ড রোডের আয়ানস গ্রীলে আয়োজিত একটি বিশেষ সংগীত সন্ধ্যায় বাংলাদেশের প্রখ্যাত সংগীতশিল্পী মনির খানকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠান আয়োজন করেন আয়ানস গ্রীলের ডিরেক্টর আব্দুস শহীদ, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব এম এ সালাম, তাসবিরুল চৌধুরী শিমুল এবং অন্যান্য শুভাকাঙ্ক্ষীরা।

জনাব এম এ সালাম ও বিশিষ্ট অনুষ্ঠান উপস্থাপিকা ফারজানা আহমেদ সবাইকে স্বাগত জানান। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মিডিয়া ব্যক্তিত্ব মিছবাহ জামাল। তিনি মনির খানের হাতে তার রেডিও অনুষ্ঠান সানরাইজ স্পেকট্রাম বাংলা রেডিওর ৩০ বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত ইংরেজী ম্যাগাজিন তুলে দেন এবং মনির খানের সংগীত জীবনের ভূমিকার কথা উল্লেখ করেন।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন শিল্পী বর্ষা, হাসি রানি, রাসেল আহমেদ, এডভোকেট মিজানুর রহমান, আরিফ আহমদ, ইকবাল হোসেন, আবদুল মোতালিব লিটন, মোস্তাক আহমেদ, শরীফ ইসলাম, লোকু মিয়া অন্যান্যরা, যারা সংগীত পরিবেশন করেন। মনির খান তার বক্তব্যে লন্ডনে পূর্বের অনুষ্ঠানের স্মৃতিচারণা করেন এবং তিনি তার প্রায় শত বছর বয়সী বাবা ও প্রায় ৯০ বছর বয়সী মাকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সুস্থভাবে জীবন দান করেছেন তার জন্য আল্লাহর দরবারে অশেষ শুকরিয়া আদায় করে বাবা ও মার উপর রচিত পরপর কয়েকটি গান পরিবেশন করেন। যন্ত্রসংগীতে অংশ নেন হাসান, রেজওয়ান এবং অন্যরা। অনুষ্ঠানটি দর্শক-শ্রোতাদের দিয়ে পূর্ণ ছিল এবং সবাই মনির খানের গানে মুগ্ধ হন। ছবিতে বাম থেকে এম এ সালাম, বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী মনির খান, মিছবাহ জামাল, জুবেদুর রহমান এবং আব্দুস শহীদ।

SHAHBAG JAMIA MADANIA QASIMUL ULUM

UK Charity No. 112616

NGO Affairs Bureau Bangladesh Registration No- 3052

MADRASHA &ORPHANAGE

UK: 71-75 Blakeland Street, Birmingham, B9 5XQ
Bangladesh : P.O: Shahbag, Zakiganj, Sylhet.
Phone: 0088 01716602167 / 0088 0171 5336357

Please Help supporting the poor & needy with your:

Lillah Sadaqah Zakat Fitra Fidya Kaffara Qurbani

CAN DONATE VIA :
Paypal: shahbagjamia@yahoo.com
Online: www.shahbagjamia.com
Telephone: 0798 335 7324
UK Bank Details:
Shahbag Jamea Madania Quasimul Ulum Trust
HSBC Bank
Sort Code: 40-21-05 Account No: 51625608
B.I.C Swift Code- HBUKGB4112U
IBAN-GB98HBUK40210551625608

PROJECTS
Hafiz Sponsor £250 x 3 = £750 .00
Shops (permanent income for Orphanage) Per Shop £2500.00
Class/Living Room for Orphanage Per Room £3000.00
Support Needed FISHERY Project to Generate Permanent Income for Madrasha & Orphanage
33 Decimal Land £1000, One Cow £400 Minnow (Fishery), Tree plant £100
Ashab-e-Badr Fund one off payment £700.00 x 313 Donor

For further information please contact:
Maulana Abdul Hafiz, Principal
Mobile: 0798 335 7324
e: shahbagjamia@yahoo.com www.shahbagjamia.com

ঐতিহাসিক ৬ দফা দিবস উপলক্ষে ওয়েলস আওয়ামী যুবলীগের উদ্দ্যোগে বৃটেনের কার্ডিফে সভা অনুষ্ঠিত

রাসেল আহমদঃ ঐতিহাসিক ৬ দফা দিবস উপলক্ষে ইউকে ওয়েলস আওয়ামী যুবলীগের উদ্দ্যোগে ৭ ই জুন বৃটেনের কার্ডিফ শহরে স্থানীয় রেষ্টুরেন্টে এক আলোচনা সভা ও ডিনারপার্টির আয়োজন করা হয়েছে।

ওয়েলস যুবলীগ সভাপতি সাবেক ছাত্রনেতা সেলিম আহমদ এর সভাপতিত্বে ও ওয়েলস যুবলীগের সাধারন সম্পাদক প্রাক্তন ছাত্রনেতা মফিকুল ইসলাম এর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় সদস্য ও ওয়েলস আওয়ামী লীগের

ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সাবেক ছাত্রনেতা মোহাম্মদ মকিস মনসুর.

প্রধান বক্তা ছিলেন ওয়েলস আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক প্রাক্তন ছাত্রনেতা এম.এ.মালিক,

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ওয়েলস আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারন সম্পাদক গোলাম মর্তুজা, যুগ্ম সাধারন সম্পাদক আলহাজ্ব লিয়াকত আলী, ওয়েলস যুবলীগের সাবেক সভাপতি জয়নাল আহমদ শিবুল, ওয়েলস কৃষক লীগের সভাপতি শেখ মোহাম্মদ আনোয়ার, সাবেক ছাত্রনেতা মুহিবুর রহমান খসরু, গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকে সাউথ ওয়েলস রিজিওনের কনভেনার মুজিবুর রহমান মুজিব, ওয়েলস বঙ্গবন্ধু পরিষদের সাধারন সম্পাদক সৈয়দ ইকবাল আহমেদ, নিউপোর্ট যুবলীগের সাবেক সভাপতি মুহিবুর রহমান মুহিব,নিউপোর্ট যুবলীগের সাধারন সম্পাদক ফখরুল ইসলাম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আনহার মিয়া, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রুহুল আমিন, ওয়েলস যুবলীগের সিনিয়র সহ সভাপতি আবুল কালাম মুমিন, সহ সভাপতি রকিবুর রহমান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এ বি রুনেল, আসাদ মিয়া, মৌলা আফতাব দেওয়ান ফয়সল মজিদ, শেখ সুমন তরফদার, বাবুল খান, কামাল আহমদ, নজির আহমদ, সাবেক ছাত্রনেতা আলী আমজদ, ওয়েলস ছাত্রলীগের সভাপতি মোহাম্মদ বদরুল হক মনসুর,ফেরদৌস আলী, কালাম হোসেন, মারুফ আহমদ, আব্দুর রুউফ, সাবেক ছাত্রনেতা ইমরান আহমেদ, ছাত্রনেতা রাসেল আহমদ, ইফহাত আহমদ,আজাদ মিয়া. আহমেদ রহমান, আবতাহি আহমদ, ফেরদুস রহমান, আব্দুর রব, সেবুল হোসেন, ও সাগর আহমেদ, সহ ওয়েলস আওয়ামীলীগ যুবলীগ ছাত্রলীগ সেচ্ছাসেবক লীগ, শ্রমিক লীগ, কৃষকলীগ, তাতীলীগ সহ কমিউনিটির অন্যান্য নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

প্রধান অতিথি যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সাবেক ছাত্রনেতা মোহাম্মদ মকিস মনসুর ১৯৬৬ সালের ৭ই জুন বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় ও তাৎপর্যপূর্ণ দিন বলে উল্লেখ করে বলেন, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঘোষিত বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ, বাংলাদেশের স্বাধীনতার সোপান" ঐতিহাসিক ৬-দফার প্রতি বাঙালির অকুণ্ঠ সমর্থনে রচিত হয় স্বাধীনতার রূপরেখা। ৬-দফা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে অঙ্কুরিত হয় স্বাধীনতার স্বপ্নবীজ।

প্রধান বক্তার বক্তব্যে ওয়েলস আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক প্রাক্তন ছাত্রনেতা এম.এ.মালিক বলেন ৬ দফা দাবির পক্ষে বাঙালি জাতির সর্বাত্মক রায় ঘোষিত হয় ১৯৭০ সালের ঐতিহাসিক নির্বাচনে মধ্য দিয়ে। এরই ধারাবাহিকতায় বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ১৯৭১ সালে সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অভ্যুদয় ঘটে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের।

ওয়েলস যুবলীগ সভাপতি ভিপি সেলিম আহমদ ও

সাধারন সম্পাদক মফিকুল ইসলাম প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে স্ব-স্ব অবস্থান থেকে কাজ করার জন্য প্রবাসীদের প্রতি আহবান জানান।

এছাড়া ও সভায় মৌলভীবাজার জেলার রাজনগর উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে ওয়েলস আওয়ামী লীগ নেতা, ও সাবেক ছাত্রনেতা মোঃ শাহজাহান খাঁন ২য় বারের মতো চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ায় এবং সিলেটের বালাগঞ্জ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে বালাগঞ্জ উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারন সম্পাদক জননেতা মোঃ আনহার মিয়া প্রথম বারের মতো চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ায় মিষ্টিমুখ অনুষ্ঠানের ও আয়োজন করা হয়েছে। এতে মিষ্টি বিতরনের আয়োজন করেন ওয়েলস যুবলীগের সিনিয়র সহ সভাপতি আবুল কালাম মুমিন সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

এদিকে সভায় ওয়েলস শ্রমিক লীগের সভাপতি বিশিষ্ট সমাজসেবক মরহুম নুরুল আলম চুনুর অকাল মৃত্যুতে উনার আত্মার মাগফেরাত কামনায় এক দোয়ার মাহফিলের ও আয়োজন করা হয়। দোয়া পরিচালনা করেন ওয়েলস আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারন সম্পাদক আলহাজ্ব লিয়াকত আলী।

এদিকে সভায় কমিউনিটি সংগঠক মুজিবুর রহমান মুজিব আওয়ামী লীগের যোগদান করায় ফুলেল শুভেচ্ছা জানিয়ে উনাকে বরণ করে নেন উপস্থিত নেতৃবৃন্দ।

শিক্ষক আব্দুল করিম (মনির মাস্টার) ও আকমল খাঁনের যুক্তরাজ্য সফর উপলক্ষে পতনউষার বাসীদের উদ্দ্যোগে এক মতবিনিময় সভা

পাঠান বীর খাজা উসমান খাঁ'র স্মৃতি বিজড়িত পতনউষার উষার ইউনিয়ন শিক্ষা, সাহিত্য-সংস্কৃতির উর্বর ভূমি। নিষ্ঠুর জমিদার উষা রানীর অত্যাচার-নির্যাতন থেকে প্রজাদের উদ্ধারের জন্য এ অঞ্চলে আগমন ঘটেছিল পাঠান বীর খাজা উসমান খাঁ'র।

এ এলাকায় বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক নেতা থেকে শুরু করে জন্ম হয়েছে অনেক স্বনাম ধন্য কবি সাহিত্যিক ও সাংবাদিকদের।

সম্প্রতি মৌলভীবাজার জেলার কমলগন্জ উপজেলার পতনউষার এলাকার বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক আব্দুল করিম (মনির মাস্টার) ও আকমল খাঁনের যুক্তরাজ্য সফর উপলক্ষে বিলেতে বসবাসরত পতনউষার বাসীদের উদ্দ্যোগে এক মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়।

আব্দুল হান্নান চৌধুরীর সভাপতিত্বে পূর্বলন্ডনের একটি রেস্টুরেন্টে আয়োজিত এ মতবিনিময় সভা পরিচালনা করেন একাউন্টেন্ট তরিকুর রশিদ চৌধুরী শওকত ও নজরুল ইসলাম।

সভায় বক্তারা গুনি দু'জন অতিথীর কর্ম জীবন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। স্থানীয় এলাকার শিক্ষা বিস্তারে শিক্ষকদের অবদানের ভূয়সী প্রসংশা করেছেন অনুসঠানে বক্তারা। বিলেত তথা বাংলাদেশের অত্যান্ত সুপরিচিত পতনউষারের কৃতিসন্তান প্রয়াত সাংবাদিক ইসহাক কাজলকে শ্রদ্ধার সাথে স্বরণ করেন উপস্থিত সকলে।

সম্প্রতি বিভিন্ন ক্যাটাগরীতে বৃটেনে আসা এলাকার লোকজনদের সহযোগীতা করার উপরও গুরুত্বারোপ করা হয়েছে অনুস্ঠানে।

অতিথীবৃন্দরা যান্তিক জীবনের শত ব্যান্ততার মধ্যেও এ ধরনের আয়োজনের জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার পাশাপাশি এলাকায় প্রবাসীদের বিভিন্ন ধরনের সাহায্য সহযোগীতার কথা কৃতজ্ঞ চিত্তে উল্লেখ করেন।

এলাকার আর্থ সামাজিক উন্নয়ন কর্মকান্ডে জড়িত সকল প্রয়াত নেতৃবৃন্দের বিভিন্ন অবদানের কথা ও তুলে ধরেন অতিথীরা।

অনুস্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন শমসের নগর হাসপাতাল বাস্তবায়ন কমিটির সহ- সভাপতি জিল্লুল হক, শমসের নগর হাসপাতাল বাস্তবায়ন কমিটির আন্তর্জাতিক সম্বনয়ক মইনুল ইসলাম খান, ইষ্ট লন্ডন ইউনিভারসিটির লেকচারার মাহিনুর রায়হান, সাবেক শিক্ষক রহমত আলী, শওকত খান, শমশেরনগর ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ইউ কে'র সাবেক সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ সরফ উদ্দিন রুমেল, মকবুল আলী উঁচ্চ বিদ্যালয়ের দাতা গোলাম রববানী তৈমুর, কমিউনিটি এক্টিভিস্ট নাজমুল ইসলাম ইমন, বিশিস্ট ব্যাবসায়ী আব্দুল মোত্তালিব লিটন, এ টি এন বাংলা ইউকের স্টাফ রিপোর্টার কামরুল আই রাসেল, ব্যাবসায়ী মোস্তাক আহমেদ, আরিয়ান আফছার চৌধুরী রাসেল, জেসমিন ফেরদৌসী , মিসবাহ, রতন পাল, রুহুল, মুন্না প্রমূখ।

অনুস্ঠানে পতনউষার বাসীর পক্ষ থেকে অতিখীদের বিশেষ সম্মাননা ক্রেস্ট উপহার দেয়া হয়। সভা শেষে দেশ বিদেশে অবস্থানরত সকলের উদ্দ্যোশে বিশেষ দোয়া পরিচালনা করেন মৌলানা আব্দুল কুদ্দুস।

এক্সেল টিউটর স্টাডফোর্ড ব্রাঞ্চের এ্যাওয়ার্ড শিরোমণি অনুষ্ঠিত

খালেদ মাসুদ রনিঃ এক্সেল টিউটর লন্ডন স্টাডফোর্ড ব্রাঞ্চের ২০২৪ সালের এ্যাওয়ার্ড শিরোমণি অনুষ্টান অনুষ্টিত হয়েছে।গত রবিবার দুপুর ২টায় ওয়েস্টহাম লেনের এক্সেল টিউটর হলে বিভিন্ন শ্রেনী পেশার বিপুল সংখ্যক মানুষের উপস্থিতিতে এ এ্যাওয়ার্ড শিরোমণি অনুষ্টিত হয়।এক্সেল টিউটরের চেয়ারম্যান আনিসুজ্জামানের সভাপতিত্বে ও ইমান আহমদের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন নিউহাম কাউন্সিলের মেয়র এবং কাউন্সিলার রহিমা রহমান, এক্সেল টিউটরের প্রিন্সিপাল জোনাথন ওমানি, কেন্দ্র ব্যবস্থাপক জোতিশ সাহা। এছাড়া বক্তব্য রাখেন এক্সেল টিউটরের অভিবাক ছাড়াও এ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত ছাত্ররা। এসময় বক্তারা বলেন, এক্সেল টিউটর দীর্ঘদিন ধরে সুনামের সাথে পরিচালিত হচ্ছে, এডুকেশনের ব্যাপারে খুবই আন্তরিক। তাদের এ দ্বারাবাহিকতা আগামীতে অব্যাহত থাকবে এটা প্রত্যাশা করেন বক্তারা। অনুষ্টান শেষে ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে এ্যাওয়ার্ড তুলেদেন অতিথি বৃন্দ।

কবি আলিফ উদ্দিন ও কবি নাজমুল ইসলাম মকবুলের রোগ মুক্তি কামনায় রেনেসাঁ সাহিত্য মজলিস ইউকের উদ্যোগে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

গত ৪ঠা জুন মঙ্গলবার বিকাল ৭ টায় রেনেসাঁ সাহিত্য মজলিস ইউকের উদ্যোগে পূর্ব লণ্ডনের ভ্যালেন্স রোডস্থ কমিউনিটি হলে সিলেট লেখক ফোরামের সভাপতি, কবি ও সাংবাদিক নাজমুল ইসলাম মকবুল এবং রেনেসাঁর সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক ও ট্রেজারার কবি আলিফ উদ্দিনের রোগ মুক্তি কামনায় এক দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

সংগঠনের সভাপতি কে এম আবু তাহের চৌধুরীর সভাপতিত্বে ও সাধারন সম্পাদক কবি শিহাবুজ্জামান কামালের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় স্বাস্থ্য সচেতনতামুলক বক্তব্য রাখেন ডাঃ মাহমুদুর রহমান মান্না ও ডা. গিয়াস উদ্দিক আহমদ।

সভায় ১৯৭৮ সালে বর্নবাদ বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম নেতা মরহুম আব্দুল নুর ও অসুস্থ কবি শাহ আজহার হোসেনের জন্যও দোয়া করা হয়। সভায় মরহুম আব্দুল নুরের জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে স্মৃতিচারনমূলক বক্তব্য রাখেন -আলহাজ্ব নুর বক্স ও আব্দুল মুকিত।

পবিত্র কুরআন শরীফ থেকে তেলাওত করেন -মাওলানা কামাল উদ্দিন ও হাজী বুলু মিয়া।

সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন হাজী ফারুক মিয়া, বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ মোস্তফা, আশরাফ চৌধুরী মাষ্টার, প্রভাষক আব্দুল হাই, সলিসিটর ও লেখক ইয়াওর উদ্দিন, কমিউনিটি নেতা আনোয়ার হোসেন শাওন, আব্দুল করিম প্রমুখ। সভায় আলোচকরা - অসুস্থ কবিদের দ্রুত সুস্থতার জন্য সবাইকে দোয়া করার অনুরোধ জানান এবং বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম নেতা আব্দুল নূরের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেন ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। সভায় দোয়া পরিচালনা করেন আলহাজ্ব হাফিজ মোহাম্মদ জিলু খান।

প্রশংসায় ভাসছে রেইনবো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব : সমাপনি দিনে দর্শকদের উপচে পরা ভীড়

নিলুফা ইয়াসমীন হাসান : সার্বিকভাবে সফল এবং দর্শকদের প্রশংসায় ভাসছে এবারকার রেইনবোর ২৫তম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব। উৎসবের সমাপনি দিনে ৯ই জুন রিচ মিক্স সেন্টারে সিনেমাপ্রেমী দর্শকের ছিল উপচে পরা ভীড়। সমাপনী দিনে প্রদর্শিত হয়েছে বহুল আলোচিত দর্শক নন্দিত সিনেমা 'ফাতিমা'।

২রা জুন উদ্বোধন হওয়া আটদিনব্যাপী চলা উৎসবে ১৫টি দেশের মোট ৩৮টি সিনেমা প্রদর্শিত হয়েছে। উৎসবে প্রদর্শিত চলচ্চিত্রকে মূল্যায়ণ করার জন্য গঠিত হয়েছিল জুরি বোর্ড।

অনুষ্ঠানের শুরুতে রেডব্রিজ কাউন্সিলের কাউন্সিলার ও ফিল্ম ফ্যাস্টিভাল এর উদযাপন কমিটির সদস্য সৈয়দা সায়মা আহমেদ চমৎকার উপস্থাপনায় জুরি বোর্ড এর সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন কেটাগরিতে যে সকল ছবি এওয়ার্ড পেয়েছে তার নাম ঘোষণা করেন। রেইনবো চলচ্চিত্র সংসদের চেয়ারপার্সন শামীমা ফেরদৌস নন্দিত তারকা তাসনিয়া ফারিনের হাতে সেরা অভিনেত্রীর পদক ও সার্টিফিকেট তুলে দেন এবং উৎসব পরিচালক মোস্তফা কামাল সূচনা বক্তব্য রাখেন।

মোস্তফা কামাল রেইনবো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের ২৫ বৎসরের পথ চলার ইতিহাস তুলে ধরেন। চলচ্চিত্র উৎসবকে সাফল্যমন্ডিত করতে তাঁর পরিবার ও কমিটির অন্যান্য সদস্যদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে গিয়ে তিনি আবেগে আপ্লুত হয়ে পরেন। ২৫ বছর এক নাগাড়ে সফলভাবে ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল চালিয়ে যাওয়ার জন্য হল ভর্তি দর্শকরা দাঁড়িয়ে করতালি দিয়ে মোস্তফা কামালকে অভিবাদন জানান।

জুরি বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র হয়েছে বাংলাদেশের ছায়াছবি 'ফাতিমা'।

শ্রেষ্ঠ পরিচালক হয়েছেন অতনু ঘোষ, চলচ্চিত্র শেষ পাতা, ভারত।

শ্রেষ্ঠ গল্প - মুনতাসির (বাংলাদেশ)।

শ্রেষ্ঠ মানবিকতার চলচ্চিত্র - গার্ল এন্ড সি (কাজাকস্থান)।

বিশেষ জুরি বিবেচনা - ওরাস ডেপেলিগরো (ফিলিপাইন)।

২৫তম বার্ষিকী বিশেষ বিবেচনা: ট্রাভেল ইনসাইড ফরেইন হেড (ফ্রান্স)।

২৫তম বার্ষিকীর বিশেষ বিবেচনায় শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী বাংলাদেশের অভিনেত্রী তাসনিয়া ফারিণ।

স্বল্পদৈর্ঘ চলচ্চিত্র :

শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র - রান টু দ্যা রিভার (ভারত)।

শ্রেষ্ঠ পরিচালক -জোহরে জামানী : চলচ্চিত্র নোমান (ইরান)।

শ্রেষ্ঠ গল্প - ইয়োলো (আফগানিস্থান / ইউ কে)

শ্রেষ্ঠ মানবিকতার চলচ্চিত্র - লুল্লাবি (বেলারুশ)

বিশেষ জুরি বিবেচনা - এ হাইজ নেয়ার সান (জার্মান)।

এওয়ার্ড প্রদান শেষে প্রদর্শিত হয়েছে বিভিন্ন চলচ্চিত্র উৎসবে এওয়ার্ডপ্রাপ্ত ছায়াছবি 'ফাতিমা'। এই সিনেমায় প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেছেন বর্তমানে দেশে বিদেশে প্রশংসা কুড়ানো অভিনেত্রী তাসনিয়া ফারিণ, তিনি উপস্থিত থেকে দর্শকদের সাথে বসে তার অভিনীত ছবি উপভোগ করেন। লন্ডনের দর্শকেরাও 'ফাতিমা' সিনেমার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

ওয়ার্কশপ:

এবারের ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের অন্যতম আকর্ষণ ছিল ব্রিটিশ বাংলাদেশী চলচ্চিত্র নির্মাতাদের ওয়ার্কশপ। গত ৮ই জুন আটজন চলচ্চিত্র নির্মাতাদের নিয়ে ব্রাডি আর্টস সেন্টারে "ব্রিজিং বর্ডারস" শীর্ষক ওয়ার্কশপ এর আয়োজন করা হয়। চলচ্চিত্র উৎসবের সহকারী পরিচালক সাংবাদিক বুলবুল হাসানের প্রাণবন্ত সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত এই ওয়ার্কশপে ব্রিটিশ বাংলাদেশী চলচ্চিত্র নির্মাতা সৈয়দ জুবায়ের আহমেদ, লিসা গাজী, মকবুল চৌধুরী, মোস্তফা কামাল ও মনসুর আলী এবং ভারতের কলকাতা থেকে আগত চলচ্চিত্র নির্মাতা দেবানিক কুন্ডু অংশগ্রহণ করেন। অসুস্থতার জন্য অন্যতম ব্রিটিশ বাংলাদেশী চলচ্চিত্র পরিচালক ও নির্মাতা রুহুল আমিন ওয়ার্কশপে যোগদান করতে পারেননি। ওয়ার্কশপে সৈয়দ জুবায়ের আহমেদ এর নির্মিত ফিচার ফিল্ম 'দ্যা ফ্লোটিং ম্যান', লিসা গাজীর পরিচালিত সিনেমা 'বাড়ির নাম শাহানা', মকবুল চৌধুরীর 'রক্ত জবা' ও মোস্তফা কামাল এর পরিচালনায় রুশ ভাষায় নির্মিত 'মাতেও ফালকোনে' ছবির উল্লেখযোগ্য অংশবিশেষ প্রদর্শন করা হয়। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের একটি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চলচ্চিত্র নির্মাণের উপর অধ্যায়নকালে রেইনবো ফিল্ম সোসাইটির পরিচালক মোস্তফা কামাল এই ছবিটি নির্মাণ করেছিলেন। ওয়ার্কশপে আলোচনাকালে নির্মাতার সিনেমা বানানোর ক্ষেত্রে তাঁদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন। ভবিষ্যতে তাঁরা সিনেমা পরিচালনার ক্ষেত্রে কিভাবে একযোগে কাজ করতে পারেন সেই ব্যাপারেও মতামত ব্যক্ত করেন। চলচ্চিত্র নির্মাতারা ওয়ার্কশপে উপস্থিত সদস্যদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। রেইনবো চলচ্চিত্র উৎসবের রজত জয়ন্তী পূর্তি উপলক্ষে লন্ডনে বাংলাদেশের সিনেমার ইতিহাস নিয়ে 'Bangladeshi Cinema In the UK' শীর্ষক একটি বই প্রকাশ করা হয়েছে।

বৃটেনের কার্ডিফ বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন এর নতুন সেন্টার এর উদ্বোধন

আতিকুল ইসলাম: বৃটেনের কার্ডিফ বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন ১৯৯৪ সাল থেকে আজবধি কার্ডিফ কমিউনিটির উন্নয়নে ও, মানবতার কল্যাণে নিষ্টা ও নিরলসভাবে কাজ করে চলছে।

বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা ও আনন্দঘন পরিবেশে কমিউনিটির সবস্তরের নেতৃবৃন্দের উপস্থিতিতে দোয়া ও মিলাদ মাহফিলের মাধ্যমে গত সোমবার ১০ ই জুন বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার সেন্টার এর নতুন বিল্ডিংয়ের এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করা হয়েছে।

বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান কমিউনিটি লিডার মোহাম্মদ আব্দুল হান্নান এর সভাপতিত্বে ও সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক কমিউনিটি সংগঠক আসকর আলীর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কার্ডিফ কাউন্টি কাউন্সিলার দিলওয়ার আলী, গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকে কেন্দ্রীয় কমিটির কনভেনার কমিউনিটি লিডার ও বিশিষ্ট সাংবাদিক মোহাম্মদ মকিস মনসুর, গ্রেটার সিলেট কাউন্সিল ইউকের সভাপতি শাহ শাফি কাদির, গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকে সাউথ ওয়েলসের কনভেনার মুজিবুর রহমান, সদস্য সচিব রকিবুর রহমান, কার্ডিফ বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার এর ডিরেক্টর শফিক মিয়া, নজির উদ্দিন, মাহমুদ হোসেইন, ও মাহমুদ মিয়া চৌধুরী, সহ কমিউনিটির বিশিষ্ট জনেরা বক্তব্য রাখেন।

উদ্বোধনের মাধ্যমে ওয়েলফয়ার সেন্টার কমিউনিটির জন্য উম্মুক্ত করে দেওয়া হলো, কমিউনিটির প্রয়োজনে সেন্টার সবাই ব্যাবহার করতে পারবেন বলে উল্লেখ করে ওয়েলফেয়ার এর পক্ষ থেকে জনসাধারণের জন্য ইমিগ্রেশন, হাউজিং, কনসূলার, ও হেলথকেয়ার সহ নানা প্রয়োজনীয় সার্ভিস প্রদান করা হবে বলে সংগঠন এর ট্রাষ্টি ও পরিচালকবৃন্দ জানিয়েছেন।

মিলাদ পরিচালনা করেন আনজুমানে আল ইসলাম ওয়েলস ডিভিশনের প্রেসিডেন্ট হাফিজ মাওলানা ফারুক আহমেদ ও জালালিয়া মসজিদের ঈমাম ও খতীব মাওলানা আব্দুল মোত্তাদির, শহীদ মিনার কমিটির ফাউন্ডার্স প্রেসিডেন্ট আনোয়ার আলী, কার্ডিফ শাহজালাল বাংলা সকুলের প্রাক্তন শিক্ষক ড. দেওয়ান আব্দুল লতিফ, শাহজালাল মসজিদ কমিটির চেয়ারম্যান আলহাজ্ব আলী আকবর, মাওলানা খায়রুল ইসলাম, বিশিষ্ট সাংবাদিক কারী মোজাম্মেল আলী, শাহজালাল মসজিদ কমিটির চেয়ারম্যান আলহাজ্ব আব্দুল মুমিন, সাধারণ সম্পাদক দেওয়ান টুটুল চৌধুরী, গ্রেটার সিলেট কমিউনিটি ইউকে সাউথ ওয়েলসের জয়েন্ট কনভেনার জিমি খান, সাউথ ওয়েলসের অর্থ সচিব এবি রুনেল, একাটুনা ইউনিয়ন ডেভেলপমেন্ট এন্ড ওয়েলফেয়ার ফাউন্ডেশন এর ফাউন্ডার্স ট্রাষ্টি আব্দুর রুউফ তালুকদার, সাবেক ছাত্রনেতা আব্দুল ওয়াহিদ বাবুল, ইকবাল আহমেদ, ওয়েলস ছাত্রলীগের সভাপতি মোহাম্মদ বদরুল হক মনসুর, আনজুমানে আল ইসলাহ ওয়েলসে সেক্রেটারি আনসার মিয়া, আহাদ মিয়া, ইয়াওর আলী, দিলওয়ার চৌধুরী, তৈমুছ আলী, সুন্দর মিয়া,শহিদুল ইসলাম,

কেন্দ্রীয় ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক শেখ মোহাম্মদ আনোয়ার, সুনামগঞ্জ এসোসিয়েশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান প্রবীণ কমিউনিটি ব্যাক্তিত্ব সিরাজ আলী, বাংলাদেশ এসোসিয়েশনের সেক্রেটারি হারুন তালুকদার, ওয়েলস আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব লিয়াকত আলী, নিউপোর্ট যুবলীগের এবং কারী শাহ মোহাম্মদ তসলিম পরিশেষে দোয়া পরিচালনা করেন শাহজালাল মসজিদের ঈমাম ও খতীব মাওলানা কাজি ফয়জুর রহমান,

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শাহজালাল মসজিদ কমিটির প্রাক্তন ট্রাষ্টি প্রবীণ কমিউনিটি ব্যাক্তিত আব্দুল আহাদ চৌধুরী, কার্ডিফ মোহাম্মদ ফয়ছল মনসুর, সাংবাদিক আতিকুল ইসলাম,ময়না মিয়া, হাজী আব্দুল হামিদ, জিলু মিয়া, বিলাত মিয়া, ইকবাল আহমেদ সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

পরিশেষে মধ্যাহ্ন ভোজের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়েছে।।

বাংলাদেশ সরকারের ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বাজেটকে স্বাগত জানিয়ে ইউকে ওয়েলস আওয়ামী লীগের সভা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ সরকারের ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের বাস্তবসম্মত ও গণমুখি বাজেটকে স্বাগত জানিয়ে বৃটেনের ওয়েলসের রাজধানী কাডিফ শহরে যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগ ওয়েলস শাখার উদ্দ্যোগে বৃটেনের ওয়েলস এর রাজধানী কাডিফ শহরে ৯ ই জুন রোববার এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে।

যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় সদস্য, ওয়েলস আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সাবেক ছাত্রনেতা মোহাম্মদ মকিস মনসুর এর সভাপতিত্বে এবং ওয়েলস আওয়ামী লীগের সাধারন সম্পাদক প্রাক্তন ছাত্রনেতা এম.এ.মালিক এর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় বক্তব্য রাখেন ওয়েলস আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি সাইফুল ইসলাম নজরুল, সহ সভাপতি এস এ রহমান মধু, ওয়েলস আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারন সম্পাদক গোলাম মর্তুজা, যুগ্ম সাধারন সম্পাদক আলহাজ্ব লিয়াকত আলী, সাংগঠনিক সম্পাদক মল্লিক মোসাদ্দেক আহমেদ, আইন বিষয়ক সম্পাদক হারুন তালুকদার, ওয়েলস যুবলীগের সাবেক সভাপতি জয়নাল আহমদ শিবুল, কাউন্সিলার সালেহ আহমদ, আকতারুজ্জামান কুরেশি নিপু,কাওসার হোসেইন, মুহিবুর রহমান খসরু, জাস্টিস ফর জেনোসাইড ১৯৭১ ইন ইউকের ওয়েলসের কনভেনার আলহাজ্ব আসাদ মিয়া, ডেপুটি কনভেনার আলহাজ্ব লিলু মিয়া, ওয়েলস কৃষক লীগের সভাপতি শেখ মোহাম্মদ আনোয়ার, ওয়েলস তাতীলীগের সদস্য সচিব জহির আলী, ওয়েলস শ্রমিক লীগের সদস্য সচিব এস এ খান লেনিন, সাবেক যুবলীগ নেতা আব্দুল ওয়াহিদ বাবুল, ওয়েলস বঙ্গবন্ধু পরিষদের সভাপতি আলহাজ্ব ছালিক মিয়া, সাধারন সম্পাদক সৈয়দ ইকবাল আহমেদ, ওয়েলস যুবলীগের সভাপতি ভিপি সেলিম আহমদ, সিনিয়র সহ সভাপতি আবুল কালাম মুমিন সাধারন সম্পাদক মফিকুল ইসলাম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এ বি রুনেল, ওয়েলস ছাত্রলীগের সভাপতি মোহাম্মদ বদরুল হক মনসুর,সাধারণ সম্পাদক শাহজাহান তালুকদার শাওন, শেখ সুমন তরফদার, আব্দুল বারিক,আসাদ মিয়া, মোহাম্মদ ফয়ছল মনসুর, নজির আহমদ, নুরুল ইসলাম, সাইফুর রহমান, জয়নাল ইসলাম জাংগির বখত, আতাউর রহমান ,আব্দুল আজিজ, এনাম আহমেদ,কামাল আহমদ, ইকবাল আহমেদ, সেবুল আলী, রাসেল আহমদ, মাহমুদ চৌধুরী, এম এ রউফ, ফখরুল আলম, ও শামীম আহমেদ সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

সভার সভাপতির বক্তব্যে "এই বাজেটের মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে সুখী, সমৃদ্ধ, উন্নত ও স্মার্ট বাংলাদেশ নির্মাণের অঙ্গীকার বলে উল্লেখ করে ভারসাম্যমূলক একটি বাজেট উপহার দেবার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী "মাদার অব হিউম্যানিটি" শেখ হাসিনা এবং অর্থমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে ওয়েলস আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি সাবেক ছাত্রনেতা মোহাম্মদ মকিস মনসুর বলেন,এই বাজেটর লক্ষ্য দেশের অর্থনীতিকে ধীরে ধীরে করোনা অতিমারি এবং বিশ্বে চলমান যুদ্ধ পূর্ববর্তী উচ্চ গতিশীল অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে ফিরিয়ে নেয়া। অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক অর্থনীতির সংকটকালে এ বাজেট বাস্তবসম্মত ও গণমুখী।

সভায় ওয়েলস আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক প্রাক্তন ছাত্রনেতা এম.এ.মালিক বলেন, এই বাজেটে মানুষের মৌলিক অধিকার, কৃষি, দেশীয় শিল্প ও সামাজিক নিরাপত্তাকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। যা দেশের মানুষের জীবনমান উন্নত করবে।

সকলকে মহান রাব্বুল আলামিনের দরবারে দেশরত্ন শেখ হাসিনার সু- স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ুর জন্য দোয়া চেয়ে বক্তারা আরও বলেন বাংলাদেশের অগ্রযাত্রাকে থামিয়ে দিতে বহু ষড়যন্ত্র হয়েছে। জননেত্রী শেখ হাসিনা আল্লাহ ছাড়া কাউকে ভয় পায় না! জননেত্রী শেখ হাসিনাকে ২১ বার হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে! আল্লাহ জননেত্রী শেখ হাসিনাকে এদেশের উন্নয়নের জন্য বাঁচিয়ে রেখেছেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা, অপশক্তি চক্রের সকল প্রকার অশুভ অপতৎপরতা রুখে দিয়ে, মৃত্যু

গৌরবের ২০ বছর পুর্ণ করলো লন্ডন মুসলিম সেন্টার

কমিউনিটির প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা

ইউরোপের অন্যতম বৃহত্তম ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ইস্ট লন্ডন মসজিদসংলগ্ন লন্ডন মুসলিম সেন্টার প্রতিষ্ঠার ২০ বছর পুর্ণ করলো । ২০০৪ সালের ১১ জুন খুলে দেওয়া এই সেন্টারটি এ বছরের ১১ জুন গৌরবের ২০ বছর উদযাপন করেছে ।

ইস্ট লন্ডন মস্ক, লন্ডন মুসলিম সেন্টার ও মারিয়াম সেন্টার কমপ্লেক্সে এখন একসঙ্গে প্রায় ১০ হাজার মানুষ নামাজ পড়তে পারছেন । লন্ডনের মুসলিম কমিউনিটির জন্য এটি একটি বিশাল মাইলফলক ।

এলএমসি প্রতিষ্ঠার যাত্রা শুরু হয়েছিল ১৯৯৭ সালে । তবে এই প্রতিষ্ঠানের যাত্রা সহজ ছিলোনা। ইস্ট লন্ডন মসজিদ সংলগ্ন যে স্থানটিতে আজ লন্ডন মুসলিম সেন্টার গৌরবের সাথে দাঁড়িয়ে আছে সেই জায়গাটুকু একটি বিলাসবহুল প্রপার্টি ডেভোলপার কোম্পানীর কাছে বিক্রি দিতে চেয়েছিলেন জমির মালিক । তখন স্থানীয় কাউন্সিল ও ডেভোলাপার কোম্পানীর সাথে লড়াই করতে হয়েছিলো । কমিউনিটির মানুষের আন্দোলনের মুখে কাউন্সিল জায়গাটুকু লন্ডন মুসলিম সেন্টারের জন্য বরাদ্দ দিতে বাধ্য হয়েছিলো। টেলকোর (বর্তমানে সিটিজেনস ইউকে) সহায়তায় চালানো আন্দোলনে কমিউনটির মানুষ সফল হয়েছিলেন। এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন প্রয়াত কমিউনিটি নেতা নীল জেমসন।

২০০১ সালে প্রিন্স চার্লস (যুক্তরাজ্যের বর্তমান রাজা তৃতীয় চার্লস) লন্ডন মুসলিম সেন্টারের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছিলেন । এরপর ২০০২ সালে শুরু হওয়া নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয় ২০০৪ সালে । এতে ব্যয় হয়েছিলো ১০.৪ মিলিয়ন পাউন্ড । এই সেন্টার কমিউনিটির মানুষের ডনেশন এবং বিভিন্ন উৎস থেকে তহবিল সংগ্রহের মাধ্যমে নির্মাণ করা সম্ভব হয়েছিল, যার মধ্যে ছিল লন্ডন ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি, ইউরোপীয় ডেভেলপমেন্ট ফান্ড ও টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল।

উদ্বোধনের দিন মক্কার মসজিদে হারামের প্রধান ইমাম শায়খ আব্দুর রহমান সুদাইসের ইমামতিতে ১৫ হাজারের বেশি মানুষ এক সাথে নামাজ পড়েছিলেন । সেদিন গোটা কমিউনিটির দীর্ঘদিনের একটি লালিত স্বপ্ন বাস্তবায়ন হয়েছিলো ।

গত দুই দশক ইস্ট লন্ডন মস্ক এন্ড লন্ডন মুসলিম সেন্টার বহু মানবিক কাজের জন্য উল্লেখযোগ্য তহবিল সংগ্রহে মাইলফলক অর্জন করে। এই সেন্টারে আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বিশ্বের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেছেন ।

ইএলএম এবং এলএমসি লন্ডনের মুসলিম কমিউনিটির জন্য বিভিন্ন সেবা এবং সুযোগ-সুবিধা উল্লেখযোগ্যভাবে সম্প্রসারিত করে, যার মধ্যে রয়েছে ৩৩টি পৃথক প্রকল্প । যেমন নার্সারি, স্কুল এবং একটি বিজনেস উইং। এলএমসিতে প্রতিষ্ঠা করা হয় লন্ডন ইস্ট একাডেমি সেকেন্ডারি স্কুল এবং আল-মিজান প্রাথমিক স্কুল । এই স্কুল থেকে ইতোমধ্যে ১০০ জনেরও বেশি হাফিজ তৈরি হয়েছেন।

এলএমসি প্রতিষ্ঠায় সফল্যের ধারাবাহিকতায় মহিলাদের জন্য একটি সেন্টার প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হয় এবং পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠা করা হয় মারিয়াম সেন্টার।

যেহেতু লন্ডনের মুসলিম কমিউনিটি দিনদিন বড় তাই ইস্ট লন্ডন মস্ক তার সেবার পরিধিও বৃদ্ধি করছে। চলমান তৃতীয় ধাপের সম্প্রসারণ প্রকল্প এই প্রচেষ্টার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। যা মসজিদে মানুষের ধারন ক্ষমতা আরো বৃদ্ধি করেছে । আমরা আমাদের কমিউনিটির অব্যাহত সহযোগিতার জন্য কমিউনিটির মানুষের প্রতি গভীরভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি । আমরা আশাকরি কমিউনিটির সর্বস্তরের মানুষ তাঁদের সহযোগিতার হাত সবসময়ই প্রসারিত রাখবেন। যাতে আমরা গত ২০ বছরের ঐতিহ্যের ওপর ভিত্তি করে আরও উজ্জ্বল ভবিষ্যত গড়ে তুলতে পারি এবং লন্ডনের মুসলিম এবং বৃহত্তর কমিউনিটির জন্য বহুমুখী সেবা কার্যক্রম আরো বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়।

২০ বছর পুর্তি লগ্নে ইস্ট লন্ডন মসজিদ ট্রাস্টের চেয়ারম্যান ডক্টর আব্দুল হাই মুর্শেদ এক বিবৃতি বলেন, আমরা এই অসাধারণ প্রতিষ্ঠানটিকে বাস্তবে রূপ দিতে যাঁরা অবদান রেখেছেন তাদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই । কমিউনিটির মানুষের আন্তরিক সহযোগিতা ছাড়া এতো বিশাল অর্জন কিছুতেই সম্ভব ছিলোনা। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

আমেরিকা প্রবাসী লেখক ও কমিউনিটি নেতা খলকু কামালের সম্মানে বাংলাদেশ জার্নালিস্ট এসোসিয়েশন ইউকের মত বিনিময় সভা

গত ১১ই জুন আমেরিকা প্রবাসী বিশিষ্ট লেখক, কমিউনিটি নেতা ও সিলেট টু নিউইয়রক ইউ টিউব চ্যানেলের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর জনাব খলকু কামালের সম্মানে বাংলাদেশ জার্নালিস্ট এসোসিয়েশন ইউকের উদ্যোগে পূর্ব লণ্ডনের ভ্যালেন্স রোডস্থ কমিউনিটি হলে এক মত বিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। সংগঠনের সভাপতি কে এম আবুতাহের চৌধুরীর সভাপতিত্বে ও প্রেস সেক্রেটারী মোহাম্মদ ইয়াওর উদ্দিনের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবীদ ডঃ হাসনাত এম হোসেন এমবিই ।সভায় বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট সাংবাদিক নজরুল ইসলাম বাসন, সাংবাদিক মিছবাহ জামাল, হাজী মোহাম্মদ হাবিব, বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ মোস্তফা, আব্দুল ক্বাইউম তালুকদার পংকি, ব্যারিষ্টার আব্দুস শহীদ, ব্যারিষ্টার এনামুল হক, ডঃ এম এ আজিজ,মোহাম্মদ গোলাম রাব্বানী, বদরুজ্জামান বাবুল, আব্দুল মুনিম জাহেদী ক্যারল, প্রভাষক আব্দুল হাই, জামান আহমদ সিদ্দিকী, মাওলানা আব্দুল কুদ্দুছ, খোন্দকার সাইদুজ্জামান সুমন, হাজী ফারুক মিয়া, শাহ চেরাগ আলী, ইউসুফ জাকারিয়া খান, আব্দুল মুকিত, আমিরুল ইসলাম নজমুল, আবুল হাসান প্রমুখ।

সভায় বক্তারা প্রবাসী বাংলাদেশী কমিউনিটি ও সিলেট বিভাগের বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরেন এবং সিলেট বিভাগের ১৯ টি সংসদীয় আসনের বিভিন্ন দাবী দাওয়া আদায়ে ক্যাম্পেইন চালিয়ে যাওয়ার জন্য ক্যাম্পেইনার খলকু কামালকে ধন্যবাদ জানান।

বক্তারা, যুক্তরাজ্যস্থ বাংলাদেশ হাই কমিশনে সিলেটী হাই কমিশনার ও অধিক সংখ্যক সিলেটী কর্মকর্তা নিয়োগের জন্য বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের প্রতি আহ্বান জানান।

সম্বরধিত অতিথি খলকু কামাল তাঁর বক্তব্যে বলেন যে - যোগাযোগ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যক্ষেত্রে সিলেট বিভাগ অনেকটা পিছিয়ে রয়েছে ।ওসমানী বিমান বন্দরের নতুন টার্মিনাল নির্মাণের কাজ এখনো শতকরা ১০ভাগ সম্পন্ন হয়নি। চট্টগ্রামের শাহ আমানত বিমান বন্দরে প্রতি সপ্তাহে ৫টি বিদেশী ফ্লাইট অবতরন করলেও ওসমানীতে আন্তর্জাতিক কোন ফ্লাইট নামতে দেওয়া হচ্ছেনা ।মৌলভীবাজারে এত আন্দোলন করার পরও সরকারী মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছেনা। তিনি তাঁর বক্তব্যে -সকল ন্যায় সঙ্গত দাবী দাওয়া বাস্তবায়নে দেশে বিদেশে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান।

সভায় দোয়া পরিচালনা করেন -হাফিজ মোহাম্মদ জিলু খান।

অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক আব্দুল করিম (মনির মাষ্টার) ও আকমল খানের সম্মানে কমলগঞ্জ সমিতি ইউকের সম্বর্ধনা ও মত বিনিময় সভা

বাংলাদেশ থেকে যুক্তরাজ্যে সফররত কমলগঞ্জ উপজেলার পতনউষার ইউনিয়নের অবসরপ্রাপ্ত প্রবীন শিক্ষক আব্দুল করিম মনির মাষ্টার ও শিক্ষক আকমল খানের সম্মানে কমলগঞ্জ সমিতি ইউকের উদ্যোগে ৬ই জুন বৃহস্পতিবার বিকাল ৭টায় পূর্ব লণ্ডনের টাওয়ার হ্যামলেটসের কেমব্রিজ হিথ রোডস্থ রেস্তোরায় এক সম্বর্ধনা ও মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সংগঠনের সভাপতি অধ্যক্ষ ফখর উদ্দিন আহমদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে এবং সংগঠণের যুগ্ম সম্পাদক কামরুল আই রাসেল, খলিলুর রহমান রুকন ও ফখর উদ্দিনের যৌথ পরিচালনায় অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কে এম আবুতাহের চৌধুরী ও প্রধান বক্তা ছিলেন সাবেক সিভিক মেয়র সেলিম উল্লাহ। বিশেষ অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন - বাংলাদেশের প্রখ্যাত শিল্পী মনির খান, বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ মোস্তফা, সাবেক ডেপুটি মেয়র শহীদ আলী, লেখক শাহীন রশিদ, হাফিজ এমডি জিলু খান, মাওলানা আব্দুল কুদ্দুছ, আহমদ ফখর কামাল, মইনুল হক খান, নাছির উদ্দিন, ডাঃ মাহমুদুর রহমান মান্না, ডাঃ গিয়াস উদ্দিন আহমদ, ব্যাংকার সৈয়দ সুহেল আহমদ, আঙ্গুর আলী , এম এ সালাম, সুহেল আহমদ প্রমুখ। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন -তাজবির চৌধুরী শিমুল, ফখর উদ্দিন, মাহমুদ হোসেন তুহিন, ইন্‌জিনিয়ার আবু বকর সিদ্দিক তুহীন, মিসেস জেসমিন ফেরদৌসি, বাবু রতন কর, শওকত খান, আঙ্গুর আলী, ফজির আলী নাদিম, আলাউর রহমান খান শাহীন, আব্দুল মোতালিব লিটন প্রমুখ। সভায় বক্তারা -সম্বরধিত দুইজন গুণী শিক্ষকদের কর্মময় জীবনের বিভিন্ন দিক তুল ধরে তাদের ভুয়শী প্রশংসা করেন ।

সম্বরধিত অতিথি শিক্ষক মনির মাষ্টার বলেন -বিলেত এসে তাঁর ভুল ধারনার অবসান হয়েছে। প্রবাসী বাংলাদেশীদের সামাজিকতা, ভদ্রতা, আন্তরিকতা ও ভালবাসা দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছেন।

শিক্ষক আকমল খান -সবাইকে ধন্যবাদ জানান এবং প্রবাসী বাংলাদেশীদের দেশ প্রেম ও আর্থ সামাজিক উন্নয়নের প্রশংসা করে শমসেরনগর হাসপাতাল প্রতিষ্ঠায় সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

শিল্পী মনির খান বলেন, একজন শিক্ষকের কোন মৃত্যু নেই। তারা মানুষ গড়ার কারিগর। কর্মের মাধ্যমেই তারা অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

সাবেক মেয়র সেলিম উল্লাহ তাঁর বক্তৃতায় বলেন -আমাদের সন্তানদের বাংলা ভাষা ও সাংস্কৃতির সাথে পরিচয় করে দিতে হবে।

প্রধান অতিথি কে এম আবুতাহের চৌধুরী তাঁর বক্তব্যে -কমলগঞ্জের ইতিহাস ও ঐতিহ্য তুলে ধরে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান। তিনি ১৯৭৮ সালে বর্নবাদ বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম নেতা আব্দুল নুর, বীর মুক্তিযোদ্ধা আমান উদ্দিন ও সিলেটের বিশিষ্ট সাংবাদিক ও কবি নাজমুল ইসলাম মকবুলের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করে রুহের মাগফিরাত কামনা করেন।

সভাপতি অধ্যক্ষ ফখর উদ্দিন চৌধুরী তাঁর সমাপনী বক্তব্যে সবাইকে ধন্যবাদ জানান ও সম্বরধিত দুইজন শিক্ষকের দীর্ঘায়ু কামনা করেন।

লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাবে সাংবাদিক শর্মিলা মাইতি'র সাথে বিশ্ববাংলা ফাউন্ডেশনের প্রীতি আড্ডা

লন্ডনঃ গ্রেটব্রিটেন সফররত কলকাতার বিশিষ্ট সাংবাদিক শর্মিলা মাইতি'র সাথে বিশ্ব বাংলা ফাউন্ডেশনের আয়োজনে গতকাল ৬জুন বৃহস্প্রতিবার সন্ধ্যায় লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাব মিলনায়তনে ব্রিটেনে বসবারত বাংলামিডিয়ার সাংবাদিক-সাহিত্যিক ও সূধীজনের এক প্রীতি আড্ডা ও মতবিনিময় অনুষ্ঠিত হয়।

বিশ্ববাংলা ফাউন্ডেশনের প্রধান উপদেষ্টা প্রবীণ সাংবাদিক মতিয়ার রাকিব, কবি মুজিবুল হক মনি, লেখক গবেষক প্রীয়জিত দোস্কর, টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের সাবেক স্পীকার আহবাব হোসেন, কিটন শিকদার, আব্দুল বাসির, মরিয়ম রহমান পলি, সাংবাদিক মুকুল, মহিদুর ইসলাম বাবলু, খালেদ মাসুদ রনি, মামুন চৌধুরী, সুরমান আলী,আব্দুল হান্নান, সাংবাদিক সরওয়ার হোসেন, সাবেক কাউন্সিলার সাদ চৌধুরী, সাংবাদিক সাজিদুর

চৌধুরীর সভাপতিত্বে ও সংগঠনের সেক্রেটারী শাহ মোস্তাফিজুর রহমান বেলালের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত প্রীতি আড্ডায় বক্তব্য রাখেন লন্ডন বাংলাপ্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি সৈয়দ নাহাশ পাশা, প্রবীণ সাংবাদিক নজরুল ইসলাম বাসন, সাংবাদিক মুসলেহ উদ্দিন আহমদ, টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের মিডিয়া অফিসার সাংবাদিক মাহবুবুর রহমান, এটিএন বাংলা ইউকের মোস্তাক আলী বাবুল, সাংবাদিক হেফাজুল করিম রহমান, সাংবাদিক এম এ হান্নান, খারিষ মিয়া, কবি আসমা মতিন, সাংবাদিক আব্দুল কাদির চৌধুরী মুরাদ, আব্দুস সত্তার, সাংবাদিক তবারুকুল ইসলাম পারভেজ প্রমুখ।

জনমত সম্পাদক সৈয়দ নাহাশ পাশা ও নজরুল ইসলাম বাসন ব্রিটেনে বাঙ্গালীদের বসতি স্থাপন থেকে শুরু করে বাংলা সাংবাদিকতরার বিবরন তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানের অতিথি সাংবাদিক শর্মিলা মাইতির হাতে বিশ্ব বাংলা ফাউন্ডেশনের ক্রেট তুলে দেন আয়োজকরা।

এ প্রীতি আড্ডায় বক্তারা বলেন এপার বাংলা, ওপার বাংলা ও তৃতীয় বাংলার মধ্যে বাংলা ভাষাভাষি শিল্প সংস্কৃতির মৈত্রী সম্পর্ক আরো সুদৃঢ় হবে। নবীন প্রবীন সাংবাদিক ও সংস্কৃতিকর্মীরা এর সেতুবন্ধন হয়ে আছেন এবং থাকবেন।

উল্লেখ্য যে শর্মিলা মাইতি, প্রথম বাঙালি সাংবাদিক যিনি ইউটিউব ও ফেসবুকে ১ মিলিয়ন সাবস্ক্রাইবার অতিক্রম করেছেন। আনন্দবাজার পত্রিকা, আনন্দলোক, টাইমস অফ ইন্ডিয়া, জি২৪ ঘণ্টা চ্যানেলের বিনোদন সাংবাদিক ও অ্যাঙ্কর । আনন্দবাজার গ্রুপের তরফ থেকে 'অপরাজিতা' সম্মাননা ও দুবাই থেকে উমা এক্সেলেন্স পুরস্কার পেয়েছেন। শর্মিলা মাইতি ব্রিটেনে সাহিত্য চর্চা ও সাংবাদিকতার পাপাশি বাংলা সংস্কৃতিকে বিশ্ব দরবারের তুলে ধরার জন্য লন্ডনের সাংবাদিক ও সংস্কৃতি কর্মিদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

যুক্তরাজ্য যুবলীগ ডাগেনহাম শাখার কমিটি গঠন সম্পন্ন!

নবগঠিত কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন মোঃ মিজানুর রহমান রুবেল এবং সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন কে.এম.এম সুহেবুর রহমান। মোঃ মিজানুর রহমান রুবেলের সভাপতিত্বে ও কে.এম.এম সুহেবুর রহমানের পরিচালনায় অনুষ্টানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, যুক্তরাজ্য যুবলীগের সভাপতি জনাব ফখরুল ইসলাম মধু, প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাজ্য যুবলীগের সম্মানিত সাধারণ সম্পাদক সেলিম আহমদ খাঁন, বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাজ্য যুবলীগের সিনিয়র সহ সভাপতি জনাব আফজল হোসেন, বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাজ্য যুবলীগের সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জনাব জামাল আহমদ খান, এছাড়াও বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, যুক্তরাজ্য যুবলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক দেলওয়ার হোসেন লিটন, যুক্তরাজ্য যুবলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ফয়জুর রহমান

ফয়েজ, যুক্তরাজ্য যুবলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক বাবুল খান, লন্ডন মহানগর যুবলীগের সভাপতি তারেক আহমেদ, লন্ডন মহানগর যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক ভিপি ফয়সল হোসেন সুমন, লন্ডন মহানগর যুবলীগের সহ সভাপতি জুবায়ের সিদ্দিকী সেলিম, যুক্তরাজ্য যুবলীগের সাংস্কৃতিক বিষয়ক সম্পাদক সাইফুল ইসলাম মহসিন, লন্ডন মহানগর যুবলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রাসেল আহমদ জুয়েল, এসেক্স যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক দুলাল আলম, সাউথ লন্ডন যুবলীগের সভাপতি মুজাহিদুল ইসলাম লিটন, লন্ডন মহানগর যুবলীগের দপ্তর সম্পাদক মিজানুর রহমান মিজান, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপক জনাব শিবলি ইসলাম, লন্ডন মহানগর ছাত্রলীগের সভাপতি নাজমুল ইসলাম, এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন শেখ মাসুমক বিল্লাহ, আবুল খালেদ, মোঃ মুহিবুল হাসান রুম্মান, সাইদ ফয়সল আহমদ, অনিক আহমদ, ডাঃ রিয়াজ আহমদ জাকির,

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এক্স স্টুডেন্টস এসোসিয়েশন ইউকে-র কার্যকরী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এক্স স্টুডেন্টস এসোসিয়েশন ইউকে-র কার্য্যকরী কমিটির এক সভা গত রবিবার পূর্ব লন্ডনের স্টিফোর্ড সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সংগঠনের সভাপতি এ কে এম ইয়াহ্ইয়া-র সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক এস এম আবু নছর তালুকদার -এর পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভায় বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সভায় সংগঠনের সংবিধানের খসড়া অনুমোদন করা হয়। এছাড়া আগামী ১৫ই সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিতব্য সংগঠনের রি-ইউনিয়ন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সভায় অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত সচিব সৈয়দ মাহবুব জামিল। সভায় উপদেষ্টা জামাল উদ্দিন আহমেদ,জামাল চৌধুরী, কায়সার রশিদ মিন্টু সহ বক্তব্য রাখেন ট্রেজারার মাসুক আহমদ, রাজীব চক্রবর্তী, মোঃ নুরুল ইসলাম, সামছুল আলম টিপু চৌধুরী জিন্নাত আলী, ইউসুফ রেজা, অনুপম সাহা, আফতাব আহমদ, সরওয়ার হোসেন, শিরিন তাজ মীরা, জয়শ্রী দত্ত, নাসরীন আক্তার বাপিন, ফারজানা

করিম, মুনসাত হাবিব চৌধুরী, লুনা সাবরিনা, নাজরাতুন নাঈম, মোঃ ইব্রাহিম জাহান এবং আনোয়ার হোসেন শাওন, সহ আরো অনেকে।

ইউরোপে যাচ্ছে সাতক্ষীরার আম

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : ইউরোপের বাজারে রপ্তানি শুরু হয়েছে সাতক্ষীরার আম। ইংল্যান্ড, সুইডেন ও ইতালিতে যাচ্ছে এখানকার সুস্বাদু হিমসাগর ও গোবিন্দভোগ আম। এরই ধারাবাহিকতায় ল্যাংড়া ও আম্রপালি আমও রপ্তানির সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে।

সাতক্ষীরা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, চলতি মৌসুমে সাতক্ষীরা থেকে ৩০০ মেট্রিক টন আম রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল। লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে রপ্তানিযোগ্য আম উৎপাদনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল সাতক্ষীরা সদর, কলারোয়া ও দেবহাটা উপজেলার ৩০০জন চাষিকে।

তবে, সাতক্ষীরায় আমের ফলন কম হওয়া, ঘূর্ণিঝড় রেমালের কারণে ঝরে পড়া ও খরার কারণে আমের আকার বড় না হওয়ায় চলতি মৌসুমে রপ্তানির এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সংশয় দেখা দিয়েছে।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর জানায়, চলতি মৌসুমে সাতক্ষীরা থেকে এ পর্যন্ত ৫০ মেট্রিক টন আম রপ্তানি হয়েছে। জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক কৃষিবিদ মো. সাইফুল ইসলাম বলেন, চলতি মৌসুমে আমের ফলন কম হওয়ার পাশাপাশি রপ্তানির মান অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। ঘূর্ণিঝড় রেমালের কারণে অনেক গাছের আমে দাগ লেগে গেছে। এছাড়া এবার আকারেও ছোট হয়েছে। তাই রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা কঠিন হয়ে পড়বে।

ঢাকার আম রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান তাসিন এন্টারপ্রাইজের সহকারী ব্যবস্থাপক হজরত আলী জানান, ইউরোপের বাজারে সাতক্ষীরার হিমসাগর আমের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। তবে এবার আমের উৎপাদন ভালো না হওয়ায় রপ্তানিযোগ্য আম সংগ্রহ করা কঠিন হয়ে পড়েছে। তারপরও চেষ্টা অব্যাহত আছে।

সাতক্ষীরার বাকাল এলাকার আমচাষি রফিকুল ইসলাম বলেন, তার ২৫বিঘা জমিতে আম বাগান রয়েছে। কিন্তু এবার আম ভালো হয়নি। এজন্য মাত্র চার মেট্রিক টন গোবিন্দভোগ ও দুই মেট্রিক টন হিমসাগর আম বাইরে পাঠাতে পেরেছেন। অবশ্য এবার দাম পাওয়া যাচ্ছে ভালো। গত মৌসুমে যে আম ২৪০০/২৫০০ টাকা মণ বিক্রি হয়েছিল, বেড়ে হয়েছে ৩২০০-৩৪০০ টাকা মণ।

সংসদে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সম্পূরক বাজেট পাস

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : জাতীয় সংসদে ২০২৪ সালের ৩০ জুন সমাপ্য অর্থ বছরে সংযুক্ত তহবিল থেকে মঞ্জুরীকৃত অর্থের অনধিক ৩০ হাজার ৬৪৩ কোটি ৫১ লাখ ৬৭ হাজার টাকা প্রদান ও ব্যয়ের অনুমোদন দিয়ে ২০২৩-২৪ অর্থবছরের সম্পূরক বাজেট সোমবার পাস হয়েছে।

নির্দিষ্টকরণ (সম্পূরক) বিল, ২০২৪ পাসের মধ্য দিয়ে এ বাজেট পাস করা হয়। অর্থমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী বিলটি উত্থাপন করে পাসের প্রস্তাব করলে তা সর্বসম্মতিক্রমে সংসদে পাস হয়।

চলতি অর্থ বছরে মূল বাজেট ছিল ৭ লাখ ৬১ হাজার ৭৮৫ কোটি টাকা। আর বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের ব্যয় হ্রাস-বৃদ্ধি পেয়ে চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেটের আকার দাঁড়ায় ৭ লাখ ১৪ হাজার ৪১৮ কোটি টাকা।

বিল পাসের আগে বিধান অনুযায়ি ২০টি মঞ্জুরী দাবি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীগণ সংসদে উত্থাপন করলে পৃথক পৃথকভাবে পাস করা হয়। এসব দাবির ওপর বিরোধীদলের ৪ জন সদস্যের আনীত ৬৬টি ছাঁটাই প্রস্তাবের মধ্যে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ ও তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের ২ টি দাবির ওপর আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনায় অংশ নেন বিরোধী দলের চিফ হুইপ মো. মুজিবুল হক, স্বতন্ত্র সদস্য পংকজ নাথ ও হামিদুল হক খন্দকার।

সম্পূরক বাজেটে সর্বোচ্চ ৮ হাজার ১৫৭ কোটি ৭৫ লাখ ৭৮ হাজার টাকা রয়েছে কৃষি মন্ত্রণালয় খাতে, দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ৪ হাজার ৩৬০ কোটি ১১ লাখ ১৯ হাজার টাকা পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় খাতে।

তৃতীয় সর্বোচ্চ ২ হাজার ১৩৮ কোটি ১২ লাখ ৮২ হাজার টাকা রয়েছে স্থানীয় সরকার বিভাগ খাতে। আর চতুর্থ সর্বোচ্চ পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় খাতে ১ হাজার ২৪৯ কোটি ৩৩ লাখ ৬৮ হাজার টাকা, পঞ্চম সর্বোচ্চ ৫৯২ কোটি ৪৯ লাখ ৫৬ হাজার টাকা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় খাতে রয়েছে।

এছাড়া আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ খাতে ৪৯৫ কোটি ৫২ লাখ ২৯ হাজার টাকা, পরিবেশ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় খাতে ৪৭০ কোটি ৯১ লাখ ১০ হাজার টাকা, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় খাতে ৪৩১ কোটি ৭৫ লাখ ৫৮ হাজার টাকা, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ খাতে ১৫২ কোটি ৬৯ লাখ ৪০ হাজার টাকা, ধর্ম মন্ত্রণালয় খাতে ৬১ কোটি ৮১ লাখ ৮৫ হাজার টাকা, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ খাতে ১৪৮ কোটি ৭৬ লাখ ৪৯ হাজার টাকা, নির্বাচন কমিশন খাতে ৩১৮ কোটি ৪৬ লাখ টাকা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ খাতে ১৪ কোটি ২৬ লাখ ৬০ হাজার টাকা, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন খাতে ১৪ কোটি ১৬ লাখ টাকা, ডাক ও টেলিযোগাযোগ খাতে ২৪৮ কোটি ৩ লাখ ২২ হাজার টাকা, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় খাতে ২১৩ কোটি ৪৮ লাখ ৬৬ হাজার টাকা, তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয় খাতে ১৭ কোটি ৫২ লাখ ৩৫ হাজার টাকা, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় খাতে ২৬ কোটি ৪৬ লাখ ৯২ হাজার, সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় খাতে ৬৫ কোটি ৩১ লাখ ৫৬ হাজার টাকা ব্যয়ের অনুমোদন দেয়া হয়েছে।

এর আগে সম্পূরক বাজেটের ওপর অর্থমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী সংক্ষিপ্তাকারে সমাপনী বক্তৃতা করার পর সম্পূরক বাজেট পাসের প্রক্রিয়া শুরু হয়। পৃথক পৃথকভাবে মঞ্জুরি দাবি পাসের পর নির্দিষ্টকরণ (সম্পূরক) বিল, ২০২৪ পাসের মধ্য দিয়ে ২০২৩-২৪ অর্থ বছরের সম্পূরক বাজেট পাস করা হয়।

লেফটেন্যান্ট জেনারেল ওয়াকার -উজ-জামান নতুন সেনাপ্রধান

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : বাংলাদেশের পরবর্তী সেনাপ্রধান হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে লেফটেন্যান্ট জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামানকে। বর্তমান সেনাপ্রধান জেনারেল এস এম শফিউদ্দিন আহমেদের স্থলাভিষিক্ত হবেন তিনি। আগামী ২৩ জুন থেকে ওয়াকার-উজ-জামানের এ নিয়োগ কার্যকর হবে।

মঙ্গলবার (১১ জুন) আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তরের (আইএসপিআর) পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।

আইএসপিআর জানায়, আগামী ২৩ জুন অপরাহ্ন থেকে চিফ অফ জেনারেল স্টাফ (সিজিএস) লেফটেন্যান্ট জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামানকে জেনারেল পদবীতে পদোন্নতি প্রদানপূর্বক ওই তারিখ অপরাহ্ন থেকে তিন বছরের জন্য সেনাবাহিনী প্রধান পদে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, প্রতিরক্ষা বাহিনীগুলোর প্রধানদের (নিয়োগ, বেতন, ভাতা এবং অন্যান্য সুবিধা) আইন, ২০১৮ অনুযায়ী তিনি বেতনভাতা পাবেন।

ওয়াকার-উজ-জামান ১৯৮৫ সালের ২০ ডিসেম্বর ১৩তম দীর্ঘমেয়াদি কোর্সের সঙ্গে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে কমিশন লাভ করেন। তিনি মিরপুরের ডিফেন্স সার্ভিসেস কমান্ড অ্যান্ড স্টাফ কলেজ এবং যুক্তরাজ্যের জয়েন্ট সার্ভিসেস কমান্ড অ্যান্ড স্টাফ কলেজ থেকে

গ্রাজুয়েশন সম্পন্ন করেছেন।

এ ছাড়াও তিনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'মাস্টার্স অব ডিফেন্স স্টাডিজ' এবং যুক্তরাজ্যের কিংস কলেজ, ইউনিভার্সিটি অব লন্ডন থেকে 'মাস্টার্স অব আর্টস' ইন ডিফেন্সম স্টাডিজ ডিগ্রি অর্জন করেন।

তার সুদীর্ঘ ৩৯ বছরের বর্ণাঢ্য সামরিক জীবনে তিনি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদের পাশাপাশি নবম পদাতিক ডিভিশনের জেনারেল অফিসার কমান্ডিং এবং সাভার এরিয়ার এরিয়া কমান্ডার, সেনাসদরে সামরিক সচিব এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর চিফ অব জেনারেল স্টাফ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি প্রধানমন্ত্রীর প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি এবং সারাহনাজ কমলিকা জামান দুই মেয়ের জনক-জননী।

কুমিল্লা সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে বাংলাদেশি নিহত

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) গুলিতে আনোয়ার হোসেন (৫০) নামে এক বাংলাদেশি নিহত হয়েছেন। গত রোববার সকাল ৮টার দিকে কুমিল্লার বুড়িচং সীমান্তের বাকশিমুল ইউনিয়নের মিরপুর গ্রামের বাংলাদেশ-ভারতের ২০৬৫ (৮এস) নম্বর সীমান্ত পিলারের কাছে এ ঘটনা ঘটে। নিহত আনোয়ার বুড়িচংয়ের মিরপুর গ্রামের চারু মিয়ার ছেলে।

নিহত আনোয়ার সীমান্ত পীলার সংলগ্ন স্থানে ঘুরাঘুরি করছিল বলে জানা যায়। কিন্তু ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বিএসএফ সদস্য তাকে বেশ কয়েকবার সতর্ক করার পর ও সে কর্ণপাত না করায় চোরাকারবারি সন্দেহে গুলি চালালে ঘটনাস্থলে সে মারা যায়। মারা যাওয়ার প্রায় ৩ ঘণ্টা পর ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বিএসএফ সদস্যরা আনোয়ার হোসেনের লাশ ময়না তদন্তের জন্য ভারতে নিয়ে যায়।

এদিকে বাংলাদেশের পক্ষে বিজিবি সদস্যরা সীমান্তবর্তী এলাকায় ব্যাপক টহল ও নজরধারী বৃদ্ধি করেছে। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে পতাকা বৈঠকের কথা থাকলে এখনো বৈঠক বসেনি। তবে বাকশীমূল ইউনিয়নের আওয়া মীগের সভাপতি ও ঐ ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মো. আব্দুল করিম বলেন, বিষয়টি নিয়ে একটি সমঝোতা স্বাক্ষর হয়েছে। আনোয়ারের লাশ দেশে আনার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

এইডসের গুজবে বিব্রত মমতাজ

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : দেশের জনপ্রিয় ফোক সম্রাজ্ঞী মমতাজ বেগম এইডসে আক্রান্ত হয়েছেন সম্প্রতি এমনই একটি গুজব সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। বিষয়টি নিয়ে ভীষণ বিব্রত এ শিল্পী।

সংবাদমাধ্যম অনুযায়ী, নিজের সম্পর্কে এমন গুজবে সম্পর্কে মমতাজ বেগম বলেন, 'শুনলাম, আমার নাকি এইডস হয়েছে! বিষয়টি বিব্রতকর। আল্লাহর রহমতে আমি সুস্থ ও খুব ভালো আছি। আর সে কারণেই স্টেজ শো নিয়ে দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়াতে পারছি।

মমতাজ আরও বলেন, ঈদের পরও দেশের বাইরে যাচ্ছি। যারা এসব মিথ্যা কিংবা গুজব ছড়াচ্ছে তাদের সুবুদ্ধির উদয় হোক। যারা এসব বিভ্রান্তিকর তথ্য ছড়াচ্ছে তাদের বলব, এগুলো ভালো না, ভালো পথে থাকেন। আর আমার ভক্তদের বলব, এসব গুজবে কান দেবেন না। সবার দোয়ায় আপনাদের মমতাজ অনেক অনেক ভালো আছে।

এছাড়া তিনি বলেন, ঈদের পর দিন আবার স্টেজ শোতে অংশ নিতে দুবাই যাচ্ছি। গান গাওয়ার পাশাপাশি সেখানের একটি অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানেও অংশ নেব। সব শেষ করে চলতি মাসের ২৩-২৪ তারিখে দেশে ফেরার ইচ্ছা আছে।

যুক্তরাষ্ট্রে একাধিক স্টেজ শোতে অংশ নিয়ে শ্রোতাদের মাতিয়েছেন মমতাজ। এরমধ্যেই ফিরেছেন দেশে। আসন্ন কোরবানির ঈদে একগুচ্ছ গান নিয়ে আসছেন ভক্ত-শ্রোতাদের সামনে।বেগম এইডসে আক্রান্ত হয়েছেন সম্প্রতি এমনই একটি গুজব সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। বিষয়টি নিয়ে ভীষণ বিব্রত এ শিল্পী।

সংবাদমাধ্যম অনুযায়ী, নিজের সম্পর্কে এমন গুজবে সম্পর্কে মমতাজ বেগম বলেন, 'শুনলাম, আমার নাকি এইডস হয়েছে! বিষয়টি বিব্রতকর। আল্লাহর রহমতে আমি সুস্থ ও খুব ভালো আছি। আর সে কারণেই স্টেজ শো নিয়ে দেশ-বিদেশ ঘুরে বেড়াতে পারছি।

বাংলা পোস্ট

Bangla Post
Unit - S7, The Whitechapel Centre
85 Myrdle Street, London E1 1HL
Tel: News - 0203 674 7112
Sales - 0203 633 2545
Email: info@banglapost.co.uk
Web: www.banglapost.co.uk

Honorary Chairman
Sheikh Md. Mofizur Rahman
Founder & Managing Director
Taz Choudhury
Marketing Director
Sayantan Das Adhikari

Board of Director
Kamruz Zaman Shuheb

Advisers
Mahee Ferdhaus Jalil
Tafazzal Hussain Chowdhury
Shofi Ahmed
Abdul Jalil

Editor in Chief
Taz Choudhury
Editor
Barrister Tareq Chowdhury
News Editor
Hasan Muhammad Mahadi
Head of Production
Shaleh Ahmed
Sub Editor
Md Joynal Abedin
Marketing Manager
Mahfuzur Choudhury

Sylhet Bureau Chief
Hasanul Hoque Uzzal
Birmingham Correspondent
Atikur Rahman

Sylhet Office
Abdul Aziz Zafran
Dhaka Office
Md Zakir Hossen

শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে ফিরিয়ে আনা হোক

বাংলাদেশে বিভিন্ন কারণে শিক্ষার্থীরা ড্রপ আউট হয়। দারিদ্র তার অন্যতম কারণ।করোনা মহামারি শুরু থেকে চার বছরের বেশি সময় পার হয়েছে। এর মধ্যে দেশে মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থী কমেছে ১০ লাখের ওপরে। বাংলাদেশ শিক্ষাতথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো (ব্যানবেইস) তাদের ২০২৩ সালের খসড়া প্রতিবেদনে এ তথ্য তুলে ধরেছে। তারা বলছে, ২০১৯ সালে দেশে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে মোট শিক্ষার্থী ছিল ৯২ লাখের বেশি। ২০২৪ সালে এসে তা কমে দাঁড়িয়েছে ৮১ লাখ ৬৬ হাজারে। তবে যেসব কলেজে মাধ্যমিক শ্রেণিও পড়ানো হয়, সেখানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ১ লাখ ৮০ হাজারের মতো বেড়েছে।

১৯৯০ সালে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন পাস হয়েছে। এরপর প্রাথমিকে ধীরে ধীরে প্রায় শতভাগ শিশুর বিদ্যালয়ে ভর্তির লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব হয়। তবে এসব শিক্ষার্থীর অর্ধেকের বেশি মাধ্যমিক স্তর পার হতে পারছে না। এটা খুবই উদ্বেগের বিষয়। এসএসসি বা সমমানের পরীক্ষা দেওয়ার আগেই তাদের শিক্ষাজীবনের সমাপ্তি ঘটছে। মাধ্যমিকে ঝরে পড়া শিক্ষার্থীরা তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে ভালো কোনো চাকরি পায় না। তা ছাড়া এসব শিক্ষার্থী অল্প সময়ের মধ্যেই তাদের অর্জিত শিক্ষা ভুলে যায়। তারা পরিণত হয় অদক্ষ জনবলে।

বাংলাদেশে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার প্রধান কারণ দারিদ্র্য। এ কারণে দেখা যায়, বাংলাদেশে মোট শ্রমশক্তির সিংহভাগই অনানুষ্ঠানিক খাতে কাজ করে। মূলত জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) পাস করা এবং মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে ঝরে পড়া শিক্ষার্থীরাই এই শ্রমশক্তির সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে। এসব শিশু-কিশোরকে নিযুক্ত করা হয় বাবার পেশার সহায়তায় কিংবা কোনো শ্রমনির্ভর কাজে।এ যুগে আসলে প্রত্যেক অভিভাবকই চান, তাঁর সন্তান লেখাপড়া শিখুক। তবে দরিদ্র অভিভাবককে শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিতে হয়। কারণ, ওপরের শ্রেণিগুলোয় শিক্ষার ব্যয় ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। প্রাইভেট-কোচিং, নোট-গাইড, ভর্তি ফি-বেতন, শিক্ষার উপকরণ ইত্যাদি বাবদ প্রচুর খরচ হয়। খরচের এই চাপ সামলাতে পারে না এসব পরিবার। পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হওয়ার কারণেও অনেক শিক্ষার্থী ঝরে পড়ে। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় পাস-ফেলের ব্যবস্থা আছে, তবে কীভাবে শিখনঘাটতি পূরণ করা যেতে পারে, সে পরিকল্পনা নেই।

মেয়েশিক্ষার্থীদের ঝরে পড়ার পেছনে আরও কিছু বাড়তি কারণ থাকে। যেমন বিদ্যালয়ে যাওয়া-আসার পথে অনেক ক্ষেত্রে হয়রানির শিকার হতে হয় তাদের। আবার এ বয়সেই বাল্যবিবাহ হতে দেখা যায় মেয়েশিক্ষার্থীদের।

অনেক দরিদ্র অভিভাবক মনে করেন, মেয়েকে বিয়ে দিতে পারলেই সমস্যা মিটে যাবে। মেয়েশিক্ষার্থীর ঝরে পড়ার হার ছেলেশিক্ষার্থীর চেয়ে বেশি। ছেলেসন্তানের ক্ষেত্রে মনে করা হয়, সে পড়াশোনা শেষ করে ভবিষ্যতে চাকরি করে সংসারের হাল ধরবে। ফলে অনেক ক্ষেত্রে ছেলেশিশুর পড়াশোনা কষ্ট করে চালানো হলেও মেয়েশিশুর পড়াশোনা বন্ধ করে দেওয়া হয়।

শিক্ষার্থী যে কারণেই ঝরে পড়ুক না কেন, তাদের ফিরিয়ে আনার জন্য পরিকল্পনা করা দরকার। উপবৃত্তির টাকার পরিমাণ ও আওতা বাড়াতে হবে। বাল্যবিবাহ বন্ধ করতে হবে। সমাজের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানকে শিক্ষাকাঠামোর সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। শিক্ষকেরা যেন শ্রেণিতে পাঠদানে আরও মনোযোগী হন, তা কঠোরভাবে তদারক করতে হবে। যেসব শিক্ষার্থী সাম্প্রতিক সময়ে বিদ্যালয় ত্যাগ করেছে, তাদের দ্রুত ফিরিয়ে আনার জন্য সামাজিক-আর্থিক সহায়তা নিয়ে তাদের পাশে দাঁড়াতে হবে।ড্রপ আউট বন্ধে সরকারের পাশাপাশি অভিবাবকদের জড়িত করতে হবে। তাদেরকে বুঝতে হবে কষ্ট করে বাচ্চাদের লেখা পড়া করলে তারা দেশের সম্পদে পরিণত হবে. সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া বন্ধ হবে এটাই সকলের প্রত্যাশা।

একেএম শামসুদ্দিন

‘বেনজীর’ যাদের সৃষ্টি, তারা কি দায় এড়াতে পারেন?

গত কিছুদিন ধরে পুলিশের সাবেক মহাপরিদর্শক বেনজীর আহমেদ ও সাবেক সেনাপ্রধান অবসরপ্রাপ্ত জেনারেল আজিজ আহমেদকে নিয়ে ব্যাপক আলোচনা-সমালোচনা চলছে। মে মাসে ঘটে যাওয়া পরপর তিনটি ঘটনা দেশজুড়ে ব্যাপক আলোড়ন তুলেছে। প্রথমে সংসদ-সদস্য আনোয়ারুল আজিম আনারের মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড, তারপর সাবেক সেনাপ্রধান আজিজ আহমেদের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা এবং সর্বশেষ বেনজীর আহমেদের দুর্নীতি ফাঁস ও তার সম্পত্তি জব্দ করা নিয়ে আদালতের নির্দেশ। এ ঘটনাগুলোর মধ্যে বেনজীরকে নিয়েই লেখালেখি ও আলোচনা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি। ফলে বাকি দুটি ঘটনা কিছুটা পিছিয়ে পড়েছে।

পুলিশ, একটি রাষ্ট্রের সরকারব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ অংশ। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করা ছাড়াও সমাজের অনেক সেবামূলক কাজের সঙ্গে জড়িত থাকতে হয় পুলিশকে। এছাড়া দেশের অনেক দুর্যোগ-দুর্ভোগ মোকাবিলায় পুলিশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এমন একটি প্রতিষ্ঠানের প্রধান হিসাবে যোগ্য ব্যক্তিকেই নিয়োগ দেওয়া হবে-এটাই প্রত্যাশা। পেশাগত যোগ্যতার দিক দিয়ে পুলিশের মহাপরিদর্শক হিসাবে বেনজীরকে নিয়োগ দেওয়া সরকারের ভুল ছিল, সে কথা বলব না। পুলিশের মহাপরিদর্শকের পদ অলংকৃত করার মতো যোগ্যতা ছিল তার। তবে তাকে নিয়োগ দেওয়ার সময় শুধু পেশাগত যোগ্যতাই কি বিবেচনা করা হয়েছিল? নিঃসন্দেহে তা নয়। তাকে নিয়োগের সময় আওয়ামী লীগ সরকারের প্রতি তার অকৃত্রিম আনুগত্যও যে কাজ করেছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এ কথা সবাই জানেন, এ পদে নিয়োগ পাওয়ার আগে বেনজীর ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার ও র‍্যাবের মহাপরিচালক হিসাবে আওয়ামী লীগ সরকারকে চাহিবামাত্র সেবা দিয়ে যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর (২০০৯-২০২২) বেনজীর বরাবরই সরকারের সুনজরে ছিলেন। এ সময় তিনি গুরুত্বপূর্ণ তিনটি পদে নিয়োগ পান। ২০১০ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত টানা পাঁচ বছর বেনজীর ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ঠিক একইভাবে তিনি ২০১৫ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত র‍্যাবের মহাপরিচালক ছিলেন। এ সময় ভিন্নমত ও রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ দমনে তিনি এতটাই উৎসাহিত ছিলেন, আওয়ামী লীগ সরকার তখন তাকে অপরিহার্য মনে করেছিল। এজন্যই সরকার তাকে এত লম্বা সময় এ দুটি গুরুত্বপূর্ণ পদে বহাল রেখেছিল। তারপরই তাকে পুলিশের মহাপরিদর্শক হিসাবে নিয়োগ দেওয়া হয়। তিনি ২০২০ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত ওই পদে ছিলেন।

বেনজীর আহমেদের প্রায় ৩৫ বছরের চাকরিজীবনে তিনি পাঁচবার পুলিশের সর্বোচ্চ পদক ‘বাংলাদেশ পুলিশ মেডেল’ লাভ করেন। এ পদকগুলো তিনি ২০১১ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে পেয়েছেন। এছাড়াও তার কৃতিত্বের মধ্যে রাষ্ট্রপতি পুলিশ পদকও আছে। আওয়ামী লীগ সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ২০২০-২০২১ সালে তাকে শুদ্ধাচার পুরস্কার দেয়। এছাড়া জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ২০২১ সালে বেনজীরকে সেরা করদাতা নির্বাচিত করে। সন্দেহ নেই, সরকার বেনজীরের কাজে সন্তুষ্ট হয়েই তাকে পুরস্কৃত করেছে। দুদকের নথি অনুযায়ী, যে বেনজীরের নামে এখন একে একে দুর্নীতির দুর্গন্ধ বেরিয়ে আসছে, সে বেনজীরকেই সরকার শুদ্ধাচার পুরস্কারে ভূষিত করেছে। অথচ শুদ্ধাচার বলতে সাধারণভাবে নৈতিকতা ও সততার দ্বারা প্রভাবিত আচরণগত উৎকর্ষ বোঝায়। ন্যাশনাল ইন্টেগ্রিটি স্ট্র্যাটেজির সংজ্ঞা অনুযায়ী, শুদ্ধাচারকে সমাজের মানদণ্ড, নীতি ও প্রথার প্রতি আনুগত্যও বোঝায়। ব্যক্তি পর্যায়ে এর অর্থ বোঝানো হয়-কর্তব্যনিষ্ঠা, সততা ও নৈতিকতার সঙ্গে কর্মসম্পাদন ও যাপিতজীবন। এখন বেনজীরের অবৈধ সম্পদ ও ক্ষমতার অপব্যবহারের যে তালিকা বেরিয়ে আসছে, এর সঙ্গে শুদ্ধাচার পুরস্কার পাওয়ার যোগ্যতার কোনো মিল পাওয়া যায় না। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, যে মন্ত্রণালয় বেনজীরকে এ শুদ্ধাচার পুরস্কার দিয়েছে, সে মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী আসাদুজ্জামান কামাল, কোন মানদণ্ডের ওপর ভিত্তি করে বেনজীরকে এ পুরস্কার দেওয়া হয়েছে, সে সম্পর্কে অজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। তিনি সাংবাদিকের এক প্রশ্নের জবাবে বলেছেন, ‘শুদ্ধাচার পুরস্কার দেওয়ার ক্ষেত্রে কিছু মানদণ্ড অনুসরণ করা হয়। আমরা খতিয়ে দেখব, তিনি কীভাবে এ পুরস্কার পেয়েছিলেন।’

এ বক্তব্য শুনে মন্ত্রী মহোদয়কে প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করছে, এখন কেন খতিয়ে দেখবেন? যখন পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল, তখন কেন যাচাই করে নেওয়া হয়নি? এখন চারদিকে হইচই রইরই পড়ে যাওয়ায় আপনাদের বেনজীর গুণমুগ্ধতার মোহ ভঙ্গ হয়েছে! মাত্র দুটি উদাহরণ দিলে স্পষ্ট হবে সরকার একজন দুর্নীতিবাজ সরকারি কর্মকর্তাকে কীভাবে পুরস্কৃত করেছে। সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যখন তার মন্ত্রণালয় থেকে ২০২০-২০২১ সালে বেনজীরকে শুদ্ধাচার পুরস্কার দিয়েছে, সেসময় দুদকের তথ্য অনুযায়ী, বেনজীর ও তার পরিবার প্রায় ৮৭ একরেরও বেশি জমি ক্রয় করেছেন। ২০২১ সালে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড যখন বেনজীরকে সেরা করদাতা নির্বাচিত করে, ওই সময় বেনজীর ও তার পরিবার ১৩৮ একরেরও বেশি জমির মালিক ছিলেন। সরকারের উচ্চমহল কি এখন অস্বীকার করতে চায়, ক্ষমতার অপব্যবহার করে বেনজীরের এত অবৈধ সম্পদের মালিক হওয়ার কোনো তথ্যই তাদের জানা ছিল না? রাষ্ট্রের অত্যন্ত শক্তিশালী দুটি গোয়েন্দা সংস্থা তাহলে কী করেছে? অন্যান্য দায়িত্ব পালন ছাড়াও রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা কখন কী করেন, সেই খবর সরকারপ্রধানসহ সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের কাছে পৌঁছে দেওয়াও এ দুটি গোয়েন্দা সংস্থার কাজ। এ সরকারের আমলেই, এ সংস্থা দুটির একটিতে আমার কাজ করার অভিজ্ঞতার আলোকে বলতে পারি, সংস্থা দুটি অবশ্যই যথাসময়ে বেনজীরের সব কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সরকারকে অবগত করেছে। তাছাড়া তাদের কোনো উপায়ও নেই। কারণ, এসব তথ্য যদি অন্য কোনো সূত্রের মাধ্যমে সরকারপ্রধানের কাছে পৌঁছে যায়, তাহলে তাদের অবশ্যই জবাবদিহি করতে হয়। সুতরাং, এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না, বেনজীরের এ অবৈধ কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সরকার কিছুই জানত না, কথাটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। সুতরাং, এটি সহজেই অনুমান করা যায়, সরকার বেনজীরের এসব অপরাধের কথা জানলেও তা বন্ধের কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। অর্থাৎ বেনজীর, সরকারের জন্য এতটাই অপরিহার্য ছিলেন, তার সব অপকর্মই তারা হজম করে নিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, তাকে খুশি করার জন্য পদক ও পুরস্কারের ব্যবস্থাও করা হয়েছিল।

এখন যে বুদ্ধি ও বিবেচনায়ই সরকার বেনজীরকে পরিত্যাগ করুক না কেন, তার অপরাধের দায়ভার তারা এড়াতে পারন না; কিন্তু সরকারের মন্ত্রীদের বক্তৃতা-বিবৃতি শুনে মনে হয়, তারা এখন বেনজীরের অপরাধের বোঝা আর টানতে চান না। সরকারের সেতুমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের বক্তব্য শুনে তাই মনে হয়। তিনি বেনজীরের দুর্নীতির খবর তার পদে থাকাকালীন গণমাধ্যমে প্রকাশ না পাওয়ায় সাংবাদিকদের সৎসাহস নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি ২ জুন ধানমন্ডির আওয়ামী লীগ সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে ডাকা এক ––১৬ পৃষ্ঠায়

ভারতীয় চোরাই চিনিতে সয়লাব সিলেট

সিলেট অফিস : শহরতলীর উমাইরগাঁওয়ে ভারতীয় চিনি ভর্তি ১৪টি ট্রাক জব্দের ঘটনা ছিল বৃহস্পতিবারের 'টক অব দ্যা' সিলেট। চিনি চোরাচালান সিন্ডিকেটের সাথে কারা জড়িত এ নিয়ে ঘুরপাক খাচ্ছে নানামুখী প্রশ্ন। স্থানীয় বাসিন্দাদের সাথে কথা বলে জানা গেছে, এ সিন্ডিকেটের সাথে সরকারি দলের অঙ্গ-সংগঠনের নেতা-কর্মী, জনপ্রতিনিধি ছাড়াও পোশাকি বাহিনীরও সংশ্লিষ্টতা রয়েছে।

সীমান্ত এলাকায় খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, কোম্পানীগঞ্জ, গোয়াইনঘাট, জৈন্তাপুর, কানাইঘাট ও জকিগঞ্জ এখন চিনি চোরাচালের নিরাপদ রুট। আইন-শৃংখলা বাহিনী মাঝে-মধ্যে অভিযান চালিয়ে কিছু চিনির চালান জব্দ করলেও অধিকাংশই থেকে ধরাছোঁয়ার বাইরে। গত বৃহস্পতিবার যে চিনির চালান আটকের বিষয়ে অনেকে বলছেন, 'হয়তো চেইনে সমস্যার কারণে চিনির এই বড় চালান আটক হয়েছে। নয়তো এটাতো হতো না।'

কোম্পানীগঞ্জের মাঝেরগাঁও, বরমসিদ্দিপুর, তুরং, নারাইনপুর, গোয়াইনঘাটের বিছনাকান্দি, সোনারহাট, পান্তুমাই ও তামাবিল, কানাইঘাটের সুরইঘাট, লোভাছড়া ও ডনা এবং জকিগঞ্জের আটগ্রাম বর্ডার দিয়ে মূলত চিনি চোরাচালান হচ্ছে। আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীকে ম্যানেজ করে রাজনৈতিক কর্মী ও কিছু কিছু জনপ্রতিনিধি চোরাচালানে নেতৃত্ব দিচ্ছে। এ থেকে আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী সাপ্তাহিক ও মাসোহারা আদায় করে থাকে। বিভিন্ন উপজেলায় বিট অফিসাররা চোরাই চিনি ভর্তি ট্রাক থেকে নির্ধারিত অর্থ আদায় করে উর্ধ্বতন অফিসারদেরকে ম্যানেজ করেন বলেও অভিযোগ রয়েছে। চিনি চোরাচালানের মাধ্যমে অনেকে বিপুল অর্থ-বৈভবের মালিক হয়ে গেছে বলে আমাদের সোর্সের দাবি।

যেভাবে জব্দ করা হয় ১৪ ট্রাক ভারতীয় চিনি

গত বৃহস্পতিবার ভোর ৬টায় কোম্পানীগঞ্জ-জালালাবাদ রোডে শহরতলীর উমাইরগাঁও এলাকার ভাদেশ্বর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে থেকে ১৪ ট্রাক ভারতীয় চিনি জব্দ করা হয়। এসময় একটি প্রাইভেটকার ও একটি মোটরসাইকেল জব্দ করা হয়। তবে, এ ঘটনায় কাউকে আটক করতে পারেনি পুলিশ।

সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশের অতিরিক্ত উপ কমিশনার (মিডিয়া) মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম ১৪ ট্রাক ভারতীয় চিনি জব্দ করার বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, এ যাবত ভারতীয় চিনি জব্দের সবচেয়ে বড় চালান এটি। জব্দকৃত চিনির আনুমানিক মূল্য ২ কোটি টাকা বলে জানান তিনি।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, চিনিবোঝাই ট্রাকগুলো সিলেটের সীমান্ত এলাকা কোম্পানীগঞ্জ ও গোয়াইনঘাট থেকে জালালাবাদের দিকে যাচ্ছিল। এসময় পুলিশ ধাওয়া দিলে ১৪টি ট্রাক, প্রাইভেটকার ও ১টি মোটরসাইকেল রেখে পালিয়ে যায় চোরাকারবারিরা। এই চোরাচালানে জড়িতদের আটক করতে পুলিশের অভিযান রয়েছে বলে জানায় পুলিশ।

স্থানীয় একটি সূত্র জানায়, জব্দকৃত চিনির ট্রাকের মধ্যে ৩/৪টি কোম্পানীগঞ্জ থেকে এবং বাকিগুলো গোয়াইনঘাট সীমান্ত এলাকা থেকে এসেছে। ওই সূত্রের দাবি, চিনির চালান মূলত এয়ারপোর্ট বাইপাস হয়ে বাদাঘাট দিয়ে সিলেটে আসার কথা ছিল। কিন্তু, ট্রাক চালকেরা সালুটিকরে বাধাপ্রাপ্ত হওয়ায় তারা রাস্তা পরিবর্তন করে বহর উমাইরগাঁও রাস্তা দিয়ে সিলেটে প্রবেশের চেষ্টা করে। খবর পেয়ে পুলিশ ধাওয়া দিয়ে ট্রাকের এ চালান জব্দ করে।

এ প্রসঙ্গে সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশের উপ-কমিশনার (উত্তর) আজবাহার আলী শেখ (পিপিএম) জানান, গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে আমরা অভিযান চালিয়ে ১৪টি ট্রাক ভর্তি ভারতীয় চিনি জব্দ করেছি। এসময় একটি প্রাইভেট কার ও একটি মোটরসাইকেল আটক করা হয়। তিনি বলেন, পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে চোরাকারবারিরা পালিয়ে যায়। তাদের ধরতে অভিযান চলছে। সেই সাথে সীমান্ত দিয়ে আসা চোরাই চিনির চালান জব্দ করতে জোর তৎপরতা চালানো হচ্ছে, নেওয়া হয়েছে নানা পদক্ষেপ।

সিলেটে বন্যায় ক্ষতি ৪৮০ কোটি টাকার

সিলেট অফিস : একদিন নেমেছিল তীব্র ঢল। পরের দু'দিন ঢল নামার গতি কম ছিল। এই তিন দিনে সিলেটে হঠাৎ বিপর্যয় দেখা দেয়। পানিতে সয়লাব হয়ে পড়ে সিলেট। আর এতেই ক্ষতি প্রায় ৪৮০ কোটি টাকার। বেশি ক্ষতি হয়েছে সড়কে। কৃষি খাতেও ক্ষতির পরিমাণ বেশি। ইতিমধ্যে দাপ্তরিক ভাবে এসব ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নিরূপণ করা হয়েছে। এখনো আশঙ্কা কাটেনি। বর্ষার মৌসুম পুরোটাই পড়ে আছে।

উজানে বৃষ্টি হলে আরও ঢল নামার আশঙ্কা আছে। আর ঢল নামলেই ক্ষয়ক্ষতি বাড়বে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। এবারের ঢলে সিলেট সিটি করপোরেশনে সড়কে ১০০ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে। এ ছাড়া, এলজিইডি'র আওতাধীন সড়কে ১শ' ১৮ কোটি, সওজের আওতাধীন সড়কে ৮৪ কোটি, পানি উন্নয়ন বোর্ডের ২০ কোটি, কৃষি বিভাগের ১৪২ কোটি ও মৎস্যখাতে ২০ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে। সিলেট সিটি করপোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ইফতেখার আহমদ চৌধুরী জানিয়েছেন- বন্যার পানি উঠে যাওয়ার কারণে সিলেট সিটি করপোরেশনের নদী তীরবর্তী কয়েকটি এলাকায় পানি উঠে যায়। এতে প্রায় ১০০ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে। বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে নগরের উপশহর এলাকা। বর্ষা মৌসুমের আগে উপশহরের সড়কগুলোতে কাজ করানো হয়েছিল। কাজ করার কিছুদিনের মধ্যে বন্যার পানি আঘাত হানে। এ ছাড়া অতিবৃষ্টির কারণে নগরের চৌহাট্টা সহ কয়েকটি এলাকার সড়কের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তিনি বলেন- সিটি করপোরেশনের পক্ষ থেকে ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ করে ইতিমধ্যে জেলা প্রশাসকের কাছে তালিকা পাঠানো হয়েছে। এসব সড়ক হয়তো বর্ষার মৌসুম শেষ হলে ফের মেরামত করার প্রয়োজন হবে বলে জানান তিনি। সিলেট জেলার ১৩টির মধ্যে ১২টি উপজেলাই বন্যাকবলিত হয়েছে। বর্তমানে বন্যা পরিস্থিতি উন্নতির দিকে। বন্যার ভয়াবহ অবস্থা ছিল গোয়াইনঘাট, জকিগঞ্জ, জৈন্তাপুর, কোম্পানীগঞ্জ ও কানাইঘাট উপজেলায়। এই ৫টি উপজেলার সড়কে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বেশি। উপজেলাগুলোর প্রধান প্রধান সড়ক শুরুতেই তলিয়ে যায়। অনেক সড়কে কয়েকদিন যান চলাচল বন্ধ ছিল। পানির কারণে যতটা না বেশি ক্ষতি হয়েছে তার চেয়ে উজানের ঢলে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। গোয়াইনঘাটে সড়কের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে। বিশেষ করে গোয়াইনঘাট-সোনারহাট সড়ক ঢলের তোড়ে বড় বড় গর্ত হয়ে গেছে। জেলায় এলজিইডি'র আওতাধীন প্রায় ১৬০ কিলোমিটার সড়ক ক্ষতি হওয়ার হিসাব প্রাথমিকভাবে জানা গেছে। এতে সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১শ' ১৮ কোটি ৭০ লাখ টাকা। এর পরিমাণ আরও বাড়বে বলে জানিয়েছেন এলজিইডি সিলেটের নির্বাহী প্রকৌশলী কেএম ফারুক হোসাইন। তিনি জানান- গোয়াইনঘাট ও জৈন্তাপুরে সবচেয়ে বেশি সড়ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যানবাহন চলাচলের জন্য আপাতত সড়কগুলোতে কিছু সংস্কার হবে। পরবর্তীতে এগুলোর তালিকা ঢাকায় পাঠানো হবে। সড়ক ও জনপথ বিভাগ-সওজ'র আওতাধীন প্রায় ৪০ কিলোমিটার সড়ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এতে ৮৪ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে। এখনো কয়েকটি সড়কে পানি রয়েছে। চূড়ান্ত সমীক্ষায় এ ব্যয় বাড়তে পারে বলে জানিয়েছেন সওজ সিলেটের নির্বাহী প্রকৌশলী আমির হোসেন। সিলেটে ক্ষতিগ্রস্ত সড়কগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে; সারি-গোয়াইনঘাট সড়ক, দরবস্ত-কানাইঘাট সড়ক, কোম্পানীগঞ্জ-ছাতক সড়ক, ফেঞ্চুগঞ্জ-মানিকোনা সড়ক। এ ছাড়া জৈন্তাপুরে সিলেট-তামাবিল সড়কেও এবারে বন্যার পানি উঠে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। সিলেট পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী দীপক রঞ্জন দাশ জানিয়েছেন, সিলেট জেলার জকিগঞ্জ, কানাইঘাট, গোয়াইনঘাট, কোম্পানীগঞ্জ সহ কয়েকটি উপজেলার প্রায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার বাঁধের ক্ষতি হয়েছে। বহু স্থানে বাঁধ ভেঙে পানি ঢুকে। আবার কিছু কিছু এলাকায় বাঁধ উপচেও পানি ঢুকেছিল। এতে এসব বাঁধে প্রায় ২০ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে। এ হিসাব প্রাথমিক ধারণার। পানি নেমে গেলে চূড়ান্ত সমীক্ষা করা সম্ভব হবে বলে জানান তিনি।

সিলেট জেলা কৃষি অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক আবুল খায়ের মো. মোল্লা জানিয়েছেন- এবারে বন্যায় সিলেট জেলায় কৃষিখাতে ক্ষতি হয়েছে প্রায় ১৪২ কোটি ৮৪ লাখ টাকার। বিশেষ করে আউশ ধান, আউশের বীজতলা ও গ্রীষ্মকালীন সবজিতে এ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। জমির পরিমাণ প্রায় ৭ হাজার ৪৩ হেক্টর। এবারের বন্যায় সিলেটের মৎস্যখাতে ২০ কোটি ৬১ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে জানিয়েছেন দায়িত্বে থাকা জেলা মৎস্য কর্মকর্তা সীমা রানী বিশ্বাস। তিনি জানিয়েছেন- বন্যায় প্রায় সাড়ে ৮ হাজার মৎস্য খামারের মাছ পানিতে ভেসে গেছে। এদিকে- নগরে বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হলেও জেলার কুশিয়ারা নদীর তীরবর্তী কয়েকটি এলাকায় পানি এখনো রয়েছে। নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে। জেলা প্রশাসন সূত্র জানিয়েছে- এখনো ৫ লাখ মানুষ পানিবন্দি অবস্থায় রয়েছেন। জেলার ১২টি উপজেলার ৭৮টি ইউনিয়নের ৮১২টি গ্রাম এবারের বন্যায় প্লাবিত হয়েছে।

সিলেটের জন্য 'ক্লাইমেট প্রটেকশন ফান্ড' করতে চান সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোমেন

সিলেট অফিস : সিলেট-১ আসনের এমপি ও সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন বলেছেন- কয়েক বছর ধরে সিলেট প্রাকৃতিক দুর্যোগপূর্ণ অঞ্চল হয়ে উঠেছে। ২০২০ সালের বন্যায় বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয় সিলেট। এবারেও বন্যা হয়ে ক্ষতির মুখে সিলেট। বজ্রপাতে সম্প্রতি ঘন ঘন প্রাণহানি ঘটছে এ অঞ্চলে। এছাড়া ঘন ঘন হচ্ছে ভূমিকম্পও। এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগে সিলেটের জন্য 'ক্লাইমেট প্রকেটশন ফান্ড' গঠন করতে চাই। যাতে সহজেই দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানো যায়।

সিলেট মহানগরের মেজরটিলার চামেলীভাগ আবাসিক এলাকায় টিল ধসে নিহত ৩ জনের পরিবারের সদস্যদের সান্ত্বনা দিতে গিয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

তিনি আরও বলেন- সিলেটে অবৈধভাবে টিলা কাটা হয় প্রচুর। এগুলো রোধ করতে হবে। প্রয়োজনে স্থানীয় জনপ্রতিনিধিসহ কমিটি করে টিলা কাটা ঠেকাতে হবে। অভিযোগ রয়েছে- স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা এসব কাজে জড়িত থাকেন। তাই তাদের মাধ্যমেই টিলার মাটি কাটা রোধ করা প্রয়োজন।

এর আগে মঙ্গলবার (১১ জুন) বেলা সাড়ে ১১টায় ড. এ কে আব্দুল মোমেন নিহতদের বাড়িতে যান। এসময় তিনি নিহত ৩ জনের মা-ভাই ও স্বজনদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন এবং ব্যক্তিগত পক্ষ আর্থিক অনুদান প্রদান করেন।

এসময় তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন সিলেট সিটি করপোরেশনের মেয়র আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী, সিলেট সদর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ সুজাত আলী রফিক, সিলেট সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা নাছরীন আক্তার ও সিলেট সিটি কর্পোরেশনের ৩৫ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর মো. জাহাঙ্গীর আলম।

বর্ণিল আয়োজন, দেশীয় সংস্কৃতি, নজর কাড়া ফ্যাশন শো, আর হাজারো দর্শনার্থীদের উপস্থিতিতে সম্পন্ন হয়েছে ৭ম লন্ডন বেঙ্গলী ওয়েডিং ফেয়ার

ঘড়ির কাঁটায় তখন বিকেল ৪ টা ছুই ছুই, উপর থেকে কেক নামলো। আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ কেক কেটে মেলার উদ্বোধন করলেন। মেলা জুড়ে ছিল বিয়ের প্রয়োজনীয় ছোট বড় নানা জিনিসের পসরা। দামি ব্র্যান্ডের গাড়ি থেকে পালকি, কিংবা রিকশা প্রায় সবখানেই ছিল বাঙালীয়ানার ছাপ। আরো ছিল কনের ল্যাহেঙা, শাড়িসহ ফার্নিচার। আগত দর্শনার্থীরা উপভোগ করেন ভিন্নমাত্রার এই অনুষ্ঠান।

বরেণ্য শিল্পীদের গান আর খ্যাতনামা মডেলদের ফ্যাশন শো তে প্রাধান্য পায় বাংলাদেশী ঐতিহ্য। । এছাড়াও রুমিনা - ১০১ এর মত সোশাল মিডিয়া সেলেব্রিটি এবং ব্রিটিশ বাংলাদেশী মডেলদের নিয়ে ছিল চোখ ধাধানো ফ্যাশন শো। আবায়া এবং হিজাব এই ফ্যাশন শো কে দিয়েছে এক নতুন মাত্রা। বিবিসি এশিয়ান নেটওয়ার্ক এর জনপ্রিয় উপস্থাপক স্মৃযাস বেঙ্গলীর উপস্থাপনায় রোববার পূর্ব লন্ডনের রয়েল রিজেন্সিতে অনুষ্ঠিত মেলায় ছিল প্রায় ২ হাজার দর্শনার্থীদের উপস্থিতি। লন্ডন বেঙ্গলী ওয়েডিং ফেয়ারের এমডি ও চ্যানেল এস এর সিনিয়র প্রডিউসার আহাদ আহমদ ও সিইও সোহানা আহমদ জানান, বাংলাদেশী ডিজাইনার বা নতুন অন্ট্রপনারদের তুলে ধরার পাশাপাশি বিয়ের খরচ কমিয়ে আনায় ছিল এই আয়োজনের লক্ষ্য। এছাড়া আমন্ত্রিত অতিথি ও আগত দর্শনার্থীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান আয়োজকরা ।

পার্ল এ্যাডভার্টাইজিংয়ের উদ্যোগে, লাক্স ফার্নিশিং এর সৌজন্যে এবং রয়েল রিজেনসির সহযোগিতায় ছিল ক্যাটারার্স, মেকআপ আর্টিস্ট এবং কার সার্ভিস থেকে জুয়েলার্স। এক ছাদের নিচে ছোট বড় প্রায় ৫০ টি স্টলেই ছিল আকর্ষণীয় ছাড়। এসময় হ্যরো কাউন্সিলের মেয়র সেলিম চৌধুরী, নিউহাম কাউন্সিলের সিভিক মেয়র রাহিমা রহমান, টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের স্পিকার কাউন্সিলর ব্যারিস্টার সায়েফ উদ্দিন খালেদ,

চ্যানেল এস ফাউন্ডার মাহি ফেরদৌস জলিল, ব্রিটিশ-বাংলাদেশ চেম্বার অব কর্মাস এন্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি সাইদুর রহমান রানু, বাংলাদেশ ক্যাটারার্স এসোসিয়েশন এর সভাপতি ওলী খান এমবিই, বিবিসিএর সভাপতি তোফাজ্জল মিয়া, লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি এমদাদুল হক চৌধুরী এবং বর্তমান সভাপতি মোহাম্মদ জুবায়ের ও সেক্রেটারি তাইসির মাহমুদ, ব্রিটিশ বাংলাদেশি হুজহুর ফাউন্ডার আব্দুল করিম গনি, রয়েল রিজেন্সির এমডি আব্দুল বারি, লিড স্পনসর লাক্স ফার্নিশিং এর ডিরেক্টর আমরান রহমান ক্যাটারিং সার্কেলর ফাউন্ডার আব্দুল হক, সিনিয়র সাংবাদিক নজরুল ইসলাম বাসন, ব্যারিস্টার নাজির আহমেদ বিভিন্ন ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিকগণ, বিভিন্ন শ্রেণীপেশার মানুষ ও কমিউনিটির বিশিষ্ট জনের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

অনুষ্ঠানে গাজাবাসীর প্রতি সমবেদনা জানিয়ে ২ মিনিট নিরবতা পালন করা হয়। এছাড়াও এই আয়োজন সফল করার জন্য ধন্যবাদ জানানো হয় স্পনসরদের। আগামীতে আরও নতুনত্ব নিয়ে আসার পরিকল্পনা আয়োজকদের।

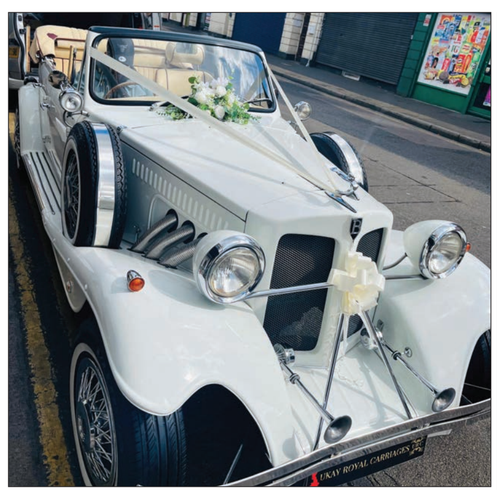

ভূমিহীন সাড়ে ১৮ হাজার পরিবারকে ঘর হস্তান্তর

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : আশ্রয়ণ প্রকল্প-২-এর অধীনে পঞ্চম পর্যায়ের দ্বিতীয় ধাপে ১৮ হাজার ৫৬৬টি ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে জমিসহ ঘর হস্তান্তর করলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। মঙ্গলবার বেলা ১১টায় গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে ঈদের উপহার হিসেবে এসব ঘর হস্তান্তর করেন তিনি। একইসঙ্গে এদিন আরও ৭০টি উপজেলা এবং ২৬টি জেলা ভূমিহীন ও গৃহহীনমুক্ত ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী। ফলে ভূমিহীন ও গৃহহীনমুক্ত হলো দেশের ৫৮টি জেলা ও ৪৬৪টি উপজেলা।

এ উপলক্ষে মঙ্গলবার কক্সবাজারের ঈদগাঁও, লালমনিরহাটের কালীগঞ্জ ও ভোলার চর ফ্যাশনের অনুষ্ঠানে গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হন তিনি। এ সময় অন-ওয়েতে যুক্ত থাকবে ১৮৮টি উপজেলা।

এদিন আরও ৭০টি উপজেলা এবং ২৬টি ভূমি-গৃহহীনমুক্ত ঘোষণা করা হয়। এর আগে মোট ছয় দফায় ৩২টি জেলার সব উপজেলাসহ ৩৯৪টি উপজেলাকে ভূমি-গৃহহীনমুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। ফলে ৫৮টি জেলা ও ৪৬৪টি উপজেলা ভূমিহীন ও গৃহহীনমুক্ত হলো।

নতুন করে ভূমিহীন ও গৃহহীনমুক্ত জেলাগুলো হলোড় ঢাকা, গোপালগঞ্জ, শরীয়তপুর, ফরিদপুর, নেত্রকোনা, কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, চাঁদপুর, লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালী, কুমিল্লা, ফেনী, গাইবান্ধা, লালমনিরহাট, নীলফামারী, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, সাতক্ষীরা, যশোর, খুলনা, নড়াইল, বাগেরহাট, বরগুনা, বরিশাল, হবিগঞ্জ ও সুনামগঞ্জ।

এর আগে প্রধানমন্ত্রী সারা দেশে আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের প্রথম ধাপে ৬৩ হাজার ৯৯৯টি, দ্বিতীয় ধাপে ৫৩ হাজার ৩৩০টি, তৃতীয় ধাপে ৫৯ হাজার ১৩৩টি এবং চতুর্থ ধাপে ৩৯ হাজার ৩৬৫টি বাড়ি বিতরণ করেন।

প্রকল্পের আওতায় ভূমি ও গৃহহীন প্রতিটি পরিবারকে দুই দশমিক ৫ শতাংশ জমির মালিকানা দিয়ে একটি আধা-পাকা বাড়ি দেওয়া হচ্ছে, যা স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই হবে।

প্রতিটি বাড়িতে দুটি বেডরুম, একটি রান্নাঘর, একটি টয়লেট ও বারান্দা রয়েছে।

ব্যাংকারদের বিদেশ ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : ব্যাংকের অর্থায়নে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিদেশ ভ্রমণে ফের নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। এর ফলে ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা বিদেশ ভ্রমণ, শিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ, সেমিনার ও কর্মশালায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।

১১ জুন এ সংক্রান্ত একটি সার্কুলার জারি করেছে বাংলাদেশ ব্যাংক। ডলার সংকট মোকাবিলায় কেন্দ্রীয় ব্যাংক এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে উল্লেখ করা হয় নতুন নির্দেশনায়।

সার্কুলারে বলা হয়েছে, ব্যাংক কোম্পানির অর্থায়নে প্রশিক্ষণ, সেমিনার, ওয়ার্কশপ, স্টাডি ট্যুরে অংশগ্রহণের জন্য ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিদেশ ভ্রমণ বন্ধ থাকবে।

তবে বাংলাদেশ ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ নির্দেশনায় বলা হয়েছে, নিজস্ব অর্থায়নে চিকিৎসা ও হজ পালনের জন্য বিদেশে ভ্রমণ করা যাবে। নিজ ব্যাংকের কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে নিজস্ব অর্থায়নে কর্মকর্তারা হজে যেতে পারবেন। এ ছাড়া বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সুপারিশ থাকা সাপেক্ষে জরুরি চিকিৎসা গ্রহণের জন্যও বিদেশ যেতে পারবেন।

এর আগে ২০২২ সালে ১৬ নম্বর সার্কুলার জারি করে ব্যাংকারদের 'ব্যক্তিগত' বিদেশ যাত্রাতে নিষেধাজ্ঞা জারি করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। এর কিছু দিন পর অবশ্য বিদেশ ভ্রমণের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা কিছুটা শিথিল করা হয়। দীর্ঘ দুই বছর পর আবারও বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা এলো। তবে সেই নিষেধাজ্ঞায় ব্যাংকের অনুমতি ছাড়া 'ব্যক্তিগত' খরচেও বিদেশে যাওয়া মানা করা হয়েছিল।

দেশে বায়ুদূষণে বছরে ৮০ হাজার মানুষের মৃত্যু

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : রাজধানী ঢাকার বায়ুদূষণ বেড়েই চলেছে। গত বছর অর্থাৎ ২০২৩ সালে ঢাকার বায়ুদূষণ ছিল বিগত আট বছরের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। এ বছরের শুরু থেকে সে দূষণ আরও ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। চলতি বছরের জানুয়ারিতে ঢাকার বাতাস ১২ দিনই ছিল দুর্যোগপূর্ণ। আর বাকি দিনগুলি ছিল খুবই অস্বাস্থ্যকর। ফেব্রুয়ারি মাসেও ঢাকার বাতাস ৮ দিন ছিল দুর্যোগপূর্ণ আর বাকি দিন খুবই অস্বাস্থকর ছিল। মার্চ থেকে মে মাস পর্যন্ত ঢাকাবাসী অস্বাস্থ্যকর বাতাসে নি:শ্বাস নিয়েছেন। শুধু ঢাকা নয় দেশের অন্যান্য শহরের বাতাসও বেশ দূষিত। সব মিলিয়ে বাংলাদেশে বায়ুদূষণে নানা রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রতি বছর ৮০ হাজার মানুষ মারা যাচ্ছে। এ কারণে বছরে জিডিপির ক্ষতি হচ্ছে শতকরা ৮ ভাগ। এই বায়ুদূষণে ৩০ শতাংশ দায়ী পাশের দেশ ভারত। শুধু তাই নয় দক্ষিণ এশিয়ার বাতাসে দিন দিন বাড়তে থাকা দূষণ উপাদানের ক্ষতিকর প্রভাব সরাসরি পড়ছে বাংলাদেশের জনগণের গড় আয়ুর ওপর। এই দেশের গড় আয়ু থেকে প্রায় ৭ বছর হারিয়ে যাচ্ছে বায়ু দূষণের কারণে। দেশের বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে প্রযুক্তির প্রয়োগ সংক্রান্ত এক কর্মশালায় সম্প্রতি এ তথ্য জানানো হয়।

কর্মশালার মূল প্রবন্ধে বলা হয়, ভারত থেকে উন্মুক্ত আকাশ বেয়ে আসা দূষিত বাতাস বাংলাদেশের বাতাসকে দূষিত করছে। এ ছাড়া স্থানীয় ইটভাটা, উন্মুক্ত স্থানে জ্বালানি, ময়লা আবর্জনা, ট্রাকে মাটি-বালি পরিবহন বায়ুকে দূষিত করছে। তাই বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে সম্মিলিতভাবে সব সংস্থা ও জনপ্রতিনিধির সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা জরুরি।

পরিবেশবিদরা বলেন, বাতাস এমন একটি মাধ্যম, যা ধনী-গরিব সবার স্বাস্থ্যের জন্য সমান গুরুত্বপূর্ণ। বায়ুদূষণের উপাদান সমূহ যেমন বস্তুকণা, সালফার ডাইঅক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইড কার্বন, মনোক্সাইডসহ বিভিন্ন দূষণের পরিমাপ করে সেসব দূষণ প্রতিরোধে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে হবে। উন্নয়নের নামে পরিবেশ, প্রতিবেশ, প্রকৃতি ও বায়ুমানের কোন ক্ষতি করা যাবে না।

দেশে বছরে সাড়ে ১৩ কোটি টন মাটি ইটভাটায় ব্যবহার হয়। এতে পরিবেশ ক্ষতির পাশাপাশি বর্জ্য পোড়ানোর কারণে ১৮ ভাগ এবং ইটভাটায় ১১ ভাগ ও মেয়াদোত্তীর্ণ যানবাহনের ব্যবহারেও বায়ুদূষণ হচ্ছে।

সিঙ্গাপুরের নানিয়াং টেকনোলজিক্যাল ইউনিভার্সিটির (এনটিইউ) সোমবার প্রকাশিত এক গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়, মানবসৃষ্ট নির্গমন ও দাবানলের মতো অন্যান্য উৎস থেকে ছড়িয়ে পড়া দূষণে বিশ্বজুড়ে ১৯৮০ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে প্রায় সাড়ে ১৩ কোটি মানুষের অকাল মৃত্যু ঘটেছে। এল নিনো এবং ভারত মহাসাগরের ডাইপোলের মতো আবহাওয়ার ঘটনাগুলো বাতাসে দূষণের ঘনত্বকে তীব্র করে তুলছে। এর ফলে দূষণকারী অন্যান্য উপাদানের ওপর এর ভয়াবহ প্রভাব পড়ছে।

গবেষকরা বলেছেন, বস্তুকণা পিএম-২.৫ এর ক্ষুদ্র কণাগুলো শ্বাসের সাথে মানবদেহে প্রবেশ করছে। এই বস্তুকণা রক্ত প্রবাহে প্রবেশ করার মতো যথেষ্ট ছোট হওয়ায় তা স্বাস্থ্যের জন্য ভয়াবহ বিপদ ডেকে আনছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, বস্তুকণা পিএম-২.৫ হলো বাতাসে থাকা সব ধরনের কঠিন এবং তরল কণার সমষ্টি, যার বেশিরভাগই বিপজ্জনক। মানব স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক বিভিন্ন ধরনের রোগ যেমন প্রাণঘাতী ক্যানসার ও হৃদযন্ত্রের সমস্যা তৈরি করে পিএম-২.৫। এছাড়া বায়ু দূষণকারী আরেক পদার্থ এনও ২ প্রধানত পুরোনো যানবাহন, বিদ্যুৎ কেন্দ্র, শিল্প স্থাপনা, আবাসিক এলাকায় রান্না, তাপদাহ এবং জ্বালানি পোড়ানোর কারণে তৈরি হয়।

ডব্লিউএইচও বায়ুমান নির্দেশক গাইডলাইন বলছে, পিএম২.৫ নামে পরিচিত ছোট এবং বিপজ্জনক বায়ুকণার গড় বার্ষিক ঘনত্ব প্রতি ঘনমিটারে ৫ মাইক্রোগ্রামের বেশি হওয়া উচিত নয়। তবে এরচেয়েও কম ঘনত্ব উল্লেখযোগ্য স্বাস্থ্য ঝুঁকির কারণ হতে পারে। কিন্তু বর্তমানে বিশ্বের অনেক শহরের বাতাসে এসব কণার মারাত্মক উপস্থিতি রয়েছে। এনভায়রনমেন্ট ইন্টারন্যাশনাল সাময়িকীতে প্রকাশিত সমীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়টি বলেছে, ১৯৮০ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত বিশ্বজুড়ে প্রায় ১৩ কোটি ৫০ লাখ মানুষের অকাল মৃত্যুর সঙ্গে ওই সূক্ষ্ম কণার সম্পর্ক রয়েছে।

গবেষণায় দেখা গেছে, হার্ট, ফুসফুসের সমস্যা, স্ট্রোক ও ক্যানসারসহ যেসব রোগের বা অবস্থার চিকিৎসা আছে কিংবা প্রতিরোধ করা যেতে পারে, সেসব রোগে আক্রান্তরা মানুষের গড় আয়ুর চেয়ে কম বয়সে মারা যাচ্ছেন। আবহাওয়ার এসব বৈরী ধরন ১৪ শতাংশ মৃত্যু বাড়িয়েছে বলে গবেষণায় উঠে এসেছে।

এনটিইউ বলেছে, দূষণ সংশ্লিষ্ট ঘটনায় ওই সময়ের মধ্যে বিশ্বে সবচেয়ে বেশিসংখ্যক মানুষের মৃত্যু ঘটেছে এশিয়ায়। ১৯৮০ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে এশিয়ায় এসব ঘটনায় ৯ কোটি ৮০ লাখেরও বেশি মানুষের অকাল মৃত্যুতে ভূমিকা রেখেছে পিএম-২.৫ দূষণ। যাদের বেশিরভাগই মারা গেছেন চীন এবং ভারতে। এছাড়া বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া এবং জাপানেও উল্লেখযোগ্যসংখ্যক মানুষের অকাল

ঘুমন্ত স্বামীর অণ্ডকোষ কাটলেন স্ত্রী

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : নাইক্ষ্যংছড়িতে পারিবারিক কলহের জেরে ঘুমন্ত স্বামীর অণ্ডকোষ কেটে রক্তাক্ত করেছে স্ত্রী। সোমবার ভোর সাড়ে ৪টার দিকে সদর ইউনিয়নে ৭নং ওয়ার্ডের কম্বনিয়া পাড়ায় এ ঘটনা ঘটেছে। জানা গেছে, ওই এলাকার আবুল ফজলের ছেলে জয়নাল আবেদীন (৩০) রাতে গভীর ঘুমেই আচ্ছন্ন, এ সুযোগে স্ত্রী রামু উপজেলার কচ্ছপিয়া ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডের দোছড়ি এলাকার আবুল কালামের কন্যা রেশমা আক্তার (২৩) স্বামীর অণ্ডকোষের নিচের অংশ ব্লেড দিয়ে কেটে রক্তাক্ত জখম করে। এদিকে জয়নাল আবেদীনের চিৎকারে পরিবারের লোকজন এগিয়ে এসে তাকে সকালে নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করায়। বর্তমানে জয়নাল আবেদীন চিকিৎসাধীন রয়েছেন। খবর পেয়ে ঘাতক স্ত্রী রেশমা আক্তারকে নাইক্ষ্যংছড়ি সদর ইউপি'র চেয়ারম্যান কার্যালয়ে গ্রাম পুলিশের হেফাজতে নিয়েছে। নাইক্ষ্যংছড়ি সদর ইউপি'র চেয়ারম্যান নুরুল আবছার ইমন বলেন, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পারিবারিক কলহে ঝগড়া চলছিল কয়েকদিন ধরে। এর জেরে ঘুমন্ত স্বামীর অণ্ডকোষ স্ত্রী ব্লেড দিয়ে কাটার চেষ্টা করেছে। তবে নিচের অংশ অনেকটা কেটে গেছে। আহতকে হাসপাতালে ভর্তি করেছে।

স্ত্রী আপাতত গ্রাম পুলিশের হেফাজতে আছে। নাইক্ষ্যংছড়ি থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মো. আবদুল মান্নান বলেছেন, ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে পুলিশ। এ ব্যাপারে এখনো কোনো অভিযোগ পায়নি। অভিযোগ পেলে তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

বেনজীরের অঢেল সম্পত্তিতে হতবাক হাইকোর্ট

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : একজন আইজিপি কীভাবে এত অঢেল সম্পদের মালিক হলেন তা নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করে প্রশ্ন রাখেন হাইকোর্ট। এ সময় হাইকোর্ট বলেন, আমাদের বিষয়টি হতবাক করেছে।

মঙ্গলবার যশোরে স্থানীয় সরকার বিভাগের কয়েকটি সেতু নির্মাণে অনিয়মের শুনানিকালে বিচারপতি কামরুল কাদের ও খিজির হায়াতের বেঞ্চ সাবেক আইজিপি বেনজীর আহমেদ প্রসঙ্গে এ মন্তব্য করেন। রিটকারী আইনজীবী শামসুল হক বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

শুনানিকালে আদালত বলেন, আপনাদের অনিয়মের বিষয়টি আমরা খতিয়ে দেখব। দেশ-বিদেশে আলোচিত-সমালোচিত হচ্ছে একজন সরকারি কর্মকর্তার অনিয়ম-দুর্নীতি। একজন আইজিপি কীভাবে এত অঢেল সম্পদের মালিক হলেন। এটি আমাদের বিস্মিত করেছে।

টানা তৃতীয়বার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন মোদি

পোস্ট ডেস্ক : টানা তৃতীয়বারের মতো ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন নরেন্দ্র মোদি। রোববার দেশটির স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৭টা ১৫ মিনিটে নয়াদিল্লির রাষ্ট্রপতি ভবনের আঙিনায় এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মন্ত্রিসভার ৭১ সদস্যও শপথ নিয়েছেন মোদির সঙ্গে। এর মধ্যে ৩০ জন ক্যাবিনেট মন্ত্রী, পাঁচজন স্বতন্ত্র দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং ৩৬ জন প্রতিমন্ত্রী। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু মোদিসহ অন্য মন্ত্রীদের শপথবাক্য পাঠ করান।

শপথ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, ভুটান, নেপাল, মৌরিতাস, মালদ্বীপ ও সিসিলিসের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রীর পাশাপাশি নতুন সরকারের একাধিক মন্ত্রীও শপথ নিচ্ছেন। এবার ৭২ সদস্যের মন্ত্রিসভা গঠন করতে যাচ্ছেন মোদি। এই প্রতিবেদন পর্যন্ত শপথ নেওয়া মন্ত্রীদের মধ্যে রয়েছেন অমিত শাহ, এস জয়শঙ্কর, মনোহরলাল খট্টর, নির্মলা সীতারামন, শিবরাজ সিংহ চৌহান, রাজনাথ সিং, নীতিন গড়করি, জেপি নাড্ডা, জেডিএস নেতা এইচডি কুমারস্বামী, পীযূষ গয়াল, ধর্মেন্দ্র প্রধান।

শপথ অনুষ্ঠানকে ঘিরে রাষ্ট্রপতি ভবন রাইসিনা হিলসে তিন স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। দিল্লি পুলিশের সোয়াত এবং এনএসজির কমান্ডোদের অনুষ্ঠানস্থল ও কৌশলগত অবস্থানের চারপাশে মোতায়েন করা হয়েছে।

পুলিশ রাজধানীকে একটি 'নো-ফ্লাই' জোন ঘোষণা করেছে। এছাড়া আগামী কয়েক দিন ড্রোন, প্যারা গাইডার, রিমোটচালিত উড়োজাহাজ এবং গ্যাসভর্তি বেলুন ওড়ানো নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

বিমান বিধ্বস্ত হয়ে মালাউইয়ের ভাইস প্রেসিডেন্টসহ ৯ জনের মৃত্যু

পোস্ট ডেস্ক : বিমান বিধ্বস্ত হয়ে দক্ষিণ-পূর্ব আফ্রিকার দেশ মালাউইয়ের ভাইস প্রেসিডেন্ট সাওলোস চিলিমার মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। তাকে নিয়ে উড়ে চলা একটি সামরিক বিমান প্রথমে নিখোঁজ হয়। বিমানটিতে আরও ৯ জন আরোহী ছিলেন। তারা সবাই নিহত হয়েছেন।

সোমবার গভীর রাতে দেয়া এক বক্তৃতায় দেশের প্রেসিডেন্ট লাজারাস চাকভেরা বলেন, ভাইস প্রেসিডেন্টকে বহনকারী বিমান নিখোঁজের অনুসন্ধান ও উদ্ধারকাজ অব্যাহত রয়েছে। বিমানটির সন্ধান পাওয়া গেলেই তা জানানো হবে। কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না। দেশটির সরকার এক বিবৃতিতে বিষয়টি নিশ্চিত করে জানিয়েছে - প্রেসিডেন্টের কার্যালয় ও মন্ত্রিসভা থেকে সাধারণ জনগণকে জানাতে চাই, সোমবার (১০ জুন) নিখোঁজ হওয়া মালাউই ডিফেন্স ফোর্সের বিমানটির উদ্ধার অভিযান শেষ হয়েছে। বিমানটিতে থাকা ভাইস প্রেসিডেন্ট সাওলোস ক্লাউস চিলিমাসহ ১০ জনকে চিকানগাওয়ায় পাওয়া গেছে। দুর্ভাগ্যবশত বিমানটিতে থাকা সবাই নিহত হয়েছেন।

বিমানটি রাডারের বাইরে চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মালাউইয়ের প্রতিরক্ষা বাহিনী, পুলিশ সার্ভিস, বেসামরিক বিমান চলাচল বিভাগসহ বিভিন্ন সংস্থা অনুসন্ধান ও উদ্ধার অভিযান শুরু করে।

মালাউইয়ের প্রেসিডেন্ট কার্যালয় থেকে জানা গিয়েছে, সোমবার ৫১ বছর বয়সী ভাইস প্রেসিডেন্টকে বহন করে নিয়ে যাওয়া উড়োজাহাজটি রাজধানী লিলংওয়ে ছেড়ে যায়। প্রায় ৪৫ মিনিট পরে প্রায় ৩৭০ কিলোমিটার উত্তরে মজুজু আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে সেটির অবতরণ করার কথা ছিল। গন্তব্যস্থলে পৌঁছনোর আগেই বিমানটি হঠাৎ রাডারের বাইরে চলে গেলে বিমান কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। পরে দেশটির সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান জেনারেল ভ্যালেন্টিনো ফিরি বিমানটি নিখোঁজ হওয়ার বিষয়ে প্রেসিডেন্ট লাজারাস চাকভেরাকে অবহিত করেন। তাৎক্ষণিকভাবে প্রেসিডেন্টের নির্দেশে বিমানটির উদ্ধার অভিযান শুরু করা হয়। চিলিমা ২০১৪ সাল থেকে ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তিনি এর আগে মোবাইল নেটওয়ার্ক এয়ারটেল মালাউইয়ের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, পাশাপাশি ইউনিলিভার, কোকাকোলা এবং কার্লসবার্গে কাজ করেছেন।

বড়সড় অর্থনৈতিক সমস্যার সম্মুখীন ভারত

পোস্ট ডেস্ক : লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের আগে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ব্যাপকভাবে একজন ক্যারিশম্যাটিক এবং জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব হিসাবে দেখা হয়েছিল, যিনি ব্যবসাযকি বিশ্বে নিজের গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। যদিও তিনি একটি চলমান সমস্যার সমাধান করতে ব্যর্থ হয়েছেন- দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে সাথে কিভাবে কর্মসংস্থান তৈরি করা যায়। নির্বাচনের পরে মোদি সেই একই ধাঁধার উত্তর খুঁজে চলেছেন। যদিও বর্তমানে প্রধানমন্ত্রীর গদিতে তার অবস্থান খুব একটা স্বস্তিদায়ক নয়। তিনি এমন একটি দলের প্রধান যেটিকে নির্বাচনে শায়েস্তা করা হয়েছে, ক্ষমতা বজায় রাখার জন্য তিনি জোট সরকার গঠন করতে বাধ্য হয়েছেন।

মোদির কর্তৃত্ব তার জোটের শরিকদের মধ্যে জটিলতার কারণে সীমাবদ্ধ হতে পারে। তিনি একচেটিয়া ক্ষমতা হাতে রেখেও ভারতের সবচেয়ে গভীর অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জের সমাধান করতে পারেননি। এখন তিনি একজন দুর্বল নেতা যাকে শরিকদের স্বার্থের ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে, জীবনযাত্রার মান উন্নত করার কোনো সুস্পষ্ট উপায় তার সামনে নেই। মোদি প্রশাসনের সাবেক প্রধান অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অরবিন্দ সুব্রামানিয়ান, যিনি এখন ওয়াশিংটনের

পিটারসন ইনস্টিটিউট ফর ইন্টারন্যাশনাল ইকোনমিক্সের সিনিয়র ফেলো, তিনি বলেছেন, 'গত চার, পাঁচ বছরে কর্মসংস্থানের গতি দুর্বল হয়েছে। এর মধ্যে আপনি কীভাবে আরও চাকরি তৈরি করবেন? এটি সত্যিই ভারতের কেন্দ্রীয় অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ, আমি মনে করি সরকারের সামনে সমাধানের বড় কোনো সুযোগ নেই।'

মোদির দলের প্রতি জনগণের হতাশা বাড়ছে। কয়েক মিলিয়ন মানুষের দেশ ভারতে বাড়ছে অর্থনৈতিক বিপদ, সেইসাথে সম্পদের বিস্ময়কর বৈপরীত্য আরো প্রকট হচ্ছে।

বড় বড় শহরগুলোতে, পাঁচতারা হোটেলগুলো তাদের নজরকাড়া স্পা নিয়ে গর্ব করে, অন্যদিকে বস্তিগুলোকে উপেক্ষা করা হয়। গ্রামীণ এলাকার মানুষ অপুষ্টির সাথে লড়াই করছে। শিশুদের স্কুলে পাঠানোর অর্থ জোগাড় করতে গিয়ে তাদের নাভিশ্বাস উঠছে। মুম্বাইয়ের একটি স্বাধীন গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর মনিটরিং ইন্ডিয়ান ইকোনমি অনুসারে, যদিও ভারতের কর্মজীবী জনসংখ্যার সংখ্যা প্রায় এক বিলিয়ন, এর মধ্যে ভারতে মাত্র ৪৩০ মিলিয়ন চাকরি রয়েছে। যাদের কর্মরত হিসাবে গণনা করা হয় তাদের বেশিরভাগই দিনমজুর এবং খামারের শ্রমিক, নির্ভরযোগ্য মজুরি এবং সরকারি কর্মক্ষেত্রের সুরক্ষার অভাব হিসাবে তাদের জীবন অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে আটকে আছে।

সৌদি সরকারের বিশেষ নির্দেশনা, না মানলে বাতিল হবে হজ ভিসা

পোস্ট ডেস্ক : ১৪ জুন শুরু হতে যাচ্ছে পবিত্র হজের মূল কার্যাবলি। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে আসা হজ যাত্রীদের জন্য জরুরি নির্দেশনা দিয়েছে সৌদি আরবের হজ ও ওমরাহ মন্ত্রণালয়।

রোববার চলতি বছরে হজযাত্রীদের হজ পারমিট বাতিল এড়াতে প্রয়োজনীয় টিকা নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে মন্ত্রণালয়। খবর আল আরাবিয়ার।

মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, হজে আসা যাত্রীদের অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে তারা যেকোনো ধরনের সংক্রমণ বিস্তার রোধে মেনিনোকোকাল ভ্যাকসিন নিয়েছেন।

মন্ত্রণালয় জানায়, কিছুসংখ্যক ব্যক্তি ভ্যাকসিন প্রত্যাখ্যান করেছে। যার ফলে তাদের হজ পারমিটগুলি দুঃখজনকভাবে বাতিল করা হয়েছে।

যারা এখনো ভ্যাকসিন নেননি তাদের দ্রুত সময়ের মধ্যে নেওয়ার জন্য আন্তরিকভাবে অনুরোধ করেছে সৌদি।

হজ ও ওমরাহ বিষয়কমন্ত্রী ড. তৌফিগ বিন ফাওজান আল-রাবিয়াহ জানিয়েছেন, হজ পালনের জন্য ইতোমধ্যেই বিশ্ব থেকে ১.২ মিলিয়নেরও বেশি হজযাত্রী সৌদি আরবের মক্কায় পৌঁছেছেন। চলতি বছরের হজ মৌসুম ১৪ জুন শুরু হবে ইনশাআল্লাহ।

মোদির সরকারে কোনো মুসলিম প্রতিনিধিত্ব নেই

পোস্ট ডেস্ক : ভারতের বিশাল জনসংখ্যা মুসলমানদের ন্যায্য অংশ নিয়ে গঠিত। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নবনির্বাচিত সরকারে মুসলমান কোনো প্রতিনিধির স্থান হয়নি। মোদি এনডিএ'র সংসদীয় দলের নেতা নির্বাচিত হয়ে বলেছিলেন তিনি কোনো ধর্মের ভেদাভেদ করবেন না। তবে রোববার সন্ধ্যায় যে মন্ত্রিসভা গঠিত হলো তাতে একজন মুসলিমেরও স্থান হয়নি। এ খবর দিয়েছে অনলাইন জিও নিউজ।

খবরে বলা হয়েছে, টানা তৃতীয় মেয়াদে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন মোদি। তার সরকারে ৩০ ফেডারেল মন্ত্রী এবং ৪১ জন প্রতিমন্ত্রী রয়েছে; তবে সেখানে একজনও মুসলিম প্রতিনিধি নেই। এবারই প্রথম কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার কোনো শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান মুসলিমবর্জিত হয়ে রইলো।

এবারের নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) নেতৃত্বাধীন জাতীয় গণতান্ত্রিক জোট (এনডিএ) থেকে কোনো মুসলমান নির্বাচিত না হওয়ার কারণেও এমনটি হতে পারে বলে মনে করেন বিশ্লেষকদের কেউ কেউ। ভারতের স্বাধীনতার পর থেকে, প্রতিটি মন্ত্রিপরিষদে অন্তত একজন মুসলিম প্রতিনিধি ছিলেন। তবে এবারই প্রথম কোনো মুসলিম ছাড়াই মন্ত্রিপরিষদ গঠন করলো ভারত। এ ছাড়া ভারতের ১৮তম লোকসভা নির্বাচনে আগের তুলনায় সংসদ সদস্যদের সংখ্যাও উদ্বেগজনক হারে হ্রাস পেয়েছে।

লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক

এবং সব ধরনের কৃশকায় উটের পিঠে করে, তারা দূর-দূরান্তের পথ অতিক্রম করে, যাতে তারা তাদের কল্যাণের স্থানগুলোতে উপস্থিত হতে পারে"। [সূরা আল হাজ্জ : আয়াত ২৭-২৮]

হযরত ইবরাহীম (আ:)-এর প্রতি আদেশ করা হয়েছিল এই যে, মানুষের মধ্যে ঘোষণা করে দাও যে, বায়তুল্লাহ্ হজ তোমাদের ওপর ফরজ করা হয়েছে। ইবনে আবি হাতিম হযরত ইবনে আব্বাস (রা:) থেকে বর্ণনা করেন যে, যখন হযরত ইবরাহীম (আ:)-কে হজ ফরজ হওয়ার কথা ঘোষণা করার আদেশ দেয়া হয়, তখন তিনি আল্লাহ তায়ালার কাছে আরজ করলেন : এখানে তো শুধু জনমানবহীন প্রান্তর। ঘোষণা শোনার মতো কেউ নেই; যেখানে জনবসতি আছে সেখানে আমার আওয়াজ কিভাবে পৌঁছবে? জবাবে আল্লাহ তায়ালা বললেন : তোমার দায়িত্ব শুধু ঘোষণা করা। বিশ্বের সর্বত্র পৌঁছানোর দায়িত্ব আমার। হযরত ইবরাহীম (আ:) মাকামে ইবরাহীমে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলে আল্লাহ পাক তা উচ্চ করে দেন। কোনো কোনো বর্ণনায় আছে, তিনি আবু কুবাইশ পাহাড়ে আরোহণ করে দুই কানে অঙ্গুলি রেখে, ডানে-বামে এবং পূর্ব-পশ্চিমে মুখ করে বললেন : হে লোক সকল! তোমাদের পালনকর্তা গৃহ নির্মাণ করেছেন এবং তোমাদের ওপর এই গৃহের হজ ফরজ করেছেন। তোমরা সবাই পালনকর্তার আদেশ পালন করো। এই বর্ণনায় আরো বলা হয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম (আ:)-এর এই আওয়াজ আল্লাহ তায়ালা বিশ্বের আনাচে-কানাচে পৌঁছে দেন এবং শুধু তখনকার জীবিত মানুষ পর্যন্তই নয়, বরং ভবিষ্যতে কেয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ আগমনকারী ছিল, তাদের প্রত্যেকের কান পর্যন্ত এ আওয়াজ পৌঁছে দেয়া হয়। যার যার ভাগ্যে আল্লাহ তায়ালা হজ লিখে দিয়েছেন, তাদের প্রত্যেকেই এই আওয়াজের জবাবে 'লাব্বাইকা আল্লাহুমা লাব্বাইক' বলেছে, অর্থাৎ হাজির হওয়ার কথা স্বীকার করেছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা:) বলেন, ইবরাহিমী আওয়াজের জবাবই হচ্ছে হজে 'লাব্বাইকা' বলার আসল ভিত্তি। [এর জন্য দেখুন তাফসীরে তাবারী : ১৪/১৪৪; মুস্তাদরাকে হাকিম : ২/৩৮৮]

আলোচ্য আয়াতে কারীমায় সেই প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করা হয়েছে, যা হযরত ইবরাহীম (আ:)-এর ঘোষণাকে সব মানবম-লী পর্যন্ত পৌঁছানোর কারণে কেয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্য কায়েম হয়ে গেছে। তা এই যে, বিশ্বের প্রতিটি প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকেও মানুষ বায়তুল্লাহর দিকে চলে আসবে; কেউ পদব্রজে, কেউ সওয়ার হয়ে। যারা সওয়ার হয়ে আসবে, তারাও দূর-দূরান্ত দেশ থেকে আগমন করবে। ফলে তাদের সওয়ারীর জন্তুগুলো কৃশকায় হয়ে যাবে। পরবর্তী নবীগণ এবং উম্মতগণও এই আদেশের অনুসারী ছিলেন। হযরত ঈসা (আ:) এর পর যে সুদীর্ঘ জাহেলিয়াতের যুগ অতিবাহিত হয়েছে, তাতেও আরবের বাসিন্দারা মূর্তিপূজায় লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও হজের বিধান তেমনিভাবে পালন করেছে, যেমন হযরত ইবরাহীম (আ:) থেকে বর্ণিত ছিল। যদিও পরবর্তীতে আরবরা বিভিন্ন পারিপার্শ্বিক অবস্থায় হজের সঠিক পদ্ধতি পরিবর্তন করে নিয়েছিল। নূর নবী মোহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা:) হিজরী দশম সালে বিদায় হজের প্রাক্কালে অতীতকালের যাবতীয় ভুল সংশোধন করে সঠিকভাবে হজ আদায়ের ব্যবস্থা জারি করেন, যা কেয়ামতকাল পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।

যারা আমাদের জন্য আলো ছড়াচ্ছেন

তার দাতব্য সংস্থা হিসেবে বেছে নিয়েছেন। ৫০ বছর বয়সে, কাউন্সিলর চৌধুরী ১৭ বছর বয়স থেকে হ্যারোতে বসবাস করছেন। তিনি পূর্বে ২০০৬ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত কাউন্সিলর হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন এবং ২০২২ সালে পুনরায় নির্বাচিত হন, বর্তমানে শতবর্ষী ওয়ার্ডের প্রতিনিধিত্ব করছেন। রাজনীতির বাইরেও তিনি স্থানীয় দুটি রেস্টুরেন্টের মালিক।

কাউন্সিলর রাহি আলী -স্ট্যাপলফোর্ড টাউন কাউন্সিল

স্ট্যাপলফোর্ড টাউন কাউন্সিলের বর্তমান মেয়র কাউন্সিলর রাহি আলী (স্ট্যাপলফোর্ড টাউন কাউন্সিল)।

কাউন্সিলর ইবশা চৌধুরী- ওয়ার্থিং বরো কাউন্সিল

কাউন্সিলর ইবশা চৌধুরী কাউন্সিলর জন রোজারের কাছ থেকে পদটি গ্রহণ করেন। সিএলআর চৌধুরী, যিনি ওয়ার্থিং বরো কাউন্সিলে ক্যাসেল ওয়ার্ডের প্রতিনিধিত্ব করেন, তিনি গত ১২ মাস ধরে ওয়ার্থিংয়ের ডেপুটি মেয়র ছিলেন। কাউন্সিলের বার্ষিক সভায় তিনি সর্বসম্মতিক্রমে ২০২৪/২৫ এর জন্য ওয়ার্থিংয়ের মেয়র হিসাবে ভোট পেয়েছিলেন।

মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান- ব্রাইটন অ্যান্ড হোভের মেয়র

ব্রাইটন অ্যান্ড হোভ প্রথম দক্ষিণ এশিয়ার মুসলিম মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন। কাউন্সিলররা সর্বসম্মতিক্রমে মোহাম্মদ আসাদুজ্জামানকে ভোট দেন, যিনি গত মে মাসে হলিংডিন এবং ফাইভওয়েজ ওয়ার্ডের ব্রাইটন অ্যান্ড হোভ সিটি কাউন্সিলে নির্বাচিত হয়েছিলেন।

মেয়র হলেন ব্রাইটন অ্যান্ড হোভের প্রথম নাগরিক এবং শহরের মধ্যে এবং বাইরে একটি গুরুত্বপূর্ণ আনুষ্ঠানিক ভূমিকা পালন করেন। যাইহোক, এই ভূমিকা কিছু মেয়র এবং লর্ড মেয়র যেমন লন্ডনের নির্বাচিত মেয়র থেকে ভিন্ন। ব্রাইটন অ্যান্ড হোভের মেয়র সরাসরি জনগণ দ্বারা নির্বাচিত হন না এবং তাই সরাসরি কোনো ক্ষমতা রাখেন না।

কাউন্সিলর শাহ হোসেন- বার্নলির মেয়র

কাউন্সিলর শাহ হুসেনকে বার্নলি ২০২৪/২৫ এর মেয়র নিযুক্ত করা হয়েছে। তিনি কাউন্সিলর আরিফ খানের কাছ থেকে দায়িত্ব নেন। হোসেন বাংলাদেশের একটি ছোট গ্রাম জালিয়াতে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৭৮ সালে তার পরিবারের সাথে বার্নলিতে চলে আসেন।

বার্নলি কলেজে যাওয়ার আগে তিনি স্টোনহোলমে প্রাথমিক এবং গাওথর্প উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছিলেন। তিনি উচ্চ শিক্ষার দিকে অগ্রসর হন এবং হাডার্সফিল্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা অর্জন করেন।

মেয়র ক্যারিয়ার সার্ভিস এবং ল্যাঙ্কাশায়ার কাউন্টি কাউন্সিলকে ২০ বছরেরও বেশি পরিষেবা দিয়েছেন এবং একটি ভাল শিক্ষা, কর্মসংস্থান এবং সম্প্রদায়ের কল্যাণের সুবিধার জন্য সর্বদা অটল উকিল ছিলেন।

বর্তমানে তিনি একটি এনএইচএস সম্প্রদায়ের মানসিক স্বাস্থ্য দলের মধ্যে কাজ করেন।

কাউন্সিলর হোসেন ২০০৭ সালে স্টোনহোলমে এবং ডেনহাউস ওয়ার্ডের কাউন্সিলর হিসাবে নির্বাচিত হন। কাউন্ট। বাংলাদেশী ঐতিহ্যের বার্নলির প্রথম মেয়র হতে পেরে হোসেন বিশেষভাবে গর্বিত।

মোহাম্মদ ইসলাম - এনফিল্ডের কাউন্সিল

মোহাম্মদ ইসলাম ২০২৪/২৫-এর জন্য এনফিল্ডের নতুন মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন - বরোর ইতিহাসে বাংলাদেশে জন্ম নেওয়া প্রথম।

সুনা হুরমানের কাছ থেকে মেয়রের দায়িত্ব নেন লেবার কাউন্সিলর সিএলআর ইসলাম। কাউন্সিলর মার্গারেট বছরের জন্য তার ডেপুটি হবে.

দ্যা পন্ডার্স এন্ড ওয়ার্ড কাউন্সিলর, যিনি ২০২২ সালে অফিসে নির্বাচিত হয়েছিলেন, তিনি তার পরিবার, তার সহকর্মী শ্রম কাউন্সিলর এবং কাউন্সিলর হুরম্যানকে তাদের সমর্থনের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে চোখের জল ধরে রেখেছিলেন।

তিনি বলেছিলেন: "আমাদের এই মহান এবং প্রাণবন্ত বরোর নির্বাচিত মেয়র হিসাবে এখানে দাঁড়াতে পেরে আমি গর্বিত এবং সম্মানিত। আমার সহকর্মী কাউন্সিলররা আমাকে একটি মহান সুযোগ এবং সম্মান প্রদান করেছেন এবং আমার উপর আপনার আস্থা রাখার জন্য আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।"

নতুন মেয়র হাইলাইট করেছেন যে কীভাবে তিনি একই চেম্বারে তার ব্রিটিশ নাগরিকত্ব পেয়েছিলেন।

রহিমা রহমান - নিউহ্যাম কাউন্সিল

নিউহ্যাম কাউন্সিলের এর সভাপতি ও প্রথম নাগরিক হিসেবে রহিমা রহমান।

২৩ মে ২০৪ -এ অনুষ্ঠিত কাউন্সিলের বার্ষিক সভায়, কাউন্সিলর রহিমা রহমানকে ২০২৪/২৫ মিউনিসিপ্যাল ইয়ারের জন্য লন্ডন বরো অফ নিউহ্যাম কাউন্সিলের পুনরায় চেয়ারম্যান নির্বাচিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ।

কাউন্সিলর রহিমা রহমান বাংলাদেশের মৌলভীবাজারে জন্মগ্রহণ করেন এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাথে ১৯৮৭ সালে ইংল্যান্ডে আসেন। তিনি লিটল ইলফোর্ড স্কুল এবং ইস্ট হ্যাম কলেজে যান। তিনি ১৯৯৩সালে বিজনেস এবং ফিন্যান্সে ডিগ্রি নিয়ে স্নাতক হন। ২০০৮ সালে, তিনি লন্ডনের বার্কবেক বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনীতিতে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেন।

কাউন্সিলর রহমান ৪ মে ২০০৬-এ কাউন্সিলে প্রথম নির্বাচিত হন এবং মে ২০১৮-এর স্থানীয় নির্বাচন পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করেন, মে ২০২২-এ বেকটন ওয়ার্ডের প্রতিনিধি হিসাবে কাউন্সিলে ফিরে আসেন।

তার রাজনৈতিক ব্যস্ততার পাশাপাশি, কাউন্সিলর রহমান বিগত ১২ বছরে বিভিন্ন প্রেক্ষাপটের ৩৪ জন সন্তানের ফস্টার পিতামাতা হিসাবে কাজ করেছেন।

২০২৩ সালে, কাউন্সিলর রহমান বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত প্রথম ব্যক্তি যিনি নিউহ্যাম কাউন্সিলের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।

সিরাজুল ইসলাম - নরউইচের নতুন শেরিফ :

মিঃ সিরাজুল ইসলাম, নরউইচের নতুন শেরিফ নির্বাচিত হয়েছেন। চলতি বছরের মে মাসে তিনি এই দায়িত্ব পান। প্রায় ৩০ বছর আগে বাংলাদেশ থেকে নরউইচে চলে আসেন এবং শহরের মুসলিম সম্প্রদায়ের সাথে "প্রচুরভাবে জড়িত"।

প্রাক্তন লর্ড মেয়র জেমস রাইট বলেছেন: "সিরাজুল খোলামেলা এবং স্বাগত জানাতে প্রস্তুত সব সময় এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সংহতি উন্নত করার জন্য তার বিশ্বাস ব্যবহার করেন। তিনি তার মুখে হাসি নিয়ে এই সব করেন।

"শহর এবং এর নাগরিকদের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য তার সমস্ত প্রয়োজনীয় গুণাবলী রয়েছে।"

মিঃ ইসলাম এবং মিসেস থমাস তাদের নির্বাচিত নাগরিক দাতব্য বেঞ্জামিন ফাউন্ডেশনের জন্য সারা বছর অর্থ সংগ্রহ করবেন।

দাতব্য সংস্থাটি স্কুলে যুবকদের গৃহহীনতা এবং উত্পীড়ন মোকাবেলায় কাজ করে এবং সঙ্কটে পরিবারগুলিকে সহায়তা করে।

নতুন শেরিফ হলেন সিরাজুল ইসলাম, যিনি নরউইচ সেন্ট্রাল মসজিদ এবং ইসলামিক সেন্টারের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেন এবং "তাঁর সম্প্রদায়ের উজ্জ্বল আলো" হিসাবে স্বীকৃত ছিলেন।

কাউন্সিলর মঈন কাদরী - বার্কিং এবং ডাগেনহামের মেয়র

কাউন্সিলর মইন কাদরি ১৭ মে শুক্রবার বার্ষিক আনুষ্ঠানিক অনুষ্ঠান চলাকালীন বার্কিং এবং ডাগেনহামের নতুন মেয়র হিসাবে কাউন্সিলর ডোনা লুমসডেনের কাছ থেকে দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

এহতেশাম হক - **সান্ডারল্যান্ডের ডেপুটি মেয়র**

সম্প্রতি কাউন্সিলের এজিএমে সান্ডারল্যান্ডের ডেপুটি মেয়র নির্বাচিত হওয়ায় এহতেশাম হককে অভিনন্দন জানানো হয়। এহতেশাম হলেন প্রথম ব্রিটিশ বাংলাদেশি, মুসলিম এবং এথনিক সংখ্যালগু ব্যক্তি যিনি ডেপুটি মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন। এহতেশাম দ্বিতীয় ব্রিটিশ বাংলাদেশি এবং সম্ভবত সর্বকনিষ্ঠ ব্যক্তি যিনি উত্তরে এই আনুষ্ঠানিক পদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন। অভিনন্দন এবং শুভকামনা।

ব্যারিস্টার খালেদ- লন্ডনের টাওয়ার হ্যামলেটসের নতুন স্পিকার

যুক্তরাজ্যের পূর্ব লন্ডনের টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের নতুন স্পিকার নির্বাচিত হয়েছেন কাউন্সিলর ব্যারিস্টার সাইফ উদ্দিন খালেদ। বুধবার (১৫ মে) সন্ধ্যায় লন্ডনের হোয়াটচ্যাপেলে টাউন হল চেম্বারে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ কাউন্সিলরদের ভোটে ২০২৪-২৫ পৌর বর্ষের জন্য কাউন্সিলের স্পিকার নিযুক্ত হন খালেদ।

তিনি কাউন্সিলর জাহেদ বখত চৌধুরীর স্থলাভিসিক্ত হলেন। এর আগে তিনি ডেপুটি স্পিকার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।স্পিকার নিযুক্ত হওয়ার পর একান্ত অনুভূতি ব্যক্ত করতে গিয়ে ব্যারিস্টার খালেদ তাকে নির্বাচিত করায় কাউন্সিলরদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, টাওয়ার হ্যামলেটসের মতো একটি ঐতিহ্যবাহী বারের স্পিকার নির্বাচিত হতে পেরে আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছি। আমি আমার মেধা ও যোগ্যতা দিয়ে কাউন্সিলরের সিভিক দায়িত্ব যথাযথ সম্মানের সাথে পালনে সচেষ্ট থাকবো। বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের ছেলে-মেয়েদের বৃটেনের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত হতে উৎসাহিত করতে কাজ করবো।

ব্যারিস্টার সাইফ উদ্দিন খালেদ টাওয়ার হ্যামলেটসের ফিল্ডগেইট স্ট্রিটে অবস্থিত আইনি প্রতিষ্ঠান 'কেপিপি ব্যারিস্টার চেম্বার্স-এর প্রতিষ্ঠাতা ও সিইও। আইনপেশার পাশাপাশি তিনি একজন দক্ষ সংগঠক ও রাজনীতিক।

২০২২ সালের মে মাসে টাওয়ার হ্যামলেটসের ব্রমলী নর্থ ওয়ার্ড থেকে প্রথমবারের মতো কাউন্সিলার নির্বাচিত হন তিনি। ২০২৩ সালে কাউন্সিলের ডেপুটি স্পিকার পদে নিযুক্ত হন। এরই ধারাবাহিকতায় এবার তিনি কাউন্সিলের স্পিকার নির্বাচিত হলেন। ব্যারিস্টার সাইফ উদ্দিন খালেদের দেশের বাড়ি সিলেটের জকিগঞ্জ উপজেলায়। বারোঠাকুরী ইউনিয়নের আমলশীদ গ্রামের বাসিন্দা অবসরপ্রাপ্ত স্কুল শিক্ষক রফিকুল ইসলাম মাস্টার ও রাবিয়া খানম তাপাদারের সন্তান তিনি।

বাংলাদেশের সিলেট থেকে লেখাপড়ার পর ইউনিভার্সিটি অব লন্ডন থেকে এলএলবি, ইউনিভার্সিটি অব হাডার্সফিল্ড থেকে এলএলএম এবং ইউনিভার্সিটি অব ওয়েস্টমিনস্টার থেকে এলপিসি সম্পন্ন করে তিনি সলিসিটর হিসেবে যোগ্যতা লাভ করেন।

স্পীকার বরোর জন্য একজন রাষ্ট্রদূত হিসাবে কাজ করেন, কাউন্সিলের প্রোফাইল উত্থাপন এবং বিভিন্ন সেক্টরের সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলা সহ দায়িত্ব পালন করেন। টাওয়ার হ্যামলেটস এর নাগরিক ইতিহাসকে সম্মান করার সাথে সাথে কাউন্সিল একটি দূরদর্শী এবং আধুনিক পদ্ধতিতে কাজ করে তা নিশ্চিত করতে স্পিকার অন্যান্য কাউন্সিলরদের সাথেও সহযোগিতা করেন।

কেম্পস্টন টাউন কাউন্সিলে আলী আকবর ডেপুটি মেয়র

গত ১৫ ই মে অনুষ্ঠিত কেম্পস্টন টাউন ক্যাকাম্সিলের নির্বাচনে বাংলাদেশী অরিজিন কাউন্সিলর আলী আকবর ডেপুটি মেয়র নিযুক্ত হয়েছেন। তিনি ই প্রথম বাংলাদেশী অরিজিন রাজনীতিবিদ এই টাউন কাউন্সিলে ডেপুটি মেয়রের দায়িত্ব পেয়েছেন বলে জানা গেছে।

কাউন্সিলর শিবলি আলম টেমসাইড বারার ডেপুটি মেয়র

টেমসাইড মেট্রোপলিটন বারার ডেপুটি মেয়র নিযুক্ত হয়েছেন বাংলাদেশী অরিজিন কাউন্সিলর মিস শিবলী আলম। তিনি বিভিন্ন সমাজ সেবা মূলক কার্যক্রমের সাথে জড়িত। বিভিন্ন সংগঠনের মধ্যে রয়েছে হাইড ওয়ার্ড মেমোরিয়াল ট্রাস্ট ট্রাস্টি, মিলেনিয়াম গ্রিন ট্রাস্টি

কো-অপারেটিভ সদস্য, জি ক্রস মহিলা ইনস্টিটিউটের সদস্য

ইউনাইটেড সদস্য , লেবার পার্টির সদস্য, জি ক্রস মহিলা ইনস্টিটিউটের সদস্য , সমবায় , মনোরঞ্জন ট্রাস্টি ইত্যাদি।

সুলুক আহমদ টাওয়ার হ্যামলেটসের ডেপুটি স্পিকার

বাংলাদেশী অধ্যুষিত টাওয়ার হ্যামলেটস্ কাউন্সিলের ডেপুটি স্পিকার নির্বাচিত হয়েছেন কাউন্সিলর সুলুক আহমেদ। তিনিও বাংলাদেশী অরিজিন রাজনীতিবিদ।

এমপি আনার হত্যার ছবি প্রকাশ

দিয়ে আনারকে হত্যা করা হয়। এরপর ওই ফ্ল্যাটের বাথরুমে তার মরদেহ টুকরো টুকরো ফ্ল্যাশ করা হয়। অজ্ঞান করার রাসায়নিক ক্লোরোফর্ম দিয়ে এমপি আনারকে অচেতন করে বালিশ চাপা দিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়।

হত্যা করেই থামেনি খুনিরা। মৃত আনারকে চেয়ারে বসিয়ে তার হাত ও পা শক্ত করে বেঁধে রাখা হয়। কপাল ও দাঁত বরাবরও কাপড় দিয়ে বেঁধে রাখে হত্যাকারীরা। সেই ছবিই পেয়েছে গণমাধ্যম।

জিহাদের স্বীকারোক্তিতে আরও জানা যায়, ফ্ল্যাটটিতে বসার ঘরে আনারকে স্বাগত জানান শিলাস্তি। পরে আসে জিহাদ। তখন শিলাস্তিকে নিচের ফ্লাটে যেতে বলা হয়।

ভিডিওতে দেখা যায়, ট্রিপ্লেক্স ফ্ল্যাটটির বসার ঘর থেকে পুলিশ জিহাদকে নিয়ে নিচে নামার পর সে দেখায় কোথায় বালিশ চাপা দিয়ে আনারকে হত্যা করা হয়।

গত ১২ মে চিকিৎসার জন্য কলকাতায় যান আওয়ামী লীগ দলীয় সংসদ সদস্য আনোয়ারুল আজিম আনার। পরে তার খোঁজ পাওয়া না গেলে ১৮ মে ভারতে একটি নিখোঁজ ডায়েরি করেন এমপি আনারের পরিচিত ও ভারতের বরানগরের বাসিন্দা গোপাল বিশ্বাস। এরপর এমপি আনারের খোঁজে তল্লাশি শুরু করে কলকাতা পুলিশ। কলকাতার একটি ফ্ল্যাটে এমপি আনারকে হত্যা করা হয়েছে বলে গত ২২ মে জানায় ভারতীয় পুলিশ। তারপর থেকে বেরিয়ে আসছে নানা তথ্য।

বাংলাদেশের ওপর থেকে ভিসা নিষেধাজ্ঞা তুলে নিলো ওমান

এ তথ্য জানিয়েছে। এতে বলা হয়, গত বছর অক্টোবরে আরোপিত বাংলাদেশি নাগরিকদের ভিসা নিষেধাজ্ঞা থেকে নির্দিষ্ট কিছু শ্রেণিকে অব্যাহতি প্রদান করছে ওমান সরকার।

যেসব ক্যাটাগরিতে নিষেধাজ্ঞা অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে : ফ্যামিলি ভিসা, জিসিসি বা উপসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোতে বসবাসরত বাংলাদেশি নাগরিকদের ভিজিট ভিসা, ডাক্তার, প্রকৌশলী, নার্স, শিক্ষক, হিসাবরক্ষক, বিনিয়োগকারী, সব ধরনের অফিসিয়াল ভিসা এবং উচ্চ-আয়ের আর্থিক ক্ষমতাসম্পন্ন পর্যটক।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এসব শ্রেণিভুক্ত আবেদনকারীদের কাছ থেকে ভিসা আবেদন গ্রহণ করবে ও ভিসা ইস্যুর ব্যাপারে রয়্যাল ওমান পুলিশের সঙ্গে সমন্বয় করবে। আবেদনকৃত ভিসার পক্ষে আবেদনকারী তার যাবতীয় কাগজপত্র যথাযথ সত্যায়নপূর্বক যাচাই-বাছাইয়ের জন্য দূতাবাসে জমা দেবেন। ভিসা আবেদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে প্রত্যেক আবেদনকারীর সরবরাহকৃত তথ্য যাচাই-বাছাইয়ের উপর নির্ভর করে এক থেকে চার সপ্তাহ সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া, ভিসা নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার সংক্রান্ত বিষয়ে দূতাবাস বলেছে, বাংলাদেশ সরকার ও ওমানি কর্তৃপক্ষ আন্তরিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে এবং নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার প্রক্রিয়ার বিষয়টি ত্বরান্বিত করতে উভয় দেশের কর্তৃপক্ষ অনেক দূর এগিয়ে গেছে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়, ভিসা নিষেধাজ্ঞার বিষয়টি নিছক একটি অরাজনৈতিক সিদ্ধান্ত যা কৌশলগত কারণে ওমানে বিদেশি শ্রম বাজার সমীক্ষা ও পর্যালোচনার চলমান প্রক্রিয়ার অংশ। বাংলাদেশ ও ওমান উভয় দেশের বিদ্যমান দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক অত্যন্ত চমৎকার। আর এ দুই দেশের বিচক্ষণ ও সুযোগ্য নেতৃত্বের হাত ধরে এ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্র দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে ও বহুমাত্রিক ধারায় সম্প্রসারিত হচ্ছে।

লন্ডনে স্মার্ট এনআইডি কার্ড পাচ্ছেন

নিবন্ধন করছেন। প্রয়োজনীয় সব প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার পর স্বল্পতম সময়ের মধ্যে স্মার্ট এনআইডি কার্ড বিতরণের কার্যক্রমও আজ থেকে এখানে শুরু হলো।

রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে কিছু জটিলতা ও দীর্ঘসূত্রিতার প্রতি অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রবাসীরা নির্বাচন কমিশনারের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি বলেন, রেজিস্ট্রেশনের প্রক্রিয়া কীভাবে আরও সহজ করা যায়, সেই ব্যাপারে নির্বাচন কমিশন আন্তরিক। এ বিষয়ে হাইকমিশনের মাধ্যমে লিখিত প্রস্তাব পাওয়া গেলে তা বিবেচনা করার জন্য সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ে উপস্থাপন করা হবে।

হাইকমিশনার সাইদা মুনা তাসনিম বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ডিজিটাল বাংলাদেশের ভিশন অনুসারে গত বছর ৩০ ডিসেম্বর জাতীয় প্রবাসী দিবসে লন্ডন হাইকমিশন ভোটার রেজিস্ট্রেশন ও স্মার্ট এনআইডি কার্ড প্রদানের কার্যক্রম শুরু হয়। এর আগে ২০২৩ সালের নভেম্বর মাসে পরীক্ষামূলকভাবে লন্ডন ও ম্যানচেস্টার মিশনে ভোটার রেজিস্ট্রেশন ও স্মার্ট এনআইডি কার্ডের নিবন্ধন শুরু হয়। এ পর্যন্ত যুক্তরাজ্য থেকে ৪২৬৪টি আবেদন জমা হয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ২৬০০ আবেদনকারী হাইকমিশনে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে বায়োমেট্রিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেছেন। ইতোমধ্যে এদের ৫২৮ জনের স্মার্ট এনআইডি কার্ড বিতরণের জন্য লন্ডন মিশনে পৌঁছেছে। খুব শীঘ্রই তাদের কাছে কার্ড গ্রহণের বার্তা প্রেরণ করা হবে।

যেসব আবেদনকারী এখনো বায়োমেট্রিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেননি তাদের অনলাইনে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে হাইকমিশনে এসে আঙুলের ছাপ, আইরিস ও ছবি দেওয়ার জন্য হাইকমিশনার পরামর্শ দেন।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক সুলতান মাহমুদ শরীফ, বিশিষ্ট বীর মুক্তিযোদ্ধা লোকমান হোসেন, লন্ডন বা'রা অব ক্যামডেনের মেয়র সমতা খাতুন এবং লন্ডন বারা অব বারকিং ও ডেগেনহ্যামের মেয়র মঈন কাদরী।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্রিটিশ-বাংলাদেশি সাংবাদিক সৈয়দ নাহাস পাশা, ব্রিটিশ-বাংলাদেশি কমিউনিটির জামাল হোসেন খান ও জাহাঙ্গির খানসহ কয়েকজন নির্বাচন কমিশনারের হাত থেকে তাদের স্মার্ট কার্ড গ্রহণ করেন।

তারা যুক্তরাজ্যে ভোটার রেজিস্ট্রেশন ও স্মার্ট এনআইডি কার্ড প্রদান শুরু করায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এজন্য তারা হাইকমিশনার সাইদা মুনা তাসনিম ও লন্ডন দূতাবাসের সংশ্লিষ্ট সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান।

ভোটার রেজিস্ট্রেশন ও স্মার্ট এনআইডি কার্ড সম্পর্কিত সব তথ্য ও নির্দেশনা পেতে লন্ডন হাই কমিশনের এই লিঙ্কে ক্লিক করুন। অনুষ্ঠানে বীর মুক্তিযোদ্ধা, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, ব্রিটিশ-বাংলাদেশি সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট ব্যক্তি ও মিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকায় বড় ধরণের ভূমিকম্পের শঙ্কা

অংশ'-এর প্রকল্প পরিচালক এবং রাজউকের প্রধান প্রকৌশলী (প্রকল্প ও ডিজাইন) আবদুল লতিফ হেলালী বলেন, "আমরা আরবান রেজিলিয়েন্স প্রকল্প দিয়ে ঢাকায় কাজ শুরু করেছি। প্রকল্পটি জুনে শেষ হয়ে যাচ্ছে। প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের সুফল পেতে দ্বিতীয় পর্যায় হওয়া দরকার।

এই প্রকল্পকে আমরা 'আরবান সেফটি ও রেজিলিয়েন্স ইনস্টিটিউট' নামে একটি ইনস্টিটিউট বানাতে চাচ্ছি এখানে আধুনিক গবেষণাগার থাকবে। আমরা চাচ্ছি, স্বাধীন ও স্বনির্ভর ইনস্টিটিউট। এর মাধ্যমে আমরা সারা দেশে কাজ করব।"

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরকৌশল বিভাগের অধ্যাপক মেহেদী আহমেদ আনসারি বলেন, প্রকল্পটি আরো সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে একটি ইনস্টিটিউশনে রূপান্তর করতে হবে। কিন্তু এটি স্বাধীন ও আর্থিকভাবে স্বনির্ভর না হলে এর যে প্রশিক্ষিত জনবল, যন্ত্রপাতি, উপাদানড়সব হারিয়ে যাবে। এটি মন্ত্রণালয় বা রাজউকের অধীনে থাকলে হবে না।

মানা হচ্ছে না ঝুঁকিপূর্ণ ভবন ভাঙা ও মজবুত করার নির্দেশ

আরবান রেজিলিয়েন্স প্রকল্পের আওতায় রাজউক ২২৯টি সরকারি ও আধাসরকারি ঝুঁকিপূর্ণ ভবন চিহ্নিত করেছে। এর মধ্যে ৪২টি ভবন ভেঙে ফেলতে হবে। ১৮৭টি ভবন মজবুতীকরণ করতে হবে।

জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক আবদুল লতিফ হেলালী বলেন, 'আমরা ৪২টি ভবন ভাঙার বিষয়টি সবাইকে জানিয়ে দিয়েছি। কিন্তু তারা ভাঙার উদ্যোগ নিচ্ছে না। এখানে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও হাসপাতালের মতো প্রতিষ্ঠানও আছে।'

যন্ত্রপাতি কেনার কাজে ধীরগতি

সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর ভূমিকম্প ও অন্যান্য দুর্যোগকালে অনুসন্ধান, উদ্ধার অভিযান পরিচালনা এবং জরুরি যোগাযোগের জন্য যন্ত্রপাতি সংগ্রহ প্রকল্প (তৃতীয় পর্যায়) নামের একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। সম্পূর্ণ সরকারি অর্থায়নে প্রায় দুই হাজার ২৭৬ কোটি টাকার প্রকল্পটি ২০২০ সালের নভেম্বরে শুরু হয়। চলতি বছরের অক্টোবরে এর মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা। কিন্তু চলতি বছরের জানুয়ারি পর্যন্ত এর আর্থিক ও বাস্তব অগ্রগতি ছিল ১.১৭ শতাংশ।

এ বিষয়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের প্রকল্প পরিচালক কাজী শফিকুল আলম জানান, ডলার সংকট ও অন্যান্য কারণে এত দিন প্রকল্পটি কাঙ্ক্ষিত গতিতে এগোয়নি। তবে গত চার মাসে প্রকল্পটি গতি পেয়েছে। বর্তমানে এর অগ্রগতি ১২ থেকে ১৫ শতাংশে গিয়ে পৌঁছেছে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. মিজানুর রহমান বলেন, এটি ধীরগতির প্রকল্পগুলোর মধ্যে একটি ছিল। তবে (এখন) অগ্রগতি হচ্ছে। অনেক মালপত্র কেনা হচ্ছে।

অধিদপ্তর জানিয়েছে, বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে অনুসন্ধান ও উদ্ধারকার্য পরিচালনার ও সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য এর আগে প্রকল্পের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ে কিছু যন্ত্রপাতি (এক্সকাভেটর, মোটরযান, ক্রেন, ফোর্ক লিফটার, জেনারেটর ইত্যাদি) সংগ্রহ করা হয়েছে। এসব যন্ত্রপাতি সিটি করপোরেশন, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এবং সশস্ত্র বাহিনীর কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

ভূমিকম্প সহনশীলতা তৈরি জরুরি

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাউবি) উপাচার্য ও ভূমিকম্পবিষয়ক গবেষক অধ্যাপক সৈয়দ হুমায়ুন আখতার বলেন, 'সরকার তার পরিকল্পনা বা বাজেটে ভূমিকম্প-পরবর্তী উদ্ধারকাজে গুরুত্ব দিচ্ছে। ভূমিকম্পে ঢাকা কিন্তু শুধু প্রাণহানি বা হতাহতের দিক থেকেই নয়, অন্যভাবেও সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আমাদের শিক্ষিত ও দক্ষ লোকদের বড় অংশ ঢাকা শহরে বসবাস করে। আমরা যদি আগেই প্রস্তুতি না নিই, বড় ভূমিকম্প হলে শিক্ষিত ও দক্ষ লোকদের আমরা হারাব। পরবর্তীকালে বাংলাদেশ ঘুরে দাঁড়াতে হিমশিম খাবে।'

সৈয়দ হুমায়ুন আখতার বলেন, 'ভূমিকম্পের পর উদ্ধারকারী দলকে ঠিক কোথায় পাঠাতে হবে, স্মার্টফোনের অ্যাপের মাধ্যমে আমরা তার একটা ম্যাপ তৈরি করতে পারি। ভূমিকম্পের পর মানুষ অ্যাপে সাড়া দেবে বা জানাবে তার ওখানে তীব্রতা কতটুকু। ক্ষতি ও ঝাঁকুনির পরিমাণ জানতে পারলে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সঙ্গে জড়িত কর্মকর্তারা তাৎক্ষণিকভাবে সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন কোন এলাকায় তাঁদের উদ্ধারকর্মী ও মেডিক্যাল টিম পাঠাবেন। এই মহানগরী যেহেতু রাতারাতি বদলানো যাবে না, তাই আমাদের ভূমিকম্পের প্রাথমিক জ্ঞান, সচেতনতা ও করণীয় নিয়ে নিয়মিত মহড়া ও অনুশীলন দরকার।'

এ বিষয়ে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরকৌশল বিভাগের অধ্যাপক মেহেদী আহমেদ আনসারি বলেন, 'সাধারণ মানুষকে প্রশিক্ষণ, সচেতন করা ও মহড়া দেওয়া অবশ্যই জরুরি। কিন্তু ভবনই যদি নিরাপদ ও মজবুত না হয়, তাহলে আমরা যে বলি ভূমিকম্পের সময় ভবনের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়ানো কিংবা ভবনের তুলনামূলক নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নেওয়াড়এ বিষয়গুলো টিকবে না। ভবন মজবুত করে এ কথাগুলো বললে তাহলে ঠিক আছে। আমি মনে করি, এখন সবার আগে ঝুঁকিপূর্ণ ভবন চিহ্নিত করা উচিত। এরপর মজবুতীকরণের দিকে যেতে হবে।'

লেবার পার্টির মনোনয়ন পেলেন ৫

(পপলার -লাইম হাউস), রুফিয়া আশরাফ (সাউথ নর্থহামট শায়ার)।

মাঠ দখলের নানা পরিকল্পনায় বিএনপি

উপস্থিতির হার কম হওয়াকে সফলতা হিসাবে দেখছে বিএনপি। দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মতো উপজেলা নির্বাচনেও জনগণ ভোট বর্জন করেছে বলে দাবি দলটির। নেতাদের পর্যবেক্ষণ, বিএনপির ডাকে সাড়া দিয়ে ভোটকেন্দ্রে না যাওয়া চলমান আন্দোলনের পক্ষে দেশের মানুষের বড় সমর্থন। তবে এ নির্বাচন কেন্দ্র করে দুই শতাধিক নেতাকে বহিষ্কারে তৃণমূলে কমেছে সাংগঠনিক শক্তি। যা কাটিয়ে উঠতে কোরবানি ঈদের পর কেন্দ্রীয় নেতাদের সারা দেশ সফরসহ নানা পদক্ষেপের কথা ভাবছে হাইকমান্ড। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে এসব তথ্য।

সূত্রমতে, উপজেলা নির্বাচন কেন্দ্র করে কেন্দ্রীয় দপ্তর থেকে পাঠানো বহিষ্কারের তালিকার বাইরেও দেশের বিভিন্ন স্থানে তৃণমূল পর্যায়ের দ্বন্দ্ব পুঁজি করে আরও বেশ কিছু নেতাকে বহিষ্কার করা হয়। সে হিসাব কেন্দ্রীয় দপ্তরে নেই। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, পদে থেকে ভোট দেওয়া, ক্ষমতাসীন দলের প্রার্থীর সভা বা মিছিলে অংশ নেওয়া, পরোক্ষভাবে ভোটে সহযোগিতা করা-এসব অভিযোগে আরও অন্তত অর্ধশতাধিক নেতাকে বহিষ্কার করা হয়েছে। এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিভিন্ন জেলার ইউনিয়ন ও উপজেলা বিএনপি।

আগেই উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে দলীয়ভাবে অংশ না নেওয়ার আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা দেয় বিএনপি। যুগপৎ আন্দোলনে বিএনপির সমমনা রাজনৈতিক দলসহ নিবন্ধিত-অনিবন্ধিত ৬৩টি রাজনৈতিক দলও এ নির্বাচন বর্জন করে। গত ৮ মে প্রথম ধাপে ১৩৯টি উপজেলায় ভোট গ্রহণের মাধ্যমে ষষ্ঠ উপজেলা পরিষদের নির্বাচন শুরু হয়। দলীয় সিদ্ধান্ত অমান্য করে ভোটে অংশ নেওয়ায় প্রথম দফায় ৮০ জন, দ্বিতীয় দফায় ৬৯ জন, তৃতীয় দফায় ৫৫ জন ও চতুর্থ দফায় ১৩ নেতাকে বহিষ্কার করে বিএনপি। বহিষ্কৃতদের মধ্যে ২৮ জন উপজেলা চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত হয়েছেন। যেসব নেতা এবারের উপজেলা নির্বাচনে জয়ী হতে পারেনি, তারা দুকূলই হারিয়েছেন। বহিষ্কৃতদের অনেকেই এখন দলে ফিরতে চান। তবে এ বিষয়ে দলটির হাইকমান্ড এখনো কোনো সিদ্ধান্ত নেয়নি।

জানতে চাইলে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ্বর চন্দ্র রায় বলেন, 'দেশের মানুষ গণতন্ত্র ও ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বিএনপির নেতৃত্বে এখন ঐক্যবদ্ধ। দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের আহ্বানে দেশের ৯৩ শতাংশ মানুষ গত সাত জানুয়ারির জাতীয় নির্বাচন বর্জন করে ভোটকেন্দ্রে যায়নি। একইভাবে উপজেলা নির্বাচনও দেশের মানুষ বর্জন করেছে।'

এদিকে দলের কিছু কর্মকাণ্ডে ক্ষোভ প্রকাশ করে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিএনপির একাধিক কেন্দ্রীয় নেতা জানান, জাতীয় নির্বাচন ও উপজেলা পরিষদ নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্তকে জনগণ সঠিক মনে করেছে। যে কারণে তারা ভোটকেন্দ্রে ভোট দিতে যাননি। ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের আহ্বানে জাতীয় নির্বাচনে ৯৩ শতাংশ (বিএনপির দাবি) মানুষ ভোট দিতে যায়নি। এটিকে বিএনপি বড় সফলতা হিসাবে দেখছে। কিন্তু এই সফলতার পেছনে যার কৃতিত্ব, যার আহ্বানে মানুষ ভোট বর্জন করল, দলের সেই ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানকে সেভাবে ফোকাস করা যায়নি। সফলতার কৃতিত্ব তাকে সেভাবে দেয়নি দল। সেটা না করে বরং বিএনপির একটি গ্রুপ উপজেলা নির্বাচনে যেতে মরিয়া ছিল। পরে বিভিন্ন পর্যায়ের নেতাদের সঙ্গে কথা বলে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান নানা চাপ উপেক্ষা করে এ নির্বাচনও বর্জনের সিদ্ধান্ত দেন। এমনকি ভোট বর্জনে জামায়াতে ইসলামীসহ সমমনা রাজনৈতিক দলগুলোকেও বোঝাতে সক্ষম হন। এর পরও দলের ভেতরের ওই গ্রুপ কিছু জায়গায় প্রার্থী দিয়েছিলেন, কিন্তু ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের কঠোর অবস্থান ও ভোট বর্জনের লিফলেট বিতরণের কারণে অনেকে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন, ভোট থেকে সরে আসেন।

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত ভারতের লোকসভা নির্বাচনের উদাহরণ দিয়ে কেন্দ্রীয় নেতারা বলেন, কংগ্রেস তথা ইন্ডিয়া জোটকে সামনে তুলে আনার পেছনে, অর্থাৎ ভালো ফলের কারিগর হিসাবে রাহুল গান্ধীর ভূমিকাকে তারা ব্যাপকভাবে প্রচার করছে। সফলতার জন্য রাহুল গান্ধীকে কংগ্রেস সব কৃতিত্ব দিচ্ছে। অথচ বিএনপির পক্ষ থেকে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যন যে এত বড় সফলতা দেখিয়েছেন, দল তার কৃতিত্ব সেভাবে জনগণের সামনে উপস্থাপন করতে পারেনি। এ নিয়ে ক্ষোভ রয়েছে নেতাকর্মীদের মধ্যে।

বিএনপির গুরুত্বপূর্ণ এক নেতা বলেন, উপজেলা নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে দলের শীর্ষ নেতাদের মাঝেও শঙ্কা ছিল যে, দলের বড় একটি অংশ প্রার্থী হয় কিনা। প্রথম দিকে আলামতও তেমন ছিল। দলের প্রভাবশালী কিছু নেতা এই নির্বাচনে অংশগ্রহণের পক্ষে ছিলেন। কেন্দ্রীয় অনেক নেতার ইন্ধনে তৃণমূল পর্যায়ের কেউ কেউ প্রার্থীও হয়েছিলেন-এমন অভিযোগ পাওয়া গেছে। সূত্রে জানা যায়, এ অবস্থায় দলের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের কঠোর অবস্থান এবং সারা দেশে ভোট বর্জনে লিফলেট বিতরণসহ গণসংযোগ শুরু করলে পরিস্থিতি ধীরে ধীরে পালটে যায়। দলের সিদ্ধান্ত অমান্য করে প্রার্থী হওয়ার প্রবণতাও কমতে থাকে। যে-ই দলীয় সিদ্ধান্ত অমান্য করে প্রার্থী হন তাকেই বহিষ্কার করে বিএনপি।

দলটির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতারা বলেন, বহিষ্কার করে কিছুটা হলেও তৃণমূল পর্যায়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কারণ, যাদের বহিষ্কার করা হয়েছে, বিগত আন্দোলন সংগ্রামে তাদেরও কম-বেশি ভূমিকা ছিল। তাদের নামেও মামলা আছে, তারা বিভিন্ন সময়ে হামলার শিকার হয়েছেন। এসব নেতাদের কীভাবে দলে ফিরিয়ে আনা যায় তা নিয়ে আলোচনা হওয়া উচিত।

দিনাজপুরের ঘোড়াঘাট উপজেলায় চেয়ারম্যান পদে ভোট করে পরাজিত হন সরোয়ার হোসেন। তিনি উপজেলা বিএনপির সিনিয়র সহসভাপতি ছিলেন, তাকে বহিষ্কার করা হয়। সরোয়ার যুগান্তরকে বলেন, 'বর্তমান সরকার ও নির্বাচন কমিশনের অধীনে ভোট সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয় না-বিএনপির এই দাবিই সঠিক। আরও সত্য হলো, ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের ডাকে ভোট বর্জন করেছে মানুষ। নির্বাচনব্যবস্থা সম্পূর্ণ ধ্বংস করা হয়েছে। তিনি বলেন, বিএনপিই তো আমার ঠিকানা।

দলে অবশ্যই ফিরতে চাই। দলে ফেরার জন্য আবেদন করব। গাজীপুর জেলা বিএনপির সহসভাপতি ইজাদুর রহমান চৌধুরী মিলন চেয়ারম্যান পদে নির্বাচন করায় দল থেকে তাকে বহিষ্কার করা হয়। কিন্তু তিনি গাজীপুর সদর উপজেলার চেয়ারম্যান পদে নির্বাচিত হন। মিলন জানান, 'দলে ফেরার বিষয়ে কুরবানি ঈদের পর শপথ নিয়ে চিন্তা করব।'

জানতে চাইলে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেন, আওয়ামী প্রতারণার ফাঁদে পা না দিয়ে দেশের ভোটাররা উপজেলা নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করেছে। এটা তো নিঃসন্দেহে স্বস্তির খবর। তবে বহিষ্কৃতরা দলে ফেরার আবেদন করলে সেটি ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান নিজে দেখবেন বলে মন্তব্য করেন তিনি।

ইসরাইল ইস্যুতে সরব সেলিব্রেটিরা

প্রায় ২০ বছর ধরে অপতৎপরতা চালানোর কারণে 'বয়কট, বিনিয়োগ বন্ধ এবং নিষেধাজ্ঞা' প্রচারাভিযান আবারও বিশ্বের সমস্ত অংশে মানুষের মনোযোগের বিষয়ে পরিণত হয়েছে। ইসরাইল বিরোধী আন্দোলনের প্রচারভিযান 'বয়কট, বিনিয়োগ বন্ধ এবং নিষেধাজ্ঞা' পেজটি তার অনুসারীদের ইহুদিবাদী ইসরাইলের সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানে যোগদান থেকে বিরত থাকতে বলেছে।

ক্যাম্পেইনটি ইসরাইলি বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণা কেন্দ্রগুলোর সঙ্গে অসহযোগিতা করার আহ্বান জানাচ্ছে, যেগুলো ফিলিস্তিনি এবং দখলকৃত অঞ্চলগুলো সম্পর্কে অমানবিক বর্ণনাকে সমর্থন করে বলে সন্দেহ করা হয়।

শিশু হত্যাকারী ইসরাইলকে বয়কট করার লক্ষ্যে জোর প্রচারণা চালাচ্ছে বিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। একই সময়ে তেলআবিবের শাসক গোষ্ঠীর অপরাধযজ্ঞের বিষয়ে যেসব সেলিব্রিটি এবং প্রভাবশালী নীরব ভূমিকা পালন করেছে, তাদের মোকাবিলা করার জন্য আরেকটি প্রচার অভিযান শুরু করা হয়েছে। ইসরাইলবিরোধী আন্দোলন 'বয়কট, বিনিয়োগ বন্ধ এবং নিষেধাজ্ঞা'র কৌশলগুলোর মধ্যে অন্যতম এই প্রচার অভিযান হলো- সঙ্গীতশিল্পী, অভিনয় শিল্পী এবং বিভিন্ন সেলিব্রিটিদের বয়কট করা।

গত নভেম্বরের শুরুতে আমস্টারডামে একটি মর্যাদাপূর্ণ ডকুমেন্টারি ফিল্ম ফেস্টিভ্যালের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিন ফিলিস্তিনি মঞ্চে উঠেছিলেন। তারা একটি প্ল্যাকার্ড ধরেছিলেন- যাতে লেখা ছিল 'সমুদ্র থেকে নদী পর্যন্ত ফিলিস্তিন মুক্ত হবে', এরপর সেখানে করতালির ঢেউ ওঠে এবং সবার মন জয় করে। এ নিয়ে 'হারেৎজ' পত্রিকা এক প্রতিবেদনে লিখেছে, বিশ্বে ইসরাইলের সাংস্কৃতিক বয়কট বাড়ছে।

ইসরাইলকে বয়কট করার প্রচারণার সক্রিয়তার সমান্তরালে ইহুদিবাদী ইসরাইলের অপরাধ সম্পর্কে নীরব সেলিব্রিটি এবং প্রভাবশালীদের মোকাবিলা করার জন্য আরেকটি প্রচার শুরু করা হয়েছে। গাজা ইস্যুতে নীরব থাকা সেলিব্রিটিদের বিরুদ্ধে এই মিডিয়া প্রচারণার শুরুটা 'মেটগালা' উৎসবের সঙ্গে সম্পর্কিত।

মেটগালা হলো- ফ্যাশন জগতের শিল্পী এবং ডিজাইনারদের জন্য একটি বার্ষিক উৎসব, যেটি নিউইয়র্কের মেট্রোপলিটন মিউজিয়াম অব আর্ট-এ কস্টিউম ইনস্টিটিউটের জন্য তহবিল সংগ্রহের জন্য অনুষ্ঠিত হয়।

এ বছরের 'মেটগালা'র রেড কার্পেটে বিলাসবহুল পোশাকে হলিউড অভিনেতা-অভিনেত্রী এবং বিশ্বখ্যাত সঙ্গীতশিল্পীদের ছবি প্রকাশের সময় এই প্রচার অভিযানটি শুরু হয় এবং সাইবার স্পেস ব্যবহারকারীদের ক্ষোভের জন্ম দেয়। কারণ এই ব্যয়বহুল অনুষ্ঠানটি চলাকালেই রাফাহ নগরীতে ইহুদিবাদী শাসক গোষ্ঠীর বর্বরোচিত হামলায় সৃষ্ট ধ্বংসযজ্ঞের ছবি সবার হাতে হাতে চলে আসে। অনেকে এই অনুষ্ঠানের আয়োজনকে গাজায় সংঘটিত অপরাধগুলোকে ধামাচাপা দেওয়ার এবং কোণঠাসা করার অপচেষ্টা বলেই মনে করেন।

সাবেক মার্কিন মডেল হ্যালি কালিল গাজার শিশুদের ক্ষুধার প্রতিক্রিয়ায় বলেছেন, 'তাদের কেক খেতে দাও'। তার বক্তব্য অনেক ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের ক্ষোভের কারণ হয়েছিল এবং হ্যালি কালিলকে ডিজিটাল বিচারে গিলোটিনের মাধ্যমে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া প্রথম ব্যক্তি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছিল।

হ্যালি কালিল হলেন একজন প্রভাবশালী মডেল, যিনি মেটগালার আগে ১৮ শতকের মেরি আন্তোইনেট-স্টাইলের পোশাক পরা একটি ভিডিও পোস্ট করেছিলেন। ফরাসি বিপ্লবীরা ফ্রান্সের শেষ রানি মারি আন্তোইনেটকে গিলোটিন দিয়ে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছিলেন।

সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহারকারীদের যেটা ক্ষুব্ধ করেছিল, তা হলো- মেরি আন্তোইনেটকে দায়ী করা শব্দগুলোই হ্যালির মাধ্যমে পুনরাবৃত্তি হয়। ইতিহাসের বইয়ে লেখা আছে যে, যখন ক্ষুধার্ত ফরাসিরা বিদ্রোহ করেছিল, তখন ভার্সাই প্রাসাদের সমৃদ্ধি ও আরাম আয়েশে মগ্ন মেরি আন্তোইনেট জনগণের অসন্তোষের কারণ জিজ্ঞাসা করেছিলেন। যখন তাকে বলা হয়েছিল যে, লোকেরা প্রতিবাদ করেছিল কারণ তাদের কাছে রুটি নেই। তখন তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, আচ্ছা! তাদের বিস্কুট খেতে দাও!

কার্টনে মোড়ানো নবজাতকের লাশ

সরাইল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) মোহাম্মদ এমরানুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, কার্টনে মুড়ানো এক নবজাতক (মেয়ে) দেখতে পেয়ে স্থানীয় লোকজন পুলিশের খবর দেয়। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

যেসব পশু দিয়ে কুরবানি করা যাবে না

পোস্ট ডেস্ক : কুরবানি একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। সামর্থ্যবান পুরুষ মহিলার ওপর কুরবানি ওয়াজিব। এটি ইসলামের মৌলিক ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত। আদম (আ.) থেকে শুরু করে সব নবীর যুগেই কুরবানি পালিত হয়েছে।

এটি 'শাআইরে ইসলাম' তথা ইসলামের প্রতীকী বিধানাবলির অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এর মাধ্যমে 'শাআইরে ইসলামের' বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

এছাড়া গরিব-দুঃখী ও পাড়া-প্রতিবেশীর আপ্যায়নের ব্যবস্থা হয়। আল্লাহ ও তার রাসুলের শর্তহীন আনুগত্য, ত্যাগ ও বিসর্জনের শিক্ষাও আছে কুরবানিতে।

নবীজিকে আল্লাহতায়ালা নির্দেশ দিয়েছেন- আপনি আপনার রবের উদ্দেশ্যে নামাজ পড়ুন এবং কুরবানি আদায় করুন। (সুরা কাওসার:২)

কুরবানির পশু কেমন হবে?

কুরবানি দিতে হবে শরিয়ত যে ধরনের পশু পছন্দ করে। যেমন- উট, গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, দুম্বা ইত্যাদি দিয়ে। এ ধরনের পশুকে কুরআনের ভাষায় বলা হয় 'বাহিমাতুল আনআম অর্থাৎ অহিংস্র গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তু।'

এ প্রসঙ্গে আল্লাহতায়ালা বলেন, 'আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য কুরবানির নিয়ম নির্ধারণ করে দিয়েছি। জীবনোপকরণ স্বরূপ তাদের যেসব 'বাহিমাতুল আনআম' দিয়েছি সেগুলোর ওপর তারা যেন আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে।' (সুরা হজ, আয়াত ৩৪ ।)

কুরবানির পশু কেমন হবে এ সম্পর্কে হজরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত হাদিসে রাসুল (সা.) বলেছেন, 'তোমরা চেষ্টা করবে কুরবানির জন্য নির্দিষ্ট বয়সের পশু নির্বাচন করতে। যদি না পাও তাহলে ছয় মাসের দুম্বা কুরবানি করতে পার। (মুসলিম।)

ফকিহরা বলেছেন, উটের বয়স পাঁচ বছর, গরু বা মহিষ দুই বছর, ছাগল, ভেড়া, দুম্বা এক বছরের হওয়া শর্ত। বয়স কম; কিন্তু দেখতে হৃষ্টপুষ্ট এমন পশু দিয়ে কোরবানি করা জায়েজ হওয়ার পক্ষে বিশেষজ্ঞরা মত দিয়েছেন।

রাসুল (সা.) উট, গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, দুম্বা ছাড়া অন্য কোনো পশু কুরবানি করেননি কিংবা অনুমোদনও করেননি। তাই এসব পশু দিয়েই কুরবানি করা সুন্নাত।

শরিয়তের পরামর্শ হল, হৃষ্টপুষ্ট, বেশি গোশত, নিখুঁত এবং দেখতে সুন্দর পশু কুরবানি করা। কুরবানির পশু সব ধরনের দোষ-ত্রুটিমুক্ত হওয়া চাই।

বারা ইবনে আজেব (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেছেন, চার ধরনের পশু দিয়ে কুরবানি করা জায়েজ নয়। অন্ধ, রোগা, পঙ্গু এবং আহত।

নাসায়ির বর্ণনায় 'আহত' শব্দের জায়গায় 'পাগল' বলা হয়েছে। (সুনানে নাসায়ি।) শিং ভাঙা, কান কাটা, লেজ কাটা, ওলান কাটা, লিঙ্গ কাটা ইত্যাদি ধরনের পশু দিয়ে কুরবানি করাকে মাকরুহ বলেছেন ফকিহরা।

ভেড়া, দুম্বা, ছাগল এসব পশু একজন কুরবানি করতে পারবেন। উট, গরু, মহিষ সর্বোচ্চ সাতজন কুরবানি করতে পারবেন।

হজরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা হুদাইবিয়ায় রাসুল (সা.) এর উপস্থিতিতে গরুর ও উট সাত ভাগের কুরবানি করেছি। (ইবনে মাজাহ।) পশু জবাই করার সময় পশুকে খুব আদর করে কষ্ট না দিয়ে জবাই করার নির্দেশ দিয়েছেন রাসুল (সা.)।

হাদিসের আলোকে কোরবানির পশু হৃষ্টপুষ্ট হওয়া উত্তম। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হৃষ্টপুষ্ট, নিখুঁত ও উত্তম পশু কুরবানি করতেন এবং খুঁতবিশিষ্ট পশু কুরবানি করতে নিষেধ করেছেন।

খুঁতবিশিষ্ট যে সব প্রাণিতে কুরবানি বৈধ নয়- সুন্নাহর আলোকে ইসলামী স্কলারগণ তা নির্ধারণ করেছেন।

যেমন- যে পশু তিন পায়ে চলে, এক পা মাটিতে রাখতে পারে না বা ভর করতে পারে না এমন খোঁড়া পশুর কুরবানি জায়েজ নয়।

এমন রুগ্ন দুর্বল পশু, যা জবাইয়ের স্থান পর্যন্ত হেঁটে যেতে পারে না তা দ্বারাও কুরবানি করা জায়েজ নয়।

যে পশুর একটি দাঁতও নেই বা এত বেশি দাঁত পড়ে গেছে যে, ঘাস বা খাদ্য চিবাতে পারে না- এমন পশু দ্বারাও কুরবানি করা জায়েজ নয়।

যে পশুর শিং একেবারে গোড়া থেকে ভেঙ্গে গেছে, যে কারণে মস্তিষ্ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সে পশুও কুরবানি জায়েজ নয়। তবে যে পশুর অর্ধেক শিং বা কিছু শিং ফেটে বা ভেঙ্গে গেছে বা শিং একেবারে উঠেইনি সে পশু কুরবানি করা জায়েজ আছে।

যে পশুর লেজ বা কোনো কান অর্ধেক বা তারও বেশি কাটা সে পশুর কুরবানি জায়েজ নয়। আর যদি অর্ধেকের বেশি থাকে তাহলে তার কুরবানি জায়েজ আছে। তবে জন্মগতভাবেই যদি কান ছোট হয় তাহলে অসুবিধা নেই।

যে পশুর দুটি চোখই অন্ধ বা এক চোখ পুরো নষ্ট সে পশু কুরবানি করা জায়েজ নয়।

গর্ভবতী পশু কুরবানি করা জায়েজ। জবাইয়ের পর যদি বাচ্চা জীবিত পাওয়া যায় তাহলে সেটাও জবাই করতে হবে। তবে প্রসবের সময় আসন্ন হলে সে পশু কুরবানি করা মাকরূহ।

কুরবানির নিয়তে ভালো পশু কেনার পর যদি তাতে এমন কোনো দোষ দেখা দেয় যে কারণে কুরবানি জায়েজ হয় না- তাহলে ওই পশুর কুরবানি সহীহ হবে না। এর স্থলে আরেকটি পশু কুরবানি করতে হবে। তবে ক্রেতা গরিব হলে ত্রুটিযুক্ত পশু দ্বারাই কুরবানি করতে পারবেন।

নিশ্চিত অবগতি না থাকলে যদি বিক্রেতা কুরবানির পশুর বয়স পূর্ণ হয়েছে বলে স্বীকার করে আর পশুর শরীরের অবস্থা দেখেও তাই মনে হয় তাহলে বিক্রেতার কথার ওপর নির্ভর করে পশু কেনা এবং তা দ্বারা কুরবানি করা যাবে।

কিয়ামতের দিন যেসব নেতা লজ্জিত হবেন

মুফতি আবদুল্লাহ নুর

আবদুর রহমান ইবনে সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত, 'রাসুলুল্লাহ (সা.) আমাকে বলেন, হে আবদুর রহমান ইবনে সামুরা! তুমি নেতৃত্ব চেয়ে নিয়ো না। কেননা চাওয়ার পর যদি তোমাকে দেওয়া হয়, তবে তার দায়-দায়িত্ব তোমার ওপরই বর্তাবে। আর যদি চাওয়া ছাড়া তোমাকে দেওয়া হয়, তবে এ ব্যাপারে তোমাকে সাহায্য করা হবে। আর কোনো বিষয়ে কসম করার পর যদি তার বিপরীত দিকটি বেশি কল্যাণকর মনে হয়, তাহলে কাজটি করে ফেলো আর তোমার কসমের কাফফারা দিয়ে দিয়ো।

' (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৬৬২২)

আলোচ্য হাদিসে রাসুলুল্লাহ (সা.) দুটি বিষয়ে উম্মতকে সতর্ক করেছেন। এক. নেতৃত্বের মোহ ত্যাগ করা। নেতৃত্ব চেয়ে না নেওয়া। কেননা তাতে মানুষের ব্যর্থ ও নিন্দিত হওয়ার ভয় আছে, দুই. জিদের বশবর্তী হয়ে কোনো কল্যাণকর বিষয় ত্যাগ করা উচিত নয়।

এমনকি কোনো কল্যাণকর কাজ না করার কসম করলেও তা পরিহার না করে কাফফারা আদায় করা উত্তম।

নেতৃত্ব চাওয়া বারণ কেন?

রাসুলুল্লাহ (সা.) আলোচ্য হাদিসে নেতৃত্ব চেয়ে নিতে নিষেধ করেছেন এবং এর কারণ হিসেবে বলেছেনড় তখন পুরো দায়িত্ব ও ব্যর্থতার দায় ব্যক্তির ওপর বর্তাবে এবং মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সহযোগিতা করবে না। বিপরীতে মানুষের আগ্রহে নেতৃত্ব গ্রহণ করলে তারা সহযোগিতা করবে। ইমাম বুখারি (রহ.) উল্লিখিত হাদিসের শিরোনাম নির্ধারণ করেছেন 'যে লোক আল্লাহর কাছে নেতৃত্ব চায় না আল্লাহ তাকে সাহায্য করেন'ড়্যা থেকে প্রমাণিত হয়, এখানে 'সাহায্য করা হবে' বাক্যে আল্লাহর সাহায্যও অন্তর্ভুক্ত।

কোনো ব্যক্তি নির্মোহভাবে মানুষের কল্যাণ ও ইসলামের সেবা করার জন্য নেতৃত্ব গ্রহণে সম্মত হলে সে আল্লাহর সাহায্য লাভ করবে। এ ছাড়া নেতৃত্বের লোভ এক প্রকার জাগতিক মোহ। রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'দুনিয়ার মোহ সব পাপের মূল।' (ফয়জুল কাদির, হাদিস : ৩৬৬২)

নেতৃত্ব পরকালে লজ্জার কারণ হবে

নেতৃত্বের প্রত্যাশার ব্যাপারে একাধিক হাদিসে মহানবী (সা.) সতর্ক করেছেন। আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'নিশ্চয়ই তোমরা নেতৃত্বের লোভ করো, অথচ কিয়ামতের দিন তা লজ্জার কারণ হবে।

' (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৭১৪৮)

প্রত্যাশীদের নেতৃত্ব দেওয়া হবে না

কোনো ব্যক্তি নেতৃত্বপ্রত্যাশী হলে তাকে নেতৃত্ব না দেওয়ার নির্দেশনা দিয়েছে ইসলাম। আবু মুসা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি ও আমার গোত্রের দুই ব্যক্তি নবী (সা.)-এর কাছে এলাম। সে দুজনের একজন বলল, হে আল্লাহর রাসুল! আমাকে আমির নিযুক্ত করুন। অন্যজনও অনুরূপ কথা বলল। তখন রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, যারা নেতৃত্ব চায় এবং এর লোভ করে, আমরা তাদের এ পদে নিয়োগ করি না।' (সহিহ বুখারি, হাদিস : ৭১৪৯)

বিপরীতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব হলো সৎ ও যোগ্য নেতৃত্ব নির্বাচন করা। পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হয়েছে, 'নবী বলল, আল্লাহ অবশ্যই তাকে তোমাদের জন্য মনোনীত করেছেন এবং তিনি তাকে জ্ঞানে ও দেহে সমৃদ্ধ করেছেন। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা স্বীয় রাজত্ব দান করেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময়, প্রজ্ঞাময়।' (সুরা : বাকারা, আয়াত : ২৪৭)

জাতির দুর্দিনে নেতৃত্ব গ্রহণ নিন্দনীয় নয়

এমনকি কোনো কল্যাণকর কাজ না করার কসম করলেও তা পরিহার না করে কাফফারা আদায় করা উত্তম

নেতৃত্ব চেয়ে নেওয়া নিন্দনীয়। তবে জাতির দুর্দিনে নেতৃত্বের জন্য এগিয়ে আসা নিন্দনীয় নয়; বরং ক্ষেত্রবিশেষে তা প্রশংসনীয়ও বটে। বিশেষত যখন নেতৃত্ব দেওয়ার মতো বিকল্প কোনো ব্যক্তি পাওয়া না যায়। মিসরের সম্ভাব্য দুর্ভিক্ষ থেকে জাতি রক্ষা করতে ইউসুফ (আ.) মিসর শাসককে বলেছিলেন, 'আমাকে দেশের ধনভাণ্ডারের কর্তৃত্ব প্রদান করুন। নিশ্চয়ই আমি উত্তম রক্ষক, সুবিজ্ঞ।' (সুরা : ইউসুফ, আয়াত : ৫৫)

আল্লাহ সবাইকে নেতৃত্বের মোহ থেকে রক্ষা করুন। আমিন।

কোরবানি কী, কতটুকু সম্পদ থাকলে দিতে হবে

পোস্ট ডেস্ক : কোরবানি অর্থ নৈকট্য, সান্নিধ্য, উৎসর্গ। ঈদুল আজহার দিনগুলোতে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট পশু জবাই করাকে 'কোরবানি' বলে। (মাজমাউল আনহুর : ২/৫১৬)

কোরবানির বিধান হজরত আদম (আ.)-এর যুগ থেকেই চলে এসেছে। তবে বর্তমানে প্রচলিত কোরবানির গোড়াপত্তন করেন হজরত ইবরাহিম (আ.)।

মহান আল্লাহ বলেন, 'আমি তার (ইসমাঈলের) পরিবর্তে জবাই করার জন্য দিলাম এক মহান জন্তু। আর আমি এ বিষয়টি পরবর্তীদের মধ্যে রেখে দিয়েছি।' (সুরা : সাফফাত, আয়াত : ১০৭-১০৮)

মহান রাব্বুল আলামিন তাঁর রাসুলকে কোরবানি করার নির্দেশ দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে, 'তুমি তোমার রবের উদ্দেশ্যে নামাজ পড়ো ও কোরবানি করো।

' (সুরা : কাউসার, আয়াত : ২)

কোরবানির ফজিলত সম্পর্কে রাসুল (সা.) বলেন, 'কোরবানির দিন কোরবানি করাই সবচেয়ে বড় ইবাদত।' (তিরমিজি, হাদিস : ১৪৯৩)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে, 'কোরবানির পশুর প্রতিটি পশমের বিনিময়ে একেকটি করে নেকি দেওয়া হয়।' (মুসনাদে আহমাদ, হাদিস : ১৯২৮৩)

আরো ইরশাদ হয়েছে, 'সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি কোরবানি করে না, সে যেন আমাদের ঈদগাহের নিকটবর্তী না হয়।' (ইবনে মাজাহ, হাদিস : ৩১২৩)

কার ওপর কোরবানি ওয়াজিব

প্রাপ্তবয়স্ক, সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন, মুকিম, মুসলিম নর-নারী ১০ জিলহজ ফজর থেকে ১২ জিলহজ সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়ের ভেতরে নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হলে তার ওপর কোরবানি ওয়াজিব।

(আল মুহিতুল বুরহানি : ৬/৮৫)

কোরবানির নিসাব

সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণ বা বায়ান্ন (৫২.৫) ভরি রুপা বা প্রয়োজনের অতিরিক্ত আসবাবপত্র, যার মূল্য সাড়ে বায়ান্ন ভরি রুপার সমপরিমাণ, তা কোরবানির নিসাব।

গত শনিবার (৮ জুন) বাংলাদেশ জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, ১৮ ক্যারেটের রুপার দাম প্রতি গ্রাম ১৪৭ টাকা। সেই হিসাবে সাড়ে ৫২ ভরি রুপার মূল্য ৫২.৫*১৭১৪= ৮৯,৯৮৬ টাকা বা এর চেয়ে বেশি।

আর ১৮ ক্যারেটের প্রতি গ্রাম স্বর্ণের দাম ৮১২৯ টাকা। সেই হিসাবে সাড়ে সাত ভরি স্বর্ণের মূল্য ৭.৫*৮৭.৪৫= ৭ লাখ ১০ হাজার ৮৮১টাকা।

উল্লেখ্য, টাকা-পয়সা, স্বর্ণালংকার, মৌলিক প্রয়োজনাতিরিক্ত জমি ও বাড়ি, ব্যাবসায়িক পণ্য ইত্যাদি

সপ্তাহের নামাযের সময় সূচী

তারিখ	ফজর	সূর্যদয়	যোহর	আছর	মাগরিব	ইশা
১৪.০৬.২৪ শুক্রবার	3:24	4:54	01:45	6:26	9:02	10:45
১৫.০৬.২৪ শনিবার	3:21	4:52	01:30	6:27	9:04	10:45
১৬.০৬.২৪ রবিবার	3:20	4:51	01:30	6:28	9:05	10:45
১৭.০৬.২৪ সোমবার	3:18	4:50	01:30	6:28	9:06	10:45
১৮.০৬.২৪ মঙ্গলবার	3:17	4:49	01:30	6:29	9:07	10:45
১৯.০৬.২৪ বুধবার	3:15	4:48	01:30	6:30	9:09	10:45
২০.০৬.২৪ বৃহস্পতিবার	3:15	4:48	01:30	6:30	9:10	10:45

নামায শুরুর এই সময়সূচি লন্ডনের জন্য প্রযোজ্য।

কোপায় নেইমারের '১০' নম্বর জার্সি পরবেন রদ্রিগো

পোস্ট ডেস্ক : ফুটবলে '১০' নম্বর জার্সির মাহাত্ম্যই অন্যরকম। বহু কিংবদন্তি এই জার্সি গায়ে খেলেছেন। মেসি-ম্যারাডোনা-পেলে-জিদানরা এই জার্সি গায়ে খেলেছেন।

শুধু ব্রাজিলেই এই জার্সি যাদের গায়ে উঠেছে, তাদের নাম শুনলে নড়েচড়ে বসতে হয়েছে।

পেলের পাশাপাশি জিকো, রিভেলিনো, রোনালদিনিও, কাকা, নেইমাররা এই জার্সি গায়ে মাঠ মাতিয়েছেন। আসন্ন কোপা আমেরিকায় ব্রাজিলের সে '১০' নম্বর জার্সি উঠছে রিয়াল মাদ্রিদে খেলা তরুণ ফুটবলার রদ্রিগোর গায়ে।

লম্বা সময় ধরে ব্রাজিলের '১০' নম্বর জার্সি ছিল নেইমারের অধিকারে। তবে সাম্প্রতিক সময়ে চোটের কারণে মাঠ থেকে দূরে আছেন নেইমার। ব্রাজিলের হয়ে তার আসন্ন কোপা আমেরিকায় খেলা হচ্ছে না। নেইমারের অনুপস্থিতিতে ব্রাজিলের এই আইকনিক জার্সির ভার সামলাতে হবে রদ্রিগোকে।

অবশ্য এবারই প্রথম '১০' নম্বর জার্সি গায়ে চড়াচ্ছেন না রদ্রিগো। এর আগে বিশ্বকাপ বাছাই এবং বিভিন্ন প্রীতি ম্যাচে এই জার্সি গায়ে দেখা গেছে তাকে। তবে বড় কোনো টুর্নামেন্টে এবারই প্রথম আইকনিক এই নম্বর পিঠে নিয়ে খেলবেন তিনি।

বর্তমান সময়ে ব্রাজিল দলে '১০' নম্বর জার্সির আসল মালিক নেইমারও নাকি চান এই জার্সির উত্তরসূরি রদ্রিগোই হোন।

এবারের কোপা আমেরিকায় ব্রাজিলের অন্য জার্সিগুলোর মধ্যে ৭ নম্বর জার্সি পরে খেলবেন রদ্রিগোর রিয়াল সতীর্থ ভিনিসিয়ুস জুনিয়র।

কোপা আমেরিকার দলে নেই '৯' নম্বর জার্সি নিয়ে খেলা রিচার্লিসন। তাই এই ৯ নম্বর জার্সি পরে কোপায় খেলবেন এন্দ্রিক।

মেসি ফেরার ম্যাচে ডি মারিয়ার গোলে আর্জেন্টিনার জয়

পোস্ট ডেস্ক : কোপা আমেরিকা সামনে রেখে প্রস্তুতি সারছে আর্জেন্টিনা। তারই ধারাবাহিকতায় ইকুয়েডরের বিপক্ষে একটি প্রীতি ম্যাচ খেলেছে আলবিসেলেস্তেরা। সেই ম্যাচ দিয়ে ফের দলে ফিরেছেন লিওনেল মেসি। যদিও এ ম্যাচে তিনি কোনো গোল করতে পারেননি। তবে তাতে দলের জয় আটকে থাকেনি। ডি মারিয়ার গোলে ১-০ ব্যবধানে জয় পেয়েছে আর্জেন্টিনা।

এদিন অবশ্য প্রথমার্ধে মাঠে দেখা যায়নি মেসিকে। দ্বিতীয়ার্ধের ৫৬ মিনিটে মাঠে নামেন মেসি। এরপর যদিও কোনো গোল হয়নি। তবে কোপার আগে মেসির এই ফেরা আর্জেন্টিনার জন্য স্বস্তির। দলের জয়সূচক গোলটি করেন অভিজ্ঞ উইঙ্গার আনহেল ডি মারিয়া। ম্যাচের ৪০ মিনিটে করা তাঁর গোলটিই ম্যাচের পার্থক্য গড়ে দিয়েছে।

এদিন ম্যাচের প্রথম মিনিট থেকেই আক্রমণ চালিয়েছে ডি মারিয়া এবং হুলিয়ান আলভারেজরা। যদিও সেই আক্রমণ বেশ দক্ষতার সঙ্গেই প্রতিহত করছিল ইকুয়েডরের রক্ষণ। তবে খুব বেশি সময় আটকে রাখা যায়নি আর্জেন্টিনাকে। ম্যাচের ৪০ মিনিটে ঠিকই গোল আদায় করে নিয়েছে দলটি। বিরতিতে গেছে স্বস্তি নিয়েই। দ্বিতীয়ার্ধেও বেশ কিছু সুযোগ তৈরি হয়েছিল গোলের। যদিও ইকুয়েডর রক্ষণে জমাট বেধে আর্জেন্টিনার বিপক্ষে গোল হজম করা থেকে বিরত থেকেছে। তাতে করেই জয়ের ব্যবধানটা বাড়েনি আর্জেন্টিনার।

কোপা আমেরিকার মূল মিশনে নামার আগে আর্জেন্টিনার পরের ম্যাচ আগামী ১৫ জুন গুয়েতেমালার বিপক্ষে। এরপর ২১ জুন কানাডার বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে কোপা অভিযান শুরু করবে আর্জেন্টিনা। ২৬ জুন চিলির বিপক্ষে এবং ৩০ জুন পেরুর বিপক্ষে গ্রুপ পর্বের বাকি ম্যাচ দুটি খেলবে কোপার বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা।

চার রানে হারলো বাংলাদেশ!

পোস্ট ডেস্ক : দক্ষিণ আফ্রিকার ১১৩ রান তাড়া করতে নেমে ৫০ রানে ৪ উইকেট হারায় বাংলাদেশ। তবে এরপর মাহমুদউল্লাহ রিয়াদ ও তাওহীদ হৃদয়ের ব্যাটে জয়ের পথেই এগোচ্ছিল বাংলাদেশ। শেষ পর্যন্ত মাত্র ৪ রানে হেরেছে টাইগাররা।

এর মধ্যে একটি নিশ্চিত ৪ রান পায়নি বাংলাদেশ। ইনিংসের ১৭তম ওভারের ঘটনা সেটি। ওভারের দ্বিতীয় বলে মাহমুদউল্লাহ রিয়াদের পায়ে লেগে বল চলে যায় বাউন্ডারিতে। কিন্তু বোলারের আবেদনে আম্পায়ার আউট দেন।

রিয়াদ রিভিউ নিলে রিপ্লেতে দেখা যায় বল স্টাম্প মিস করেছে। কিন্তু আম্পায়ার আউট দেওয়াতে ওই ৪ রান যোগ হয়নি বাংলাদেশের স্কোরবোর্ডে। শেষ পর্যন্ত হারের ব্যবধান হয়েছে সেই ৪ রানই।

পাল্টাপাল্টি অবস্থানে রিয়াল-আনচেলত্তি

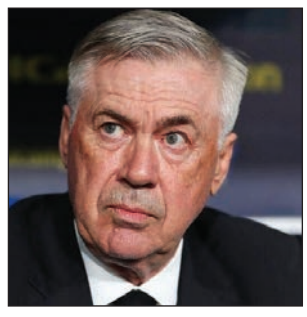

পোস্ট ডেস্ক : ফুটবল বিশ্বকাপের আদলে ৩২টি দল নিয়ে ২০২৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে ক্লাব বিশ্বকাপ আয়োজন করতে যাচ্ছে ফিফা। যেই টুর্নামেন্টের অন্যতম সফল দল রিয়াল মাদ্রিদ। আসরে রেকর্ড ৫বার এই শিরোপা জিতেছে ক্লাবটি। তার ওপর সদ্য শেষ হওয়া চ্যাম্পিয়নস লিগে রেকর্ড ১৫তম শিরোপা উঁচিয়ে ধরেছে রিয়াল। সেই দলটির কোচ গতকাল হঠাৎই করেই ঘোষণা দেন ক্লাব বিশ্বকাপ অংশগ্রহণ করবে না রিয়াল মাদ্রিদ। কেবল রিয়ালই নয় অন্য দলগুলোও এই আসরে না খেলার ব্যাপারে সিদ্ধান্তে যাবে।

রিয়াল কোচ কার্লো আনচেলত্তির এমন কথায় রীতিমতো হইচই পরে যায়। নড়েচড়ে বসে ফিফা। শঙ্কায় পড়ে যায় ক্লাব বিশ্বকাপের ভবিষ্যৎ। পরে এ নিয়ে কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে একটি বিবৃতি দিয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ। যেই বিবৃতিতে কার্লো আনচেলত্তির পাল্টাপাল্টি অবস্থান রিয়ালের। তারা জানিয়েছে, ক্লাব বিশ্বকাপ অংশ নেবে রিয়াল মাদ্রিদ।

আনচেলত্তির ক্লাব বিশ্বকাপে না খেলার কারণ ছিল মূলত, টুর্নামেন্টের প্রাইজমানি। যা নিয়ে আপত্তি তুলে আনচেলত্তি বলেন, 'ফিফা এটি ভুলে যেতে পারে।

স্কটল্যান্ডের জয়ে বিপদে ইংল্যান্ড

পোস্ট ডেস্ক : টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের 'বি' গ্রুপের ম্যাচে ওমানকে ৭ উইকেটে হারিয়েছে স্কটল্যান্ড। আর স্কটিশদের বড় জয়ে চিন্তা বাড়লো শিরোপাধারী ইংলিশদের। ৩ ম্যাচ জিতে ৫ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের শীর্ষে এখন স্কটল্যান্ড। ২ ম্যাচে ৪ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয়স্থানে অস্ট্রেলিয়া। ২ ম্যাচে মাত্র ১ পয়েন্ট সংগ্রহ ইংল্যান্ডের। ফলে প্রথম রাউন্ড থেকে বিশ্বকাপ শেষ করার শঙ্কায় পড়েছে ইংলিশরা। নিজেদের শেষ দুই ম্যাচে শুধু জিতলেই চলবে না, রান রেটও অনেক বাড়াতে হবে ইংল্যান্ডকে। স্কটল্যান্ড (২.১৬৪) ও অস্ট্রেলিয়ার (১.৮৭৫) চেয়ে রান রেটে অনেক পিছিয়ে আছে জস বাটলারের দল (-০.৩০৯)।

নামিবিয়ার বিপক্ষে পরের ম্যাচ জিতলেই সুপার এইটের টিকিট পাবে অস্ট্রেলিয়া। আর অজিদের বিপক্ষে শেষ ম্যাচ থেকে অন্তত ১ পয়েন্ট পেলেই সুপার এইট নিশ্চিত হয়ে যাবে স্কটিশদের।

কিন্তু কোনো পয়েন্ট না পেলেও, পরের রাউন্ডে যাবার ভালো সুযোগ থাকছে স্কটল্যান্ডের। শেষ দুই ম্যাচের যেকোন একটিতে ইংল্যান্ডের এক পয়েন্ট নষ্ট হলেই, পরের রাউন্ডে যাবে স্কটল্যান্ড। আর শেষ দুই ম্যাচ বড় ব্যবধানে জিততে না পারলেও বিদায় নিতে হবে ইংলিশদের। ওয়েস্ট ইন্ডিজের অ্যান্টিগায় টস জিতে প্রথমে ব্যাট করে ২০ ওভারে ৭ উইকেটে ১৫০ রান করে ওমান। ওপেনার প্রতীক আথাভালে ৪০ বলে ৫টি চার ও ২টি ছক্কায় ৫৪ রান করেন। এছাড়া শেষদিকে ৩৯ বলে অপরাজিত ৪১ রান করেন আয়ান খান। স্কটল্যান্ডের সাফিয়ান শরিফ ২ উইকেট নেন। জবাবে ব্রেন্ডন ম্যাকমালেনের ঝড়ো হাফ-সেঞ্চুরিতে ৪১ বল বাকি রেখে ম্যাচ জিতে নেয় স্কটল্যান্ড। তিন নম্বরে নেমে ৯টি চার ও দুই ছক্কায় ৩১ বলে অনবদ্য ৬১ রান করেন ম্যাচসেরা তারকা ম্যাকমালেন। ওপেনার জর্জ মানজি ২টি চার ও ৪টি ছক্কায় ২০ বলে ৪১ রানের গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস খেলেন।

বাড়ছে বিদেশে টাকা পাচার

ছোঁয়া থাকায় অনেক প্রবাসী তাদের সম্পদ বিক্রি করে নিয়ে যাচ্ছেন আর এই টাকাও যাচ্ছে অবৈধ পথে। আবার কতিপয় সরকারী কর্মকর্তা, অবসর প্রাপ্ত কর্মকর্তা থেকে শুরু করে বিশেষ শ্রেনীর লোকজনেরই রয়েছে বিদেশে একাধিক বাড়ী। দেশের অর্থ লোটপাটকারীদের সন্তানরাও আরাম আয়েশে বিদেশে গাড়ী বাড়ী নিয়ে বসবাস করছেন। তাদের দাঁপটে অনেককেই তটস্থ থাকতে হচ্ছে।

বিভিন্ন সূত্র জানিয়েছে, লন্ডন, আমেরিকা, কানাডা, ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে শুরু করে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে সক্রিয় রয়েছে একটি সংঘবদ্ধ হুন্ডি কারবারী চক্র। এসব চক্র দেশের টাকা মূহুর্তেই বিদেশে পাইয়ে দিচ্ছে। চক্রটির দেশীয় এজেন্টের হাতে টাকা পৌছানোর কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির এজেন্ট পৌছে দিচ্ছে টাকা। তাই দেশের টাকায় বিদেশের মাটিতে বাড়ী গাড়ীর মালিক হতে সময় লাগছে না তাদের। অভিযোগ রয়েছে, দেশের দূর্নীতিবাজরা বিদেশে পেমেন্ট গ্রহণের মাধ্যমেও কাজ করে থাকেন। সেখানে তাদের এজেন্টের হাতে নির্ধারিত পরিমান টাকা দিলে দেশ থেকে কাজ উঠিয়ে দিচ্ছেন কর্তা ব্যক্তি।

এমপি আনার হত্যার পর গোয়েন্দাদের হাতেও পৌছেছে এ রকম নানা তথ্য। একাধিক সংস্থা এ নিয়ে তদন্ত করছে। তবে টাকা পাঁচার ও সিলেটের বাহিরে বাড়ী এ রকম দূর্নীতিবাজ কতিপয় লোকের আমানতদার হিসেবে সিলেটের অনেক প্রভাবশালীর নাম ভেঁসে বেড়াচ্ছে। গোয়েন্দা সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, তারা এ বিষয়ে নজর রাখছেন। দেশ থেকে যারা সম্পত্তি বিক্রি করেছেন তাদের অর্থ কোন পথে বিদেশ নেয়া হয়েছে তাও তদন্ত করার কথা জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট সূত্রটি।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, দেশ থেকে অর্থ পাচারের ঘটনা দিন দিন বেড়েই চলেছে। গত অর্থবছরের (২০২২-২৩) তুলনায় চলতি বছরে (২০২৩-২৪) পাচারের ঘটনা বেড়ে হয়েছে প্রায় দ্বিগুণ।

মূলত ব্যাংক লেনদেন, হুন্ডি ও মোবাইল ব্যাংক এবং গেমিং বোটিংয়ের মাধ্যমেই এসব ঘটনা ঘটছে। চলতি অর্থবছরের জুলাই থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়নের সন্দেহে প্রায় সাড়ে ৫শ ব্যাংক হিসাব শনাক্ত করা হয়।

সেখানে লেনদেনসংক্রান্ত তথ্য পর্যালোচনার জন্য যৌথভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আর্থিক গোয়েন্দা ইউনিট (বিআইএফইউ) এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর মধ্যে বিনিময় করা হয়।

এর আগের অর্থবছরে ২৮৫টি ঘটনার তথ্য বিনিময় হয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের এক প্রতিবেদন বিশ্লেষণ করে পাওয়া গেছে এসব তথ্য।

ওই প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, আরও প্রায় ১১ হাজার লেনদেনকে সন্দেহজনক তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। এ নিয়ে কাজ করছে সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলো। পাশাপাশি হুন্ডির মাধ্যমে অর্থ পাচারের অভিযোগে ব্যক্তিগত ২৭ হাজার ৬৮০ মোবাইল ব্যাংক (এমএফএস) স্থগিত এবং ৫ হাজার ২৯টি এমএফএস এজেন্টশিপ বাতিল করা হয়েছে।

সূত্রমতে, পাচার হয়ে যাওয়ার ঘটনা সম্পর্কে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ৬৫টি চিঠি দিয়েছে বিএফআইইউ। এ প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উর্ধ্বতন এক কর্মকর্তা জানান, আমরা আইনি প্রক্রিয়া মেনে সুইচ ব্যাংকসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে চিঠি দিয়েছি। পাশাপাশি একইভাবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে পাচারকৃত অর্থ সম্পর্কে তথ্য চেয়ে ১৫টি দেশ বাংলাদেশকে অনুরোধপত্র পাঠিয়েছে।

সূত্রমতে, ব্যাংকিং ব্যবস্থায় চলতি অর্থবছরে (২০২৩-২৪) প্রথম আট মাস জুলাই থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বিভিন্ন মাধ্যমে ব্যাংক লেনদেন হয়েছে ২৩ লাখ ৩১ হাজার কোটি টাকার। এটি প্রস্তাবিত বাজেটের প্রায় তিনগুণ। পাশাপাশি একই সময়ে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে লেনদেন হয়েছে ৯ লাখ ৬৪ হাজার কোটি টাকা। এ লেনদেনও প্রস্তাবিত বাজেটের চেয়ে বেশি। অবশ্য অর্থমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী হুন্ডির মাধ্যমে টাকা পাচারের বিষয়টি সম্প্রতি জাতীয় সংসদে প্রকাশ্যে নিয়ে আসেন। তিনি বলেছেন, অবৈধ অর্থ লেনদেনে জড়িত থাকার সন্দেহে গত তিন বছরে মোবাইল ব্যাংকিংয়ের ৪৮ হাজার ৫৮৬টি ব্যক্তিগত হিসাব স্থগিত করা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, প্রযুক্তিগত উন্নয়নের সুবিধা কাজে লাগিয়ে কিছু অসাধু চক্র অনলাইন জুয়া বা বেটিং, গেমিং, ফরেঙ বা ক্রিপ্টোকারেন্সি ট্রেডিং ও হুন্ডি প্রভৃতি অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে পড়ছে। ফলে একদিকে যেমন দেশ থেকে মুদ্রা পাচার বেড়ে যাচ্ছে, অপরদিকে দেশ প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা হারাচ্ছে এবং অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তবে সংসদে স্বীকার করলেও প্রস্তাবিত বাজেটে বিদেশে অর্থ পাচার প্রতিরোধে কোনো দিকনির্দেশনা দেননি অর্থমন্ত্রী। জাতীয় সংসদে তার এ বক্তব্য পড়েছেন অর্থ প্রতিমন্ত্রী ওয়াসিকা আয়শা খান।

এ প্রসঙ্গে শাবির অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. ফজলে এলাহি ফয়সল বলেন, অর্থ পাচার প্রতিরোধে প্রস্তাবিত বাজেটে পদক্ষেপ থাকবে সেটি আশা করেছিলাম। কিন্তু সেখানে কিছুই বলা হয়নি। হুন্ডি প্রতিরোধ প্রসঙ্গেও কিছু বলা হয়নি। অর্থ পাচার, হুন্ডি এগুলো নিয়ন্ত্রণ ও দমন না করে তাহলে রিজার্ভের পতনও থামানো যাবে না।

ডলারের বিপরীতে টাকার অবমূল্যায়ন হচ্ছে, সেটিও থামানো যাবে না। তিনি আরও বলেন, কালোটাকা সাদা করার সুযোগ দেওয়া হয়েছে, অর্থ পাচার বন্ধ করতে এটি ঠিক নয়। দুটির মধ্যে সম্পর্ক আবিষ্কার করা ঠিক নয়। সাদা করলে টাকা পাচার কমে যাবে এর কোনো ভিত্তি নেই।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদনে দেখা গেছে, গত ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ২ কোটি ৫৬ লাখ ৯৬ হাজার ২২২টি ব্যাংকে লেনদেন যাচাই-বাছাই করে ১০ হাজার ৮১৬টি সন্দেহজনক লেনদন শনাক্ত করা হয়। সন্দেহজনক গ্রাহকের হিসাবগুলোর মধ্যে ১৭৬টি গোয়েন্দা প্রতিবেদন তদন্ত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এছাড়া অনলাইন গেম, বেটিং ও অবৈধ ফরেঙ ট্রেডিং পরিচালনাকারী ২৯১টি ওয়েবসাইট, ৪৬৪টি সোশ্যাল মিডিয়া (ফেসবুক, ইউটিউব ও ইন্সটাগ্রাম) ও ৩৩টি মোবাইল অ্যাপস শনাক্ত করা হয়েছে। এদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কাছে পাঠানো হয়েছে।

হুন্ডির সংশ্লিষ্টতা সন্দেহে ২১টি মানি চেঞ্জারের তালিকা এবং স্বার্থসংশ্লিষ্ট ৩৯টি হিসাবের তথ্য প্রদান করা হয়েছে পুলিশের সিআইডিকে।

সূত্রমতে, হুন্ডি এবং মোবাইল ব্যাকিংয়ের মাধ্যমে টাকা পাচারের অভিযোগে ফ্রিজ করা হিসাব অধিকাংশ হচ্ছে রেমিট্যান্সসংক্রান্ত।

সূত্র জানায়, সন্দেহজনক সংশ্লিষ্ট হিসাবগুলোতে অর্থ পাচারসহ আরও ২৭টি ক্যাটাগরির অপরাধ সংঘটিত হতে পারে। তবে বিস্তারিত তদন্ত শেষে সুনির্দিষ্টভাবে যেসব লেনদেনে অপরাধ সংঘটিত হওয়ার প্রমাণ মিলবে সেসব লেনদেনকারীর বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে এ রকম নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে সংশ্লিষ্ট তদন্ত সংস্থাগুলোকে।

বিশেষজ্ঞ মহলের মতে, অর্থ পাচারকারীদের তথ্য পেলে পুলিশের সিআইডি বা বিএফআইইউকে অনুসন্ধানের জন্য জানানো দরকার। আর যদি শনাক্ত হয় তাহলে দেখতে হবে কোন দেশে টাকা গেছে, সেদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। এ ব্যাপারে যদি আইনগত ব্যবস্থা নিতে হয় সেটি অ্যাটর্নি জেনারেল অফিসের মাধ্যমে ব্যবস্থা নিতে হবে।

জানা গেছে, (২০২২-২৩) অর্থবছরে সন্দেহজনক লেনদেন শনাক্ত হয় ৮ হাজার ১৯৮টি। এর আগের অর্থবছর (২০২১-২২) একই সময়ে সন্দেহজনক লেনদেন শনাক্ত সংখ্যা ছিল ৫ হাজার ৩১২টি। ওই বছর ২ কোটি ৩২ লাখ ১৭ হাজার ৩১৫টি নগদ লেনদেন রিপোর্ট (সিটিআর) বিএফআইইউতে আসে।

জানতে চাইলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রতিষ্ঠান আর্থিক গোয়েন্দা ইউনিটের সাবেক উপদেষ্টা দেবপ্রসাদ দেবনাথ বলেন, অর্থ পাচারসংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য পর্যালোচনার জন্য অন্য দেশের কাছে তথ্য চাওয়া হয়। অন্য দেশগুলোও আমাদের কাছে চেয়ে থাকে।

অন্য দেশের আর্থিক গোয়েন্দা বিভাগের অনুমতি ছাড়া আমরা অনেক তথ্যই প্রকাশ করতে পারি না। এটি অর্থ পাচার প্রতিরোধে মানদণ্ড প্রণয়নকারী আন্তর্জাতিক সংস্থা-'এগমন' গ্রুপের সদস্য দেশ হিসাবে অনেক শর্ত ও নিয়ম মেনে চলতে হয়। অফিসিয়াল প্রমাণপত্র না আসা পর্যন্ত তথ্য প্রকাশ করা যায় না।

এদিকে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের সর্বশেষ কৌশলপত্রে উল্লেখ করা হয়, বাংলাদেশ থেকে সবচেয়ে বেশি অর্থ পাচার হয় ১০টি দেশ বা অঞ্চলে। এগুলো হচ্ছে-যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, সিঙ্গাপুর, হংকং, সংযুক্ত আরব আমিরাত, মালয়েশিয়া, কেম্যান আইল্যান্ড ও ব্রিটিশ ভার্জিন আইল্যান্ডস।

আর অর্থ পাচারের পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ওয়াশিংটনভিত্তিক সংস্থা গোবাল ফাইন্যান্সিয়াল ইনটিগ্রেটি (জিএফআই) বলছে, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মাধ্যমে বাংলাদেশ থেকে প্রতিবছর গড়ে ৭৫৩ কোটি ৩৭ লাখ ডলার পাচার হয়।

টাকার অঙ্কে তা প্রায় ৮০ হাজার কোটি টাকা। আর সুইজারল্যান্ডের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বার্ষিক প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০২১ সালে দেশটির বিভিন্ন ব্যাংকে বাংলাদেশিদের গচ্ছিত অর্থের পরিমাণ ছিল ৮৭ কোটি ১১ লাখ সুইস ফাঁ, যা বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ৮ হাজার ২৭৫ কোটি টাকা। অবশ্য অনেকেই মনে করেন, পাচার করা অর্থের পরিমাণ আরও বেশি হবে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উর্ধ্বতন এক কর্মকর্তা জানান, উন্নয়নশীল দেশ থেকে অর্থ পাচার হয়। এটা অস্বীকার করার সুযোগ নেই। বাংলাদেশও উন্নয়নশীল দেশ। এখান থেকেও টাকা পাচার হচ্ছে। যে টাকা চলে যায় তা ফেরত আনা কঠিন। এদিকে নিয়ে সংসদ সদস্যরাও সংসদে সরব হয়ে উঠেছেন। অনেক সংসদ সদস্য সংসদে বলেছেন, টাকা পাচার রোধ করতে না পারলে যে কোন সময় দেশ দেউলিয়া হয়ে যেতে পারে।

ড. ইউনূসের বিচার শুরু

অভিযোগপত্র দাখিল করেন মামলার তদন্ত কর্মকর্তা দুদকের উপপরিচালক গুলশান আনোয়ার প্রধান।

জানা যায়, দণ্ডবিধি ও মানি লন্ডারিং আইনে ২৫ কোটি ২২ লাখ ৬ হাজার ৭৮০ টাকা আত্মসাতের উদ্দেশ্যে স্থানান্তর ও হস্তান্তরের অভিযোগে গ্রামীণ টেলিকমের চেয়ারম্যান নোবেলজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসসহ ১৪ জনের বিরুদ্ধে এ চার্জশিট দেয়া হয়।

গত বছরের ৩০শে মে দুদকের ঢাকা সমন্বিত জেলা কার্যালয়-১-এ সংস্থার উপপরিচালক গুলশান আনোয়ার প্রধান বাদী হয়ে মামলাটি করেন।

হ্যাকনি সাউথ ও শর্ডিচ আসনে এমপি প্রার্থী শাহেদ হোসাইন

কম সময় ইউকেতে নিজের একাউন্টেন্ট ফার্ম ব্যবসায় অনেক সুনাম অর্জন করেছেন। কাজ করছেন বিশ্বের বিভিন্ন কর্পোরেট কোম্পানিগুলোতে। সবকিছু ছাড়িয়ে তিনি একজন সমাজসেবক এবং রাজনীতিবিদ। তাইতো রাজনীতির মাধ্যমে জনগণের এবং কমিউনিটির সেবা করতে চান।

শাহেদ হোসাইন এবার প্রার্থী হয়েছেন সেন্ট্রাল লন্ডনের একেবারে কাছেই হ্যাকনি সাউথ ও শর্ডিচ আসনে। যুদ্ধ বিরোধী নেতা জর্জ গ্যালওয়ের দল ওয়ার্কার্স পার্টি ব্রিটেনের মনোনিত প্রার্থী তিনি। এবারের নির্বাচনে জয়ের ব্যাপারে তিনি খুবই আশাবাদী। বিশেষ করে তার দল গাজা ইস্যুতে সোচ্চার ভূমিকা রাখছে ব্রিটেনজুড়ে।

এছাড়াও সেন্ট্রাল লন্ডনের একেবারে কাছে থাকার পরও হ্যাকনি সাউথ ও শর্ডিচ আসনটি অনেক ক্ষেত্রেই সুবিধা বঞ্চিত বলে মনে করেন তিনি। এই আসনের জনগণের সত্যিকারের ভাগ্য উন্নয়নে তিনি কাজ করতে চান। বিশেষ করে স্থানীয় এলাকায় ক্রাইম কমিয়ে আনা, সব ক্ষেত্রে ফান্ডিং বাড়ানো এবং এনএইচএস এর সার্ভিস মান আরো উন্নত করতে চান। তরুনদের জন্য কাজের সুবিধা, বয়স্কদের সেবার পরিধি বাড়ানো এবং মহিলাদের জন্য সুযোগ সুবিধা বাড়ানোর ক্ষেত্রে কাজ করতে চান শাহেদ হোসাইন। সর্বোপরি হ্যাকনি সাউথ ও শর্ডিচ আসনটিকে লন্ডনের মধ্যে একটি স্মার্ট এবং মডেল আসনে পরিনত করতে চান তিনি। এই আসনটিতে বিগত দিনে স্থানীয় এমপির ব্যর্থতার চিত্র তুলে ধরেন শাহেদ হোসাইন।

শাহেদ হোসাইন দুই সন্তানের জনক। উচ্চ শিক্ষিত, ভদ্র এবং পরিমার্জিত শাহেদ হোসাইন কানাডায় পড়ালেখা করেছেন। মাত্র ২০ বছর আগে ইউকেতে পাড়ি জমান তিনি। এদেশে এসে সফলতার সাথে আরো পড়াশোনার পর ব্যবসায় মনোনিবেশ করেন। গড়ে তুলেন নিজের একাউন্টেন্সি ফার্ম। স্বাবলম্বী হয়ে উঠেন অর্থনৈতিকভাবে। কমিউনিটি এবং সমাজসেবায় তার অগ্রণী ভূমিকা রয়েছে। তার চারিটি সংস্থা এথনিক ইন্টিগ্রেশন সোসাইটির মাধ্যমে অবিভাসিদের কল্যানে কাজ করছেন। তাদের অধিকার আদায়ে ক্যাম্পেইন চালিয়ে যাচ্ছেন।

শাহেদ হোসাইন একটি রাজনৈতিক পরিবারের সন্তান। তার পৈত্রিক নিবাস সিলেটের বিয়ানীবাজারে। তার বড় ভাই সারোয়ার হোসাইন কানাডা আওয়ামী লীগের সভাপতি ছিলেন। গত নির্বাচনে তিনি এমপি প্রার্থী ছিলেন বিয়ানীবাজার এবং গোলাপগঞ্জ আসনে।

শাহেদ হোসাইন মনে করেন নির্বাচনে তার বিজয়ের অনেকটাই সম্ভাবনা রয়েছে। ক্ষমতাসীন কনজারভেটিভ পার্টির প্রতি জনগন অনেকটাই বিরক্ত এবং লেবার পার্টি গাজা ইস্যুতে মানবতাবাদী মানুষকে হতাশ করেছে। তাদের ভূমিকার কারণে মানুষ মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে লেবার পার্টি থেকে। তিনি আশাবাদী এবার ওয়ার্কার্স পার্টি ব্রিটেনকে বেছে নিবেন ভোটাররা।

শাহেদ হোসাইনের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতির মধ্যে রয়েছে রাস্তাঘাটসহ অবকাঠামোর উন্নয়ন, জনগনের সঠিক মজুরী বৃদ্ধি, অপরাধ দমন করে তরুণদের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করা, টেক্স থ্রেশল্ড বাড়ানো এবং প্যালেস্টাইন ইস্যুতে সোচ্চার ভূমিকা রাখা

'বেনজীর' যাদের সৃষ্টি, তারা কি দায় এড়াতে পারেন?

সংবাদ সম্মেলনে এ প্রশ্ন তোলেন। একটি বেসরকারি টেলিভিশনের সংবাদকর্মী বেনজীর র‍্যাবের ডিজি ও পুলিশের মহাপরিদর্শক থাকা অবস্থায়ও দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে উল্লেখ করে ওবায়দুল কাদেরের কাছে জানতে চান, সরকার এখন কেন সে দায় নেবে না? জবাবে ওবায়দুল কাদের উলটো সাংবাদিককে প্রশ্ন করেন, 'আপনি কোন টিভিতে কাজ করেন? বেনজীর দুর্নীতি করেছে আপনি কি বলতে পেরেছেন? মিডিয়ায় কে বলেছে? সবশেষে বলেছে 'কালের কণ্ঠ'। আপনারা কেউ বলেননি। সে সাহসটা তো আপনারা সবাই দেখাতে পারেননি। এখন সরকারের ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছেন। আপনি কী করে বলেন, সরকার জেনেও এটা গোপন করেছে?' আমি জানি না, ওবায়দুল কাদের এভাবে সাংবাদিকদের ওপর দোষ চাপিয়ে দিয়ে নিজেদের দায়ভার থেকে কতটুকু মুক্ত হতে পারবেন। সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থার সর্বোচ্চ পদে থেকে বেনজীর যেভাবে দুষ্কর্ম করে গেছেন, ওবায়দুল কাদেরের কথায়, তা জানতে না পারাও যে সরকারের একটি বড় ব্যর্থতা, তা তিনি অস্বীকার করবেন কী করে? সাংবাদিকরা বেনজীরের অপরাধের কথা জানার পরও মিডিয়ায় তা প্রকাশ করতে কেন সাহস করেননি, তা সম্প্রতি ডেইলি স্টারের সম্পাদক মাহফুজ আনামের দেওয়া এক বক্তব্যে সুস্পষ্ট হয়েছে। তিনি একটি অনুষ্ঠানে বক্তৃতা দিতে গিয়ে বলেছেন, 'বেনজীরের কুকর্ম আমরা মিডিয়াতে জানতাম, কিন্তু রিপোর্ট করতে সাহস পেতাম না। কারণ ওই সময়ে সে যে পাওয়ারফুল আইজিপি ছিল, সে সাংবাদিকদের তখন কিনা করতে পারত। ওই সময় যদি রিপোর্ট করা হতো, তাহলে সরকার কি পাশে এসে দাঁড়াত?'

ওবায়দুল কাদের ৪ জুন আওয়ামী লীগের আরও একটি অনুষ্ঠানে বক্তব্য দিতে গিয়ে বলেছেন, 'বেনজীর আহমেদ আমাদের দলের লোক নন। সিনিয়রিটি নিয়ে তিনি আইজিপি হয়েছেন। আজিজ আহমেদও আমাদের দলের লোক নন। সেনাপ্রধান হয়েছেন নিজ যোগ্যতায় সিনিয়রিটি নিয়ে। আমরা তাকে বানাইনি। আওয়ামী লীগ শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে কাউকে পুলিশ, সেনা, র‍্যাব বা প্রশাসনের বড় পদে বসায়নি। ওবায়দুল কাদেরের এ বক্তব্যের মধ্যে সত্যতা কতটুকু আছে তা নিয়ে কিছু বলব না। তবে এতটুকু বলতে পারি, আজিজ আহমেদকে যখন সেনাপ্রধান করা হয়, তখন তার চেয়েও অনেক যোগ্য ও সিনিয়র কর্মকর্তা সেনাবাহিনীতে ছিলেন। ওবায়দুল কাদের যে কথাই বলুন না কেন, এসব পদে সরকার কাদের নিয়োগ দেন, সে বিষয় কমবেশি সবারই জানা আছে। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না, সরকারপ্রধানের বিশেষ পছন্দের লোক না হলে কেউ পুলিশের মহাপরিদর্শক হতে পারেন না। ঠিক একই কথা সশস্ত্রবাহিনীর প্রধানদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। বিগত বেশ কয়েকটি নিয়োগ প্রক্রিয়া দেখে সাধারণ মানুষের ভেতর এ ধারণাই জন্মেছে, আমাদের দেশে বাহিনীপ্রধান হতে হলে শুধু পেশাগত যোগ্যতা থাকলেই হয় না; রাজনৈতিক আনুগত্যও থাকতে হয়। কয়েক দশক ধরেই রাজনৈতিক আনুগত্যকেও যোগ্যতার মাপকাঠি ধরা হচ্ছে। আবার দেখা যায়, কারও কারও ক্ষেত্রে পেশাগত যোগ্যতারও প্রয়োজন পড়ে না, শুধু আনুগত্য দেখিয়েই বৈতরণি পার হয়ে যান। দেশের মানুষ মনে করেন, যিনি বা যারা এসব পদে নিয়োগ দেন তারা দেখেন, যাকে নিয়োগ দেওয়া হচ্ছে তিনি তাদের অভিপ্রায় নির্দ্বিধায় পূরণ করবেন কি না। এক্ষেত্রে পেশাদার যোগ্য ব্যক্তিকে অতিক্রম করতে হলেও তাকেই এসব পদে নিয়োগ দেওয়া হয়।

প্রশ্ন হচ্ছে, এ দেশে বেনজীর কি একজনই? নাকি আরও বেনজীর আছে? বেনজীর কাদের সৃষ্টি? সরকার কি এমন বেনজীর সৃষ্টির দায় এড়াতে পারে? ক্ষমতার শীর্ষ পর্যায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় দুর্নীতিকে যেভাবে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া হয়েছে, তাতে অনুমান করা যায়, এমন বেনজীর এ দেশে আরও আছে। গণমাধ্যমে খবর হলেই কেবল আমরা শুনতে পাই, তাদের নিয়ে তখন ব্যাপক আলোচনা হয়। নিঃসন্দেহে বলা যায়, এমন অনেকেই এখনো সরকারের সুনজরে আছেন। তাদের দেখে মনে হয়, তারাও বেনজীরের মতো দোর্দণ্ডপ্রতাপশালী, রক্ত হিমশীতল করা ভয়ংকর ব্যক্তি; ভিন্নমতাবলম্বী নেতা পিটিয়ে সরকারের নজরে এসেছেন। তাদের অনেকেই এখন মানুষের সঙ্গে মিষ্টি ব্যবহার করেন। মিডিয়ায় ঘনঘন হাজির হয়ে বেনজীরের মতোই সততার গল্প শোনান।

BANGLA POST
www.banglapost.co.uk
Email: news@banglapost.co.uk

Labour manifesto all about wealth creation

Post Desk : Labour's leader Sir Keir Starmer has said wealth creation will be the "number one priority" in his party's general election manifesto.

The document setting out what Labour would do in government if Sir Keir becomes prime minister after 4 July will be unveiled later on Thursday.

Sir Keir has stressed there will be "no surprises" on tax, as he seeks to defuse Tory attacks that his party would put them up.

"I think people are taxed too much already. What I want to do, my central mission, is to grow the economy," he said in a Sky News election special.

Only by growing the economy can Labour generate the funds needed for public services, he argued.The manifesto launch will be a chance for Labour to showcase key policies it had already announced before the election campaign began.

These include setting up a new state-owned energy investment and generation company, hiring more police officers and renationalising nearly all passenger rail.

But the party could also offer more detail in other priority areas such as planning reform, which it has put front and centre of its economic plans.

Ahead of the launch, Sir Keir said wealth creation was "our number one priority" and "growth is our core business".

"If we could grow the economy at anything like the level the last Labour government did, that's an extra £70bn worth of investment for our public services," he added.

He argued that "billions upon billions in projects" could be unlocked through changes to investment rules and the planning regime, but were currently "held up by the blockers of aspiration".Labour's manifesto was signed off at a party meeting last week but has failed to win the support of Unite, its biggest trade union backer, which argues the party's scaled-back plans to improve workers' rights do not go far enough.

The package, first unveiled in 2021, would scrap qualifying times for parental leave and sick pay rights when employees start a new job, and boost flexible working rights where "reasonably feasible".

But notably, a pledge to introduce collective wage bargaining "across the economy" has been replaced with a plan to "start by" introducing a fair pay agreement in the adult social care sector, before a potential roll-out in other areas.

Other policies expected to feature in the manifesto include:

introducing free breakfast clubs in primary schools in England

banning under-16s in England from buying high-caffeine energy drinks

£1.6bn to pay for more appointments in NHS hospitals, new CT scanners and extra dentist appointments.

Labour has long argued that growth is the only responsible way to generate extra funding for public services and says it wants to make the UK the fastest growing economy in the G7 group of rich nations if it wins power.

Arguing that it will inherit a difficult financial position if it enters office, it has made only a handful of additional spending commitments since the election was called three weeks ago.

These include £140m to convert 3,300 classrooms into nurseries, paid for by introducing VAT on private school fees, and £320m for repairing potholes, financed by deferring a new bypass from the A27 in Sussex.

Sir Keir made the unusual move of invoking his predecessor to attack Tory election pledges to cut taxes, accusing them of a "Jeremy Corbyn-style manifesto" where "none of it is costed".

Labour has ruled out increasing rates of income tax, National Insurance or VAT, which in the manifesto will be presented as a "tax lock" for voters.

It has also ruled out increasing the main rate of corporation tax, which companies pay on their profits, in an attempt to burnish its pro-business credentials.

But it has not made the same commitment for capital gains tax, charged on profits from selling assets, saying instead its manifesto plans do not "require" a hike.

If you are expecting surprises from Labour, well – don't.

It does not look like there will be any. This will be a manifesto seeking to reassure, rather than reveal.

To pull together, the party hopes, the "missions" for government Sir Keir has been fleshing out for the last 18 months centred on the economy, education, crime, health and energy.

Labour insist they amount to the foundations for what it calls a "decade of national renewal".

The Conservatives, who have announced a blitz of new policies in the last few weeks, claim Labour's plans are empty.

As the Tories seek to draw a dividing line with Labour on tax cuts, Sir Keir will counter that he rejects the instinct to tax and spend. Instead, growing the economy is his central objective.

Delivering that, though, could well prove rather more tricky.

The manifesto is around 23,000 words long, we are told – that is shorter than their doomed offering in 2019.

And if you are not sure what Sir Keir looks like if you start reading it, you will by the end – there are 34 pictures of him within it.

Hajj: Centre of People, Centre of Masses – Embedded Science of Makkah

By Shofi Ahmed

Muslims from around the world in their millions converge at the Hajj in Makkah, the heart of the earth. This journey, one of the five pillars of Islam, is a profound spiritual experience and an intriguing scientific marvel. Let us delve into the underlying scientific setting of the Ka'aba in Makkah, enriched by its spiritual panache.

The Ka'aba, situated in the holy city of Makkah, is the focal point for millions of Muslims who perform Hajj annually. This sacred structure, revered as the House of Allah SWT, is central to the Muslim faith. The Qur'an states, "Indeed, the first House [of worship] established for mankind was that at Makkah - blessed and a guidance for the worlds' ' (Surah Al-Imran 3:96). This verse underscores the spiritual and universal significance of Makkah.

The Ka'aba's location is not merely of spiritual importance but also holds remarkable scientific significance. Recent studies have shown that Makkah is at the geographical centre of the world's land masses. This unique positioning is a testament to the divine wisdom in selecting Makkah as the site for the Ka'aba.

Prof. Dr. Yehia Wazeri, a prominent researcher, has demonstrated through his studies that Makkah is located at the centre of four circles that pass through the edges of the dry land of the world's seven continents and the geographical centres of the new world continents. This centrality is not a coincidence but rather a profound indication of Makkah's importance.

Golden Ratio: The concept of the Golden Ratio, approximately 1.618, is a mathematical principle found in various natural and human-made structures, symbolising balance and harmony. Remarkably, the coordinates of Makkah align closely with this ratio, suggesting a divinely inspired precision in its location.

Exact Science : The exact alignment with the Golden Ratio underscores its scientific credibility. The cosmic motion is constantly dynamic and non-stop, striving to form the perfect circle. A circle, however, is never perfect as π (pi) continually expands, producing new decimals. This reflects an inherent abyss between the last degrees in forming a perfect circle, resulting in a gap that produces nano decimals.

The Prophet Muhammad (peace be upon him) emphasised the significance of Arafah during Hajj, stating, " الحج عرفة" or "Hajj is Arafah." This indicates that the validity of Hajj hinges on the day of Arafah. The historical and spiritual narrative intertwines with the scientific, as Adam (peace be upon him) and Hawwa (Eve) were believed to have reunited on the plain of Arafah. Here, the earthly and heavenly realms converge, symbolising the unity of mankind.

The Ka'aba's structure itself is a marvel of simplicity and elegance, embodying profound spiritual symbolism. Its cubic form represents the balance between the earthly and the divine. The Ka'aba is covered by the Kiswah, a black silk and gold-embroidered cloth, symbolising the sanctity and reverence accorded to this sacred site.

Cardinal Alignment : Scientifically, the Ka'aba's precise alignment with cardinal directions is noteworthy. The corners of the Ka'aba are aligned with the cardinal points of the compass, emphasising its central role in the Islamic world. This alignment facilitates the uniformity of prayer direction (Qibla) for Muslims worldwide, further reinforcing the Ka'aba's unifying significance.

Tawaf : The act of circumambulating the Ka'aba mirrors the motion of celestial bodies. This act symbolises the harmony between the universe and the spiritual realm, where believers emulate the cosmic loop around a central point, reflecting their devotion and unity.

The seamless integration of spiritual and

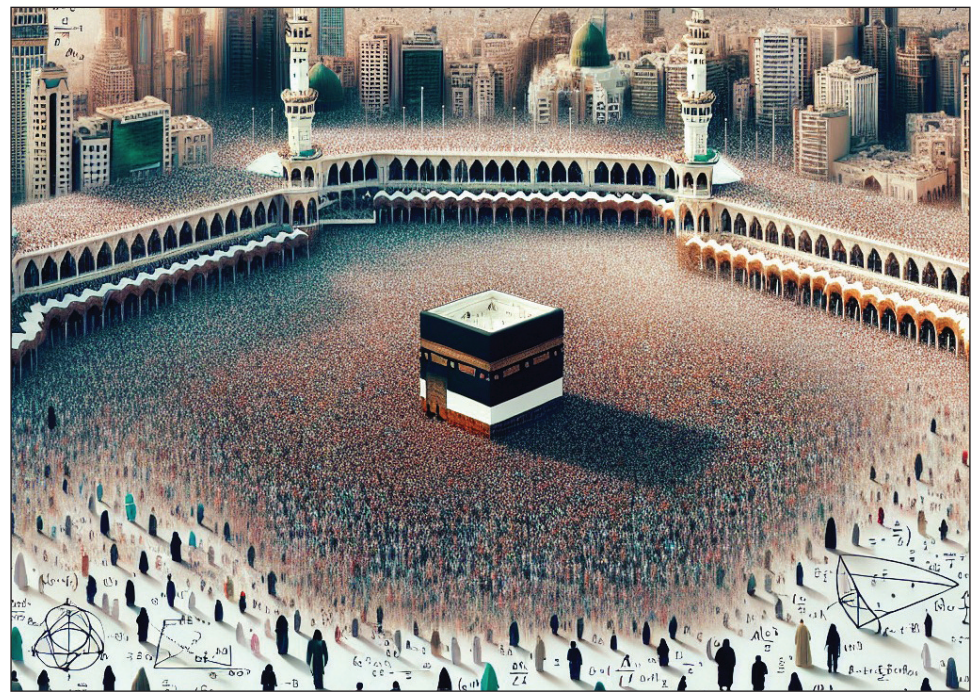

scientific elements in Makkah is a testament to the profound wisdom embedded in its existence. The Ka'aba, as the centre of both people and masses, epitomises the unity and harmony inherent in the Islamic faith.

The Qur'an and Hadith provide deep spiritual insights, while contemporary scientific discoveries reveal the remarkable precision and significance of Makkah's location. This harmonious blend of faith and science enriches our understanding of the Ka'aba, enhancing its timeless appeal.

Makkah stands as a beacon of spiritual and scientific marvel, a testament to the divine wisdom that encompasses both the material and spiritual realms. This unique confluence continues to inspire and guide millions, a centre of unity and faith at the heart of the world.

Related Knowledge Recommendation for Further Studies

[1] How does the concept of the Golden Ratio manifest in natural and human-made structures?
[2] What are the scientific principles behind the cardinal alignment of the Ka'aba?
[3] How do the spiritual narratives of Adam and Eve enrich the significance of Arafah?

Tareq Chowdhury
Principal

Kingdom Solicitors
Commissioner for OATHS

ইমিগ্রেশন ও ফ্যামেলী বিষয়ে যে কোন আইনগত পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন

Mobile: 07961 960 650
Phone : 020 7650 7970

102 Cranbrook Road, Wellesley House,
2nd Floor, Ilford, IG1 4NH
www.kingdomsolicitors.com

I went without Sky TV as a child, says Sunak

Post Desk : Rishi Sunak has said he went without "lots of things" as a child, including Sky TV.

In an interview with ITV News, the prime minister, who attended the fee-paying Winchester College, said his parents "wanted to put everything into our education and that was a priority".

Mr Sunak and his wife Akshata Murty are estimated to have a personal fortune of £651m.

Labour has sought to use Mr Sunak's wealth to portray him as out of touch and disconnected from ordinary people during a cost-of-living crisis.

Asked if he had ever gone without something, the PM told ITV: "Yes, I mean, my family emigrated here with very little. And that's how I was raised. I was raised with the values of hard work."

Mr Sunak's father was a GP, while his mother ran her own pharmacy.

Asked what sort of things had to be sacrificed, he said: "Lots of things."

Pressed for an example, he said: "All sorts of things like lots of people. There'll be all sorts of things that I would've wanted as a kid that I couldn't have. Famously, Sky TV, so that was something that we never had growing up actually."

Speaking on the campaign trail Mr Sunak said he was "very, very fortunate that my parents had good jobs".

He added: "But the reality of the situation is my grandparents emigrated in this country, with very little and in three generations,

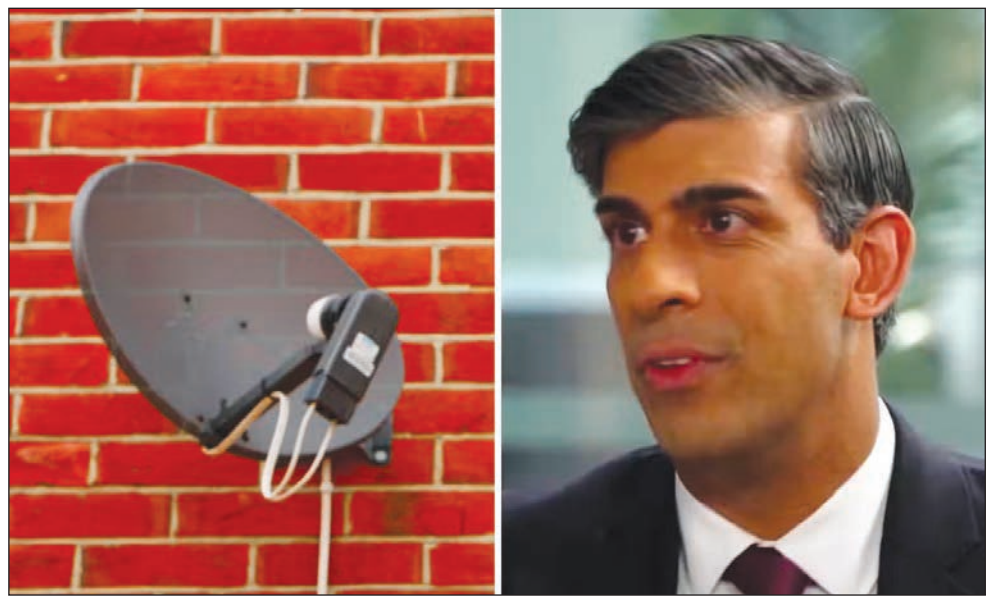

I'm sitting here talking to you as prime minister."Labour leader Sir Keir Starmer said he did not want to comment on Mr Sunak's remarks but when pushed said he had previously spoken about his family having to cut off their phone when they could not pay the bills.

But he said he was not “pleading poverty” and that these were just normal things growing up in a working-class household.

Speaking on a campaign visit in Warwickshire, Liberal Democrat leader Sir Ed Davey said he did not have Sky TV as a child.

Asked what he had been deprived of growing up, Sir Ed said: "I lost my father when I was four and my mum was so fantastic she managed to make up for that.

"She didn’t have that much money... and I remember my mum making me walk up the hill to go to Costcutter where coffee was two pence cheaper.”

Sky Television was launched in 1989, when Mr Sunak was eight years old. Within a year of its launch Sky claimed to reach one million households in the UK, reaching six million subscribers by the end of the 1990s.

Its popularity soared after Sky Sports won the rights to show live Premier League football games in 1992.

Sky’s channels were initially free to anyone who paid for a dish and set-top box, with subscription packages introduced a few years later.

Mr Sunak, 44, worked as a hedge fund manager before he became an MP and was the first front-line politician to feature in the Sunday Times' annual rich list in its 35-year history.

However, most of the family's wealth comes from his wife's shareholding in IT giant Infosys, which was co-founded by her father.

Ms Murty's finances were thrust into the spotlight in 2022, when Mr Sunak was chancellor, when it emerged she had non-dom status, which allows people living in the UK to avoid paying UK tax on money made abroad.

Greater Deulgram Welfare Trust UK
BIANNUAL GENERAL MEETING

The BIANNUAL GENERAL MEETING and ELECTION of the Greater Deulgram Welfare Trust UK was held on Monday evening,Trustees from different cities in the United Kingdom participated and it was held at NAYZEN PODS Restaurant in Romford.

In the first episode Executive committee member Maulana Anwar Hossain Rabbani recited from the Holy Quran under the vice chair Ohid Uddin, he given wellcome speech , and general secretary Fokrul Islam presented the meeting.Treasurer also presented annual report.

In the second phase, the ELECTION was held and announced a 27-members committee.

Alhaj Abdus Shukur as the PRESIDENT , Sultan Ahmed as the GENERAL SECRETARY and Manwar Ahmed as the treasurer announced the new committee for two years.

Councillor Shafi Ahmed, Abul Kalam Azad, Gulzer Hossain, Monjur Ahmed, Mohammad Sultan Ahmad and Dulal Ahmad, Harun Roshid, Mowlana Anwar Husain Rabbani and many others spoke at the meeting.

SHAHBAG JAMIA MADANIA QASIMUL ULUM
MADRASHA &ORPHANAGE
UK Charity No. 112616
NGO Affairs Bureau Bangladesh Registration No- 3052
UK: 71-75 Blakeland Street, Birmingham, B9 5XQ
Bangladesh : P.O: Shahbag, Zakiganj, Sylhet.
Phone: 0088 01716602167 / 0088 0171 5336357

Welfare

Orphanage

Madrasah

Please Help supporting the poor & needy with your:
Lillah Sadaqah Zakat Fitra Fidya Kaffara Qurbani

CAN DONATE VIA :
Paypal: shahbagjamia@yahoo.com
Online: www.shahbagjamia.com
Telephone: 0798 335 7324
UK Bank Details:
Shahbag Jamea Madania Quasimul Ulum Trust
HSBC Bank
Sort Code: 40-21-05 Account No: 51625608
B.I.C Swift Code- HBUKGB4112U
IBAN-GB98HBUK40210551625608

PROJECTS
Hafiz Sponsor £250 x 3 = £750 .00
Shops (permanent income for Orphanage) Per Shop £2500.00
Class/Living Room for Orphanage Per Room £3000.00
Support Needed FISHERY Project to Generate Permanent Income for Madrasha & Orphanage
33 Decimal Land £1000, One Cow £400 Minnow (Fishery), Tree plant £100
Ashab-e-Badr Fund one off payment £700.00 x 313 Donor

For further information please contact:
Maulana Abdul Hafiz, Principal
Mobile: 0798 335 7324
e: shahbagjamia@yahoo.com www.shahbagjamia.com

Year: 21 ◆ Issue: 1016 ◆ Friday 14 June - Thursday 20 June 2024

BANGLA POST

BRITAIN'S HIGHEST DISTRIBUTED BANGLA NEWSPAPER

ঢাকায় বড় ধরণের ভূমিকম্পের শঙ্কা

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : টাঙ্গাইলের মধুপুর ফল্টে শক্তিশালী ভূমিকম্প হলে ঢাকার সাড়ে আট লাখের বেশি ভবন ভেঙে পড়তে পারে, যা মোট ভবনের প্রায় ৪০ শতাংশ। এতে সরাসরি মারা যেতে পারে অন্তত দুই লাখের বেশি মানুষ। আহত হতে পারে তিন লাখের বেশি। আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ২৪ হাজার মিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যেতে পারে।

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) 'আরবান রেজিলিয়েন্স প্রজেক্ট : রাজউক অংশ' শীর্ষক প্রকল্পের

আওতায় পরিচালিত এক গবেষণায় এসব তথ্য জানা যায়।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ঝুঁকি ও প্রাণহানি কমাতে ভূমিকম্প-পরবর্তী উদ্ধারকাজের চেয়ে আগেই ভূমিকম্প সহনশীলতা তৈরির দিকে যেতে হবে। জরুরি ভিত্তিতে ঝুঁকিপূর্ণ ভবনগুলো চিহ্নিত করে মজবুতীকরণ (রেট্রোফিটিং) করতে হবে। ইমারত নির্মাণ বিধিমালা মেনে নতুন ভবন নির্মাণ করতে হবে। এমন পরিস্থিতিতে ২ জুন ভূমিকম্প সচেতনতা দিবস পালন করা হয়েছে। 'আরবান রেজিলিয়েন্স প্রজেক্ট : রাজউক --১৭ পৃষ্ঠায়

লন্ডনে স্মার্ট এনআইডি কার্ড পাচ্ছেন বাংলাদেশীরা

পোস্ট ডেস্ক : যুক্তরাজ্যে বসবাসকারী বাংলাদেশি নাগরিকদের জন্য ভোটার রেজিস্ট্রেশন ও স্মার্ট এনআইডি কার্ড বিতরণ কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু করেছে বাংলাদেশ হাই কমিশন, লন্ডন। রবিবার (৯ জুন) বিকেলে লন্ডন হাইকমিশনের বঙ্গবন্ধু লাউঞ্জে আয়োজিত এক বিশেষ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশনার মো. আলমগীর এই কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন যুক্তরাজ্যে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার সাইদা মুনা তাসনিম। উদ্বোধনী বক্তব্যে নির্বাচন কমিশনার বলেন, ব্রিটিশ-বাংলাদেশিরাও এখন তাদের বাড়ি থেকেই ভোটার রেজিস্ট্রেশন ও স্মার্ট এনআইডি কার্ডের জন্য অনলাইনে --১৭ পৃষ্ঠায়

মাঠ দখলের নানা পরিকল্পনায় বিএনপি

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : রাজনীতিতে আবারো মাথাচাড়া দিয়ে উঠার পরিকল্পনা করছে বিএনপি। তারা মাঠ দখলের নানা পরিকল্পনা হাতে নিয়ে কাজ শুরু করেছে। দলটির শীর্ষ নেতারা ইতোমধ্যে জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের নেতাদের নির্দেশনা দিয়েছেন। সেই মোতাবেক তারা কাজ শুরু করে দিয়েছেন বলে দলের শীর্ষ পর্যায়ের একটি সূত্র দাবী করেছে। চার ধাপের উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে ভোটকেন্দ্রে ভোটার --১৭ পৃষ্ঠায়

ব্রিটিশ পার্লামেন্ট নির্বাচন...২০২৪

লেবার পার্টির মনোনয়ন পেলেন ৫ বাঙালী নারী নেত্রী

পোস্ট ডেস্ক : জাতীয় কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় লেবার তার অনুমোদিত প্রার্থীদের সম্পূর্ণ তালিকা ঘোষণা করে করেছে। চূড়ান্ত প্রার্থী ঘোষণায় লন্ডনের গুরুত্বপূর্ণ চারটি আসনসহ সাউথাম্পটনের একটি আসনে লেবারের মনোনয়ন পেয়েছেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভুত পাঁচজন নারী নেত্রী। এর মধ্যে চারজনই গত বিভিন্ন মেয়াদে লেবার থেকে নির্বাচিত হয়ে পার্লামেন্টে নিজ এলাকার নেতৃত্ব

দিয়েছেন। তাদের একজন ছিলেন স্থানীয় কাউন্সিলর। এবারের নির্বাচনে যারা মনোনয়ন পেয়েছেন রুশনারা আলী (বাথনালগ্রীন -স্টেপনী), টিউলিপ রেজওয়ানা সিদ্দীক (হ্যাম্পস্টেড এন্ড হাইগেট), রুপা হক (ইলিং সেন্ট্রাল -একটন), আফসানা বেগম --১৭ পৃষ্ঠায়

কার্টনে মোড়ানো নবজাতকের লাশ

বিশেষ সংবাদদাতা, ঢাকা : ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সরাইলে কার্টনে মোড়ানো অবস্থায় এক নবজাতকের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। বুধবার সকালে উপজেলার শাহবাজপুর ইউনিয়নের মেরাতলী এলাকায় একটি সেতুর কাছ ওই নবজাতকের লাশ উদ্ধার করা হয়। পরে ময়না তদন্তের জন্য জেলা সদর হাসপাতাল মর্গে নিয়ে যাওয়া হয়। --১৭ পৃষ্ঠায়

হ্যাকনি সাউথ ও শর্ডিচ আসনে এমপি প্রার্থী শাহেদ হোসাইন

মুহাম্মদ শাহেদ হোসাইন। একজন অ্যাকাউন্ট্যান্ট, ফাইনান্স কন্সালটেন্ট এবং রাজনীতিবিদ। কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে আমেরিকা, ইউকে এবং কানাডাতে। --২০ পৃষ্ঠায়

ইসরাইল ইস্যুতে সরব সেলিব্রেটিরা

পোস্ট ডেস্ক : গাজা উপত্যকার অধিবাসীদের বিরুদ্ধে ব্যাপক অপরাধযজ্ঞের ফলে বিশ্ব অঙ্গনে ইসরাইলের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের বিভিন্ন ফ্রন্ট সম্প্রসারিত হয়েছে। বিশ্বের পশ্চিম ও পূর্বের দেশগুলো স্বতঃস্ফূর্তভাবে ইসরাইলি পণ্য এবং ইসরাইলের সঙ্গে ব্যাপক আকারে সম্পর্ক রয়েছে- এমন কোম্পানির পণ্য বর্জন করে ইসরাইলি শাসক গোষ্ঠীর অর্থনীতিকে ক্ষতি করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। --১৭ পৃষ্ঠায়

ড. ইউনূসের বিচার শুরু

পোস্ট ডেস্ক : ড. ইউনূস সহ ১৪ জনের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করেছেন আদালত। বুধবার ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৪ এর বিচারক সৈয়দ আরাফাত হোসেনের আদালত চার্জ গঠন করেন। ১৫ জুলাই সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য রেখেছেন। গত ১লা ফেব্রুয়ারি এই মামলায় ড. ইউনূসসহ ১৪ জনের বিরুদ্ধে আদালতে --২০ পৃষ্ঠায়

Bangla Post is published by Brit Bangla Services Ltd, Unit S7, The Whitechapel Centre, 85 Myrdle Street, London E1 1HL, Registered at the Post office as a newspaper
Tel: News - 0203 674 7112, Sales - 0203 633 2545 Email : info@banglapost.co.uk, news@banglapost.co.uk Web: www.banglapost.co.uk